পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 67 Friday, 6 February, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৬৭ সংখ্যা ❋ ২৩ মাঘ ১৪৩২, শুক্রবার, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বাজেটে কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী

বাড়ল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, শিক্ষিত কর্মহীনদের জন্য 'যুবসাথী' প্রকল্প ঘোষণা রাজ্যের

ভোটমুখী বাজেটে জনদরদী রাজ্য

- 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে ৫০০ টাকা বাড়ল
- রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের DA বাড়ল ৪%
- সিভিক ভলান্টিয়ারদের পারিশ্রমিক ১০০০ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব
- মারা গেলে পরিবারকে ৫ লক্ষ আর্থিক সাহায্য
- সপ্তম পে কমিশনের ঘোষণা
- প্যারা টিচারদের পারিশ্রমিক বাড়ল ১০০০ টাকা
- রাজ্যে চালু হচ্ছে 'বাংলার যুবসাথী' প্রকল্প
- আশা কর্মীদের ১০০০ টাকা ভাতা বৃদ্ধি
- সঙ্গে মিলবে ১৮০ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটি
- ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম ৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ ভোটমুখী বাংলায় বিরাট ঘোষণা রাজ্য সরকারের। ৫০০ টাকা বাড়ল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। জল্পনা ছিলই যে এবারের বাজেটে বাড়তে পারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। আজ, বৃহস্পতিবার বহু প্রতিক্ষিত সেই জল্পনাকেই বাস্তবায়িত করল রাজ্যের সরকার। আজ, বৃহস্পতিবার বিধানসভায় পেশ হওয়া ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে পেশ করা হয়। সেখানেই রাজ্যের মহিলাদের জন্য এই খুশির খবর শোনান অর্থ দফতরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ৫০০ টাকা বাড়ানোর ফলে এই প্রকল্পে অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হল ১৫ হাজার কোটি টাকা। প্রকল্পে যুক্ত হচ্ছেন আরও ২০ লক্ষ ৬২ হাজার উপভোক্তা। বর্তমানে রাজ্যের সাধারণ মহিলারা ১০০০ টাকা এবং এসসি-এসটি মহিলারা পেতেন ১২০০ টাকা। ৫০০ টাকা বাড়ার ফলে এটি বেড়ে হল যথাক্রমে ১৫০০ এবং ১৭০০ টাকা। এদিন ভোটের আগে ৪ লক্ষ ৬ হাজার কোটি টাকার অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করল রাজ্য সরকার। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ঘোষণার পাশাপাশি এদিন সপ্তম পে কমিশনের কথা ঘোষণা করা হয়। রাজ্য সরকারি কর্মীদের ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে ১৮ শতাংশ থেকে এটি বেড়ে হল ২২ শতাংশ। আগামী ১লা এপ্রিল থেকে বর্ধিত হারে ডিএ কার্যকর করা হবে। জানানো হয়, গিগ কর্মীরাও স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় আসবেন। এর পাশপাশি বাংলার নতুন প্রকল্প 'যুবসাথী'-কথা ঘোষণা করা হয়। রাজ্যের যুবক-যুবতীদের চাকরি পেতে সহযোগিতা করা হবে। এছাড়া ২১-৪০ বছর বয়সী বেকারদের মাসিক ১৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। অন্যদিকে, ভূমিহীন কৃষিকর্মীদের জন্য বছরে চার হাজার টাকা দেওয়া হবে দুটি কিস্তিতে, ২ হাজার টাকা করে। শিক্ষকবন্ধুদের ভাতা ১০০০ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। আশা কর্মীদের বেতন বেড়ে হল ৬ হাজার টাকা। রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি সহায়কদের জন্য ভাতাও ১০০০ টাকা করে বাড়ানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে অন্তর্বর্তী বাজেটে। তাঁরা মারা গেলে পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২৮০ কোটি টাকা। সিভিক ভলান্টিয়ার এবং গ্রিন পুলিশদের বেতন মাসিক ১০০০ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীরা রাজ্যের হেলথ স্কিম-এর আওতায় দু'লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস পরিষেবা পান। চলতি বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে, এবার থেকে দু'লক্ষ টাকার বেশি যা অর্থ খরচ হবে তার ৭৫ শতাংশ ক্যাশলেস পরিষেবার আওতায় আনা হবে। অন্যদিকে এদিনই ডিএ মামলার রায় ঘোষণা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই রায়ের পর বাজেট-পরবর্তী সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করলেন, আপাতত রায়টি খুঁটিয়ে না দেখে কোনও চূড়ান্ত মন্তব্য করতে রাজি নন। তাঁর কথায়, ''আমরা এখনও রায়ের কপি হাতে পাইনি। আগে স্টাডি করতে দিন। যে কমিটি এই রায় দিয়েছে, সেখানে তিনজন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন, একজন ছিলেন ক্যাগের প্রতিনিধি। রাজ্যের কোনও প্রতিনিধি সেখানে ছিল না। তাই আমরা আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলব। এর জন্য একটি কমিটিও তৈরি করা হয়েছে।'' মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, আদালত মে মাস পর্যন্ত সময় দিয়েছে। তার আগেই পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে রাজ্য কীভাবে এগোবে, তা ঠিক করা হবে। ''ওরা যেভাবে বলবে, সেভাবেই আমরা চলব,'' বলেন তিনি। ডিএ প্রসঙ্গের পাশাপাশি রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, দেশের বহু রাজ্যেই অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা পেনশন পান না। মমতার দাবি, ''একমাত্র বাংলাতেই অবসরের পর পেনশন দেওয়া হয়।'' সঙ্গে প্রশ্ন ছুড়ে দেন, ''আমি যদি পেনশন না দিই, কত টাকা বেঁচে যাবে বলুন তো? কিন্তু যাঁরা পেনশনের ওপর নির্ভরশীল, তাঁরা কী করবেন?'' এই যুক্তির সূত্র ধরেই মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে মানুষ যে সুযোগ-সুবিধা পান, অন্য অনেক রাজ্যে তা নেই। তাঁর কথায়, ''আমি সকলের কথা ভাবি বলেই রাজ্যে এত সামাজিক প্রকল্প রয়েছে।'' তবে এসআইআর ইস্যুতে এদিন মুখ খোলেননি মুখ্যমন্ত্রী। সাফ জানিয়ে দেন, ''সুপ্রিম কোর্টের বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না।'' উন্নয়নের প্রশ্নে বিজেপিকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি তিনি। মমতার তোপ, ''যারা কাজ করে, তারা ঢাক পেটায় না। আর যারা কাজ করে না, তারাই শুধু ঝুট বলে।''

গোটা দেশে একমাত্র বাংলার সরকারি কর্মচারীরাই পেনশন পান, ডিএ মামলার রায় নিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যসভায় মমতার নাম না করে তৃণমূল কংগ্রেসকে ধুনলেন মোদি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশগুলিও নিজেদের দেশ থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের সরিয়ে দিচ্ছে। অথচ এখানে আদালতের উপর অযথা চাপ তৈরি করা হচ্ছে, যাতে এই অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করা যায়। এই অনুপ্রবেশকারীরা দেশের যুবসমাজের অধিকার ও রুজি-রোজগার কেড়ে নিচ্ছে এবং আদিবাসীদের ন্যায্য জমি দখল করে নিচ্ছে। অথচ এমন লোকেরাই এসে আমাদের নীতিকথা শোনাচ্ছে''- তৃণমূল সুপ্রিমো ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে নিশানা করে বলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ''সংসদে বিভিন্ন সদস্যের বক্তব্য তিনি শুনছিলেন এবং তাঁর মনে হয়েছে আলোচনার মান আরও অনেক ভালো হতে পারত। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা সংসদে বক্তৃতা দিচ্ছেন, অথচ তাঁদের রাজ্যে পরিস্থিতি ভয়াবহ। তারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষ নিচ্ছে, যখন বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশগুলিও নিজেদের দেশ থেকে এদের তাড়িয়ে দিচ্ছে।'' প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, ''যুবসমাজ কীভাবে তাদের ক্ষমা করবে, যখন তারা অনুপ্রবেশকারীদের দেশের মানুষের চাকরি কেড়ে নিতে দিচ্ছে।'' মোদির

অভিযোগ, এই অনুপ্রবেশকারী বা 'ঘুসপেটিয়া' আদিবাসীদের জমি দখল করছে, যার ফলে হিংসা বাড়ছে এবং মহিলাদের নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এদিন তাঁর প্রতীক্ষিত ভাষণ দেন রাজ্যসভায়। বিরোধীদের স্লোগান ও ওয়াকআউটের মধ্যেই তিনি বলতে থাকেন। কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনকালকে নিশানা করার পাশাপাশি বিরোধীদের বিরুদ্ধে 'অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করার' অভিযোগ তোলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''এনডিএ সরকার গত এক দশকে মূলত অতীতের ভুলগুলো সংশোধনের কাজই করেছে।'' ভাষণে মোদি বলেন, ''কংগ্রেস হোক বা তৃণমূল, ডিএমকে কিংবা বাম- এরা সবাই দীর্ঘদিন কেন্দ্রের ক্ষমতায় থেকেছে এবং রাজ্যেও সরকার চালানোর সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু এরা শুধু নিজেদের পকেট ভরাতেই ব্যস্ত ছিল, সাধারণ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার কোনও আগ্রহ তাদের ছিল না।''

৩১ মার্চের মধ্যেই দিতে হবে বকেয়া ২৫ শতাংশ ডিএ

রাজ্যকে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ শীর্ষ আদালতে রাজ্য সরকারি কর্মীদের বড় জয়। 'ডিএ আইনি অধিকার, বকেয়া ডিএ দিতেই হবে,' এমনই মন্তব্য আদালতের। অবিলম্বে বকেয়া ২৫ শতাংশ ডিএ মেটাতে হবে রাজ্যকে, সাফ নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। তবে রাজ্যের আবেদন আংশিক মঞ্জুর করেছে বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ডিএ পরিবর্তনশীল। সেই কারণে ৬ মার্চের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে বাকি বকেয়ার কতটা পরিমাণ ডিএ দেওয়া হবে তা নিয়ে। ৩১ মার্চের মধ্যে দিতে হবে প্রথম কিস্তির টাকা। মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে রিপোর্ট। অবিলম্বে বকেয়া ২৫ শতাংশ ডিএ দিতে হবে রাজ্যকে, সাফ নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় করোলের। তবে রাজ্যের আবেদন আংশিক মঞ্জুর করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ডিএ পরিবর্তনশীল। সেই কারণে ৬ মার্চের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন আগেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল হাই কোর্ট। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। সেখানে বকেয়া ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারজন্য বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ৬ সপ্তাহ সময়। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে বকেয়া ডিএ দেয়নি রাজ্য। বরং সুপ্রিম কোর্টের কাছে অতিরিক্ত ৬ মাস সময় চাওয়া হয়েছিল। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে শেষ হয়েছিল শুনানি। আজ বৃহস্পতিবার রায় ঘোষণা করে বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ। এদিন বিচারপতি সাফ জানান, ডিএ আইনি অধিকার, বকেয়া ডিএ দিতেই হবে। বৃহস্পতিবার আদালত স্পষ্ট জানায়, বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দু দফায় মিটিয়ে দিতে হবে মে মাসের মধ্যে। তবে প্রথম কিস্তি দিতে হবে মার্চের ৩১ তারিখের মধ্যে। তারপর যা বাকি থাকবে তার কতটা অংশ দেওয়া হবে, কতদিনের মধ্যে দিতে হবে, সেই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বাধীন কমিটি। ওই কমিটির

বাকি সদস্যরা হলেন, তরলোক সিং চৌহান (অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, ঝাড়খণ্ড হাই কোর্ট), গৌতম ভাদুরি (অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, ছত্তিশগড় হাই কোর্ট) ও কম্পট্রোলার অডিটর জেনারেল অব ইন্ডিয়া বা তাঁর মনোনীত প্রতিষ্ঠানের সবথেকে সিনিয়র আধিকারিক। সুপ্রিম নির্দেশ অনুযায়ী, মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে একটি রিপোর্ট পেশ করতে হবে ওই কমিটিকে। পাশাপাশি জানানো হয়েছে, কমিটিকে লজিস্টিক্যাল-সহ সব সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিতে হবে রাজ্যকে। কমিটির সদস্যদের পারিশ্রমিক কত হবে, তা ঠিক করবেন চেয়ারপার্সন। প্রথম কিস্তি দেওয়ার পর রাজ্যকে কমিটির তৈরি করে দেওয়া সূচি মেনে রাজ্যকে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সুপ্রিম রায়ে খানিকটা স্বস্তিতে রাজ্য সরকারি কর্মীরা। রায় ঘোষণার পরই সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে ভাস্কর ঘোষ সাফ জানান, এরপরও যদি রাজ্য সুপ্রিম নির্দেশ কার্যকর না করে তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে। এ বিষয়ে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, ''আজ বিচারপতিরা ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন। কোর্ট বলেছে, ডিএ দিতে হবে। কর্মচারীদের জয় হয়েছে। একটি কমিটিও গঠন করে দেওয়া হয়েছে।'' উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের প্রথম থেকেই দাবি ছিল কেন্দ্রের মতো ডিএ দিতে হবে তাঁদের। এই নিয়ে মামলার জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। ২০২৫ সালের মে মাসে পঞ্চম বেতন কমিশনের বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ২৫ শতাংশ ডিএ মেটানোর জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল। সময় বেঁধে দেওয়া হয় ছ'সপ্তাহ। রাজ্যের হিসাব অনুযায়ী, এই খাতে চল্লিশ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। আদালতের নির্দেশ মেনে ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ১০ হাজার কোটি টাকা বকেয়া দিতে হত রাজ্য সরকারকে। কিন্তু সরকার তা মেটাতে পারেনি। আরও ছ'মাস সময় চায় রাজ্য সরকার।

বাংলার এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যকে কাঠগড়ায় টানল কমিশন

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ হিংসা, ভয় এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ঘিরে ধরেছে বাংলার বিশেষ নিবিড় পরিমার্জনকে। অক্ষম হয়ে পড়েছেন ভোটার তালিকার পরিমার্জনের কাজে নিযুক্ত কমিশনের কর্মকর্তারা। বৃহস্পতিবার দেশের শীর্ষ আদালতে হলফনামা জমা দিয়ে এমনটাই জানাল নির্বাচন কমিশন। এই প্রসঙ্গে বাংলার সঙ্গে এসআইআর চলা অন্য রাজ্যগুলিরও তুলনা করেছে কমিশন। সংশ্লিষ্ট হলফনামায় তারা জানিয়েছে, যখন অন্য ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে কোনও রকম বিবাদ বা দ্বন্দ্ব ছাড়াই এনুমারেশন ফর্ম বিলির কাজ চলছিল, সেই সময় বাংলা হয়ে গিয়েছিল 'হটস্পট'। হিংসা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বাধার মুখে ফেলেছিল নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের। তাদের আরও দাবি, ২০২৫ সালে বাংলায় যে ভোটার তালিকা ছিল, তা শুদ্ধ নয়। কারণ, ওই ভোটার তালিকা থেকে ৫৮ লক্ষ মৃত, স্থানান্তরিত এবং ভুয়ো ভোটারের হদিশ পাওয়া গিয়েছে। আর সেই ভিত্তিতে দেড় কোটির অধিক ভোটারকে শুনানি নোটিস পাঠানো হয়েছে। এই হলফনামায় রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ তুলেছে নির্বাচন কমিশন। দেশের শীর্ষ আদালতকে তারা জানিয়েছে, বিএলও-রা নানাবিধ অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশ সেই অভিযোগ প্রথমে গ্রহণ করেনি। ডিইও-রা এই অভিযোগগুলিতে হস্তক্ষেপ না করলে, পুলিশের তরফ থেকে কোনও তৎপরতাই দেখা যেত না। শুধুই পুলিশ নয়, রাজ্য সরকারও 'অনীহা' দেখিয়েছে বলে অভিযোগ কমিশনের। এই মর্মে একাংশের বিএলও, তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বাংলার সিইও দফতর ঘেরাওয়ের প্রসঙ্গ হলফনামায় তুলে ধরে কমিশন। তাদের অভিযোগ, বিক্ষোভের দিন আন্দোলনকারীদের অনেকেই জোরপূর্বক সিইও দফতরে ঢোকার চেষ্টা করে, দফতরে ভাঙচুর চালায়। কিন্তু এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। এমনকি, কমিশন তদানীন্তন কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভর্মাকে চিঠি পাঠিয়েও কোনও লাভ হয়নি। অন্যদিকে শুনানি শেষ হওয়ার আগেই ৫০ হাজার মানুষের নাম বাদ দেওয়ার সুপারিশ করল ইআরও-রা। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এরা কেউই শুনানিতে

আসেননি। কোনও খোঁজও পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে শেষ পর্যন্ত তাঁদের নাম বাদ দিল কমিশন। এদিকে ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বের করার কথা কমিশনের। যদিও আগে শোনা গিয়েছিল কাজের চাপের কারণে তা আরও ১০ দিন পিছিয়ে যেতে পারে। যদিও এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে কোনও অফিসিয়াল ঘোষণা সামনে আসেনি। এদিকে শুনানিতে শেষ হতে পারে মাত্র কয়েক দিন। তার আগেই এবার ৫০ হাজার মানুষের নাম বাদ দিয়ে দিল কমিশন। ঝাড়াই বাছাই করে ইতিমধ্যেই নতুন করে বাদ দেওয়ার কাজও পুরোদমে শুরু করেছে কমিশন। ম্যাপড ভোটার অথচ আসেননি, এই খাতেও খতিয়ে দেখার পর বাদ দেওয়া হয়েছে কয়েক হাজার ভোটারকে। বাদ দেওয়া হয়েছে এফআরআরও পাওয়া তালিকা থেকেও। এই সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার ভুয়ো ভোটার বাদ পড়েছে বলে কমিশন সূত্রে খবর। কমিশন সূত্রে এও জানা যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ৫১ লক্ষ ৯২ হাজার ৭৩৫ নোটিস জেনারেট করা হয়েছে কমিশনের তরফে। তার মধ্যে শুনানি হয়ে গিয়েছে ১ কোটি ৩০ লাখ ভোটারের। ভেরিফাই করে ৮০ লক্ষ আপলোডও হয়ে গিয়েছে। এদিকে এর আগে আদালতের নির্দেশে তথ্যগত অসঙ্গতির তালিকা প্রকাশ করা শুরু করেছিল কমিশন। কমিশন সূত্রে আগে যে খবর সামনে এসেছিল তাতে জানা গিয়েছিল বাংলায় আনম্যাপড ভোটারের সংখ্যা ৩১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪২৬। তথ্যগত অসঙ্গতি রয়েছে ৯৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৩২ জনের। এখন দেখার চূড়ান্ত তালিকা সামনে আসার পর সংখ্যাটা দিনের কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

বিজেপি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেবে ৩ হাজার শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ ভাতার পাল্টা ভাতা। দেড় হাজারের পরিবর্তে তিন হাজারের প্রতিশ্রুতি। শুধু ক্ষমতার বদল ঘটাতে হবে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর পেশ হয়েছে রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেট। তাতেই দেখা গিয়েছে, 'জনমোহিনী' প্রকল্পের জোয়ার। 'কল্পতরু' হয়ে উঠেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের আগের শেষ বাজেটে নারী ভোটব্যাঙ্কেই আবার দাঁত ফুটিয়ে দিল তৃণমূল, মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। এদিন লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। অর্থাৎ ২০২৬ সালে ফেব্রয়ারি মাস থেকে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে অসংরক্ষিত ক্যাটাগরির মহিলারা পাবেন ১ হাজার ৫০০ টাকা। তফশিলি জাতি-উপজাতিরা পাবেন ১ হাজার ৭০০ টাকা। কিন্তু শুভেন্দুর দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই টাকা বাড়িয়ে তিন হাজার টাকা করে দেবে। এদিন বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ''আমি আমাদের সংকল্পপত্র কমিটির কনভেনরকে পাশে দাঁড় করিয়ে বলছি, এপ্রিল মাসে বিজেপি সরকার এলে পয়লা জুনের আগে আপনাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তিন হাজার টাকা করে ঢোকাব।''

ভোটের প্রস্তুতি শুরু কমিশনের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ দরজায় কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন। বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে এবার সব ব্যবস্থার কথা জানিয়ে দেওয়া হল কমিশনের তরফে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বড় পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের। অসম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে মোতায়েন করা হবে পর্যবেক্ষকদের। মোট ১ হাজার ৪৪৪ জন আধিকারিককে নিয়ে দু'দিন ধরে দিল্লির আইআইআইডিইএম-এ চলছে ট্রেনিং। ১ হাজার ৪৪৪ জনের মধ্যে রয়েছে ৭১৪ জন জেনারেল অবজারভার, ২৩৩ জন পুলিশ অবজারভার, ৪৯৭ জন এক্সপেনডিচার অবজারভার। স্বচ্ছ ভোট করার ক্ষেত্রে এই পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা কী হবে, তা বুঝিয়ে দিল কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট জানিয়েছেন, নির্বাচন হতে হবে স্বচ্ছ, অবাধ এবং নিরপেক্ষ। জ্ঞানেশ কুমার বলেন, কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে পুরো নির্বাচন ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। কমিশন বলেছে ভোটারদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তিরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের সমস্ত নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করতে হবে এবং ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ সময়মতো বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

ঘাটাল অবধি পড়েই ইতি, মন্ত্রিসভার লিখে দেওয়া ভাষণ পুরো পড়লেন না রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় বারের সরকারের এটাই শেষ বাজেট। তাতে বক্তৃতা দিতে এলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেই ভাষণ শেষ হলে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাজেট অনুমোদন পাবে। কিন্তু ভোটের আগের এই শেষ বাজেটে বিতর্কের সূত্রপাত রাজ্যপালের ভাষণ দিয়েই। দুপুর সাড়ে ১২টার কিছু আগে বিধানসভায় এসে পৌঁছোলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অম্বেদকর মূর্তিতে মাল্যদান করলেন তিনি। তাঁর সঙ্গেই ছিলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময় অধিবেশনে শুরু হয়ে যায় স্লোগান-পাল্টা স্লোগান। 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনি তোলেন শুভেন্দু অধিকারী। পাল্টা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে শোনা যায় তৃণমূলের বিধায়কদের। আর স্লোগান-পাল্টা স্লোগানের মাঝে বিধানসভায় বক্তৃতা শুরু করলেন রাজ্যপাল। কিন্তু বক্তৃতা সম্পূর্ণ করলেন না তিনি। মন্ত্রিসভার লিখে দেওয়া মোট আট পাতার ভাষণের শুরুর তিনটি পাতা পড়েই নিজের বক্তৃতা শেষ করলেন রাজ্যপাল। তাঁর পড়া শেষ লাইন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের কারণে দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান...' -আর এখানেই ইতি, থেমে যান তিনি। বলেন, ''আমি আর পড়ব না।'' বক্তৃতা সেরে যাওয়ার সময়ে রাজ্যপালের উদ্দেশে 'ওয়েল ডান' বলে হাততালি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু কেন

গোটা ভাষণ এড়িয়ে গেলেন রাজ্যপাল? বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যপাল বোসের জন্য মন্ত্রিসভার লিখে দেওয়া আট পাতার সম্পূর্ণ ভাষণ জুড়ে রয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের গুণগান। এছাড়াও ওই আট পাতার মধ্যেই একটি অংশে উল্লেখ রয়েছে, কেন কেন্দ্র 'মনরেগা' প্রকল্পকে বাতিল করল ও রাজ্য তার বিনিময়ে কোন প্রকল্প আনল। কিন্তু এই কোনও অংশই পড়েননি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আংশিক ভাষণ পড়েই বেরিয়ে যান তিনি। এই ঘটনায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''৪৫ মিনিট ধরে রাজ্যপালের ভাষণ শুনব বলে এসেছিলাম। কিন্তু উনি সাড়ে চার মিনিট বললেন। ঘাটাল মাষ্টার প্ল্যান এ গিয়ে আটকালেন। যেখানে কেন্দ্রকে দোষারোপ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অহেতুক দোষারোপ রাজ্যপাল পড়েননি। ভাষণে বাংলার জ্বলন্ত সমস্যা গুলো উল্লেখিত হয়নি।'' শুভেন্দুর সংযোজন, ''লেখা ছিল, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কেন্দ্রের জন্য হয়নি। এটা পুরোপুরি মিথ্যা। রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি। উনি মিথ্যা ভাষণ রাখেননি। ওঁর সাহস আছে। উনি উচিত কাজ করেছেন।'' বিরোধী দলনেতার দাবি, ''রাজ্যপাল যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওঁকে প্রশ্ন করেন, উনি কেন পড়বেন না? উত্তরে রাজ্যপাল ওঁকে দেখান কী লেখা আছে, সেই জন্য তিনি পড়বেন না। এর পরে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বলেন, জাতীয় সঙ্গীত হবে। তাঁকে থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। রীতি মেনে জাতীয় সঙ্গীত হওয়ার পরে রাজ্যপাল বেরিয়ে যান।'' শুভেন্দু বলেন, ''আমরা পরিষদীয় রাজনীতির জীবনে এই ঘটনা কার্যত নজিরবিহীন। তামিলনাড়ুতে আগে হয়েছে। তার পরে এখানে হল। এটা কার্যত সরকারের লিখে দেওয়া বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করা।'' উল্লেখ্য শুধু বাংলা নয়, সাম্প্রতিক অতীতে একই রকম ঘটনার সাক্ষী থেকেছে তামিলনাড়ু, কর্নাটক ও কেরলেও। সে রাজ্যের সরকার (মন্ত্রিসভার) লিখে দেওয়া ভাষণ পাঠ আংশিক পাঠ করেই বেরিয়ে যান রাজ্যপালরা।

শুক্রবার পরীক্ষা পে চর্চা, এবারের পর্ব দেখার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার সকাল ১০টায় পরীক্ষা-পে-চর্চা পর্বটি দেখার জন্য নাগরিকদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি জানান, ভারতবর্ষের তরুণদের সঙ্গে মত বিনিময় করার ফলে মন সতেজ হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী চাপমুক্ত হয়ে পরীক্ষার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন এবং যে কোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার বিষয়ে বাস্তব সম্মত অন্তর্দৃষ্টির কথা বলেছেন।পরীক্ষা ভীতি দূর করতে বিগত কয়েক বছর ধরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্কুল থেকে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা পরীক্ষা পে চর্চা (পিপিসি) ২০২৬ শুনবেন, এই আলোচনা যা নীরবে দেশের সবচেয়ে বড় পরীক্ষার ভীতি দূরকারী প্রোগ্রামগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে।

শীতের সৌন্দর্য্য হারাচ্ছে তুষারহীন শিমলা, উদ্বিগ্ন স্থানীয়রা

শিমলা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে অন্যতম প্রিয় দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত শিমলা। কিন্তু, এবার শিমলায় বরফের দেখা নেই, শীতের সৌন্দর্য্য হারাচ্ছে তুষারহীন শিমলা। ক্রমে আকর্ষণও হারাচ্ছে মানুষের মন থেকে। তুষারপাতের ঘন সাদা চাদরের দেখা নেই। এই প্রবণতা স্থানীয়দের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।শিমলায় মূলত ডিসেম্বর মাসে তুষারপাত শুরু হত, যা গত ১৫ বছর ধরে জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারিতে হচ্ছে। যদিও ডিসেম্বর, জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে শিমলায় শীতকাল হাড় কাঁপানো ছিল, এই বছর শহরে উষ্ণ দিনগুলি অনুভূত হচ্ছে, যেখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করছে।এই বছর পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে, কারণ ডিসেম্বর মাসে রাজ্যে ৯৯ শতাংশ বৃষ্টিপাতের ঘাটতি দেখা গেছে, লাহুল এবং স্পিতিই একমাত্র জেলা যেখানে ০.৯ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে ২১.৪ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা শিমলায় এবার কোনও বৃষ্টিপাত বা তুষারপাত হয়নি, যার ফলে শুষ্ক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

রাজাপুর করাবেগ গ্রাম পঞ্চায়েতের শুনানি

দঃ ২৪ পরগনা জেলার জয় নগর-১ বি.ডি৬ও কার্য্যালয়ের প্রাঙ্গনেই রাজাপুর করাবেগ গ্রাম পঞ্চায়েতের শুনানি পর্বের শেষদিন। শুনানি নিচ্ছেন রাজস্ব আধিকারিক (রি.ও) মাননীয় বাবলু গায়েন। এছাড়া সর্বদাই উপস্থিত আছেন জয়নগর-১ বি.ড়ি ও শুভদীপ দাস। **ছবি-কে.সাহা**

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

লোকসভার প্রসঙ্গ রাজ্যসভায় তোলা যাবে না, খাড়গেকে কড়া বার্তা নাড্ডার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সংসদের দুই কক্ষের কাজকর্ম ও আলোচনার সীমারেখা নিয়ে বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। লোকসভার কার্যবিবরণী রাজ্যসভায় আলোচনা করা যাবে না-এই স্পষ্ট বার্তা কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের উদ্দেশ্যে দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা। খাড়গের বক্তব্য চলাকালীনই এই মন্তব্য করেন তিনি, যা নিয়ে উচ্চকক্ষে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন যে, চেয়ারম্যান তাঁকে দেশের গণতান্ত্রিক নীতি নিয়ে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন। সংবিধানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতের সংসদ মানে লোকসভা ও রাজ্যসভা-এই দুই কক্ষ মিলেই সংসদ। তাঁর অভিযোগ, সংসদের নিম্নকক্ষে অর্থাৎ লোকসভায় বিরোধী দলনেতাকে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না, যা সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপন্থী। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে বলেও তিনি ইঙ্গিত দেন।খাড়গের এই বক্তব্যের মধ্যেই উঠে দাঁড়ান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, তাঁর সম্মানিত সহকর্মী ও বিরোধী দলনেতার জানা উচিত যে, লোকসভার কার্যবিবরণী রাজ্যসভায় আলোচনার বিষয় হতে পারে না। সংসদের দুই কক্ষের নিজস্ব নিয়ম, প্রথা ও কার্যপরিধি রয়েছে এবং সেই সীমারেখা অতিক্রম করা উচিত নয় বলেও তিনি ইঙ্গিত দেন। নাড্ডার এই মন্তব্যের পরই রাজ্যসভায় শাসক ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে কথার লড়াই শুরু হয়।এই বিতর্কে যোগ দেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুও। তিনি রাজ্যসভায় বলেন, সংসদের প্রত্যেক সদস্যের কাছ থেকেই আশা করা হচ্ছে যে, তাঁরা সংসদের নিয়ম ও ঐতিহ্য মেনে চলবেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এদিন সকল সাংসদই প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের জন্য অপেক্ষা করছেন। কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনতে আগ্রহী না হলেও, সংসদের অন্যান্য সদস্যরা সেই ভাষণ শোনার অপেক্ষায় রয়েছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।রিজিজু আরও অভিযোগ করেন, লোকসভার বিরোধী দলনেতা সংসদের নিয়ম মানেন না এবং প্রায়ই সংসদীয় শালীনতা লঙ্ঘন করেন। তাঁর কথায়, সংসদের কাজকর্ম নির্বিঘ্নে চালানোর জন্য নিয়ম মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। এক কক্ষের বিষয় অন্য কক্ষে টেনে এনে আলোচনা করলে সংসদের কার্যক্রম ব্যাহত হয় বলেও তিনি ইঙ্গিত দেন।এই ঘটনাকে ঘিরে সংসদের শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে পুরনো টানাপোড়েন আবারও প্রকাশ্যে এল। বিরোধীদের অভিযোগ, সংসদে তাঁদের কথা বলার সুযোগ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, শাসক পক্ষের দাবি, সংসদীয় নিয়ম ও ঐতিহ্য অমান্য করেই বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে অচলাবস্থা তৈরি করছে। বৃহস্পতিবারের এই বিতর্ক সেই দ্বন্দ্বকেই আরও একবার সামনে নিয়ে এল, যেখানে গণতন্ত্র, সংসদীয় শিষ্টাচার ও নিয়ম মানার প্রশ্ন ঘিরে উত্তাপ ছড়াল রাজ্যসভায় বলে জানান।

হিমাচলের বিশেষ মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদীঃঅনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃহিমাচল প্রদেশের বিশেষ মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জোর দিয়ে বললেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অনুরাগ বলেন, ২০২৪ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত, কেন্দ্রীয় সরকার হিমাচল প্রদেশকে উদারভাবে সমর্থন করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ইউপিএ আমলে, কংগ্রেস হিমাচল প্রদেশের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা বাতিল করেছিল, যা প্রধানমন্ত্রী মোদী পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এর অর্থ হল ৯০ শতাংশ তহবিল আসে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এবং বাকি ১০ শতাংশ হিমাচল সরকারকে প্রদান করতে হবে।অনুরাগ আরও বলেন, কোভিডের সময়ে আমরা এক নতুন সূচনা করেছি, যেমনটা আপনাদের মনে আছে, যখন আমরা রাজ্য সরকারগুলিকে বিশেষ সহায়তা প্রদান শুরু করেছিলাম। ইউপিএ সরকার কী করেছিল? কিছুই করেনি, শূন্য। কিন্তু গত ৫-৬ বছরে, মোদী সরকার ৮,৩০৯ কোটি টাকা দিয়েছে। অনুরাগ বলেন, মেডিকেল কলেজগুলির জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ৭২০ কোটি টাকা দিয়েছে। উনার বাল্ক ড্রাগ পার্কের জন্য, ১,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রালাগড়ের মেডিকেল ডিভাইস পার্কের জন্য ৩০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ প্রদান করা হবে। রাজস্ব ঘাটতি অনুদান কেন বন্ধ করা হয়েছিল এবং এর পরিবর্তে অর্থ কোথা থেকে আসবে, তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে, রাজস্ব ঘাটতি অনুদান, যা আগে ১৭টি রাজ্যকে দেওয়া হত, কেবল হিমাচলের জন্যই বন্ধ করা হয়নি, এটি ১৭টি রাজ্যের জন্যই বন্ধ করা হয়েছিল।

এআই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রূপরেখা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেঃঅ্যান্তোনিও গুতেরেস

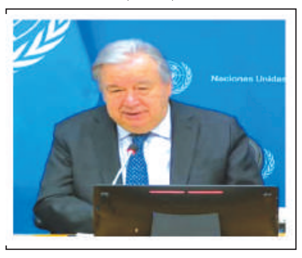

নিউইয়র্ক, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আসন্ন আন্তর্জাতিক শিখর বৈঠকে ভারতের নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রূপরেখা তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। প্রযুক্তির দ্রুত উদ্ভাবনের চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ, পূর্ণমাত্রায় পরীক্ষা করে দেখতে, দেশগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।নতুন দিল্লিতে আগামী ১৯ এবং ২০ ফেব্রুয়ারি ভারত-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শীর্ষ বৈঠক ২০২৬ -এর আয়োজন করা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব সেখানে উপস্থিত থাকবেন। তার আগেই গুতেরেস কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আসন্ন আন্তর্জাতিক শিখর বৈঠকে ভারতের নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন।

লক্ষ্মীর ভান্ডার-এ আরও ৫০০ টাকা করে বাড়িয়ে দিল রাজ্য সরকার

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ বৃদ্ধি করল রাজ্য সরকার। আরও ৫০০ টাকা করে বাড়িয়ে দেওয়া হল মাসিক ভাতার পরিমাণ। বৃহস্পতিবার রাজ্য অন্তর্বর্তী বাজেটে এই প্রস্তাব পেশ করেছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।চন্দ্রিমা জানিয়েছেন, আরও ২০ লক্ষ ৬২ হাজার মহিলার আবেদন জমা পড়েছে। তাঁদের প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। নতুন, পুরনো সকলেই বর্ধিত অর্থ পাবেন। মাসে যাঁরা এত দিন ১০০০ টাকা করে পেতেন, তাঁরা পাবেন ১৫০০ টাকা। এ ছাড়া, তফসিলি জাতি, জনজাতি এবং পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মহিলারা লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে মাসে ১২০০ টাকা করে পান। ফেব্রুয়ারি থেকে তাঁদের বরাদ্দ বেড়ে হবে ১৭০০ টাকা।

ডিএ রায় নিয়ে প্রতিক্রিয়া শমীক ভট্টাচার্যর

অনিকেন নস্কর,কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ন্যায্য অধিকারের এই লড়াইকে কুর্নিশ জানাই এবং সকল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের আন্তরিক অভিনন্দন। বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করলেন বিজেপি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট আজ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল- ডিএ কোনো অনুদান নয়, এটি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের আইনসিদ্ধ ন্যায্য অধিকার। এতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দাবি করে এসেছেন, আজ তা ভুল প্রমাণিত হল।দীর্ঘ লড়াই ও প্রতীক্ষার পর অবশেষে কর্মচারীরা তাঁদের প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতা পেতে চলেছেন। এই রায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ, আপোষহীন সংগ্রামের জয় বলে মনে করছেন বিজেপির বর্তমান রাজ্যসভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

ডিএ মামলার রায়ে খুশি সরকারি কর্মীরা, মিষ্টিমুখ আন্দোলনরত কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ডিএ মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খেয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। শীর্ষ আদালতের এই রায়ে খুশি আন্দোলনরত সরকারি কর্মীরা। রায় শোনার পরই মিষ্টিমুখ করেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ আদালতের রায় প্রকাশ্যে আসার পর দৃশ্যতই খুশি আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারীরা। ধর্মতলায় তাঁদের অবস্থানমঞ্চে লাড্ডু বিলি শুরু হয়। ডিএ মামলায় অন্যতম পক্ষ সরকারি কর্মচারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের আগস্ট থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের সরকারি কর্মীদের যে বকেয়া রয়েছে, তার ২৫ শতাংশ মিটিয়ে মার্চের মধ্যে মিটিয়ে দিতে বলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে।

যুবসমাজকে জাতিসেবায় আত্মনিয়োগ করার আহ্বান সংঘের সহ-সরকার্যবাহ অরুণ কুমারের

ইমফল (অসম), ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ চরিত্র, অঙ্গীকার ও সমষ্টিগত দায়িত্বের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-এর সহ-সরকার্যবাহ অরুণ কুমার যুবসমাজকে জাতিসেবায় আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। ইমফলে সেন্ট্রাল অ্যাগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির অধীন আইরোইসেম্বায় অবস্থিত কলেজ অব অ্যাগ্রিকালচারের অডিটোরিয়ামে দ্য সংঘ ওয়ে ঃ১০০ ইয়ার্স অব সার্ভিস শীর্ষক বিষয়ের অধীনে আয়োজিত যুবসংবাদ (যুব সংলাপ) কর্মসূচিতে ভাষণ দিচ্ছিলেন সংঘ-এর সহ-সরকার্যবাহ অরুণ কুমার। তিনি বলেন, প্রতিটি মুহূর্তে জাতির জন্য বাঁচতে হবে আমাদের। প্রধান অতিথি ও মুখ্য বক্তা হিসেবে অরুণ কুমার ভারতকে একটি জীবন্ত সভ্যতা হিসেবে বর্ণনা করেন, যা তার অবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা ও গভীর সভ্যতাগত ঐতিহ্যের জন্য অনন্য।তিনি বলেন, ভারতের সংবিধান এই গভীরভাবে প্রোথিত সমষ্টিগত চেতনা-র ওপর ভিত্তি করে রচিত, যা হাজার হাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতার যাত্রা থেকে উদ্ভূত। জোর দিয়ে তিনি বলেন, আরএসএস-এর দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রে রয়েছে ব্যক্তি নির্মাণ, যা রাষ্ট্র নির্মাণের ভিত্তি। বলেন, মহান মানুষই মহান জাতি গড়ে তোলে,।সহ-সরকার্যবাহ বলেন, কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতাই যথেষ্ট নয়, নাগরিকদের মধ্যে নৈতিক শক্তি, শৃঙ্খলা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ না থাকলে জাতির ভবিষ্য সুরক্ষিত হয় না।সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডা. কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের ভাবনাকে স্মরণ করে অরুণ কুমার বলেন, সংঘের লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি ও সমাজের রূপান্তরের মাধ্যমে মানুষ ও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। তিনি সতর্ক করে বলেন, যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ না থাকি, তবে স্বাধীনতার পরেও আবার পরাধীন হয়ে পড়তে পারি।জাতীয় পুনর্জাগরণের পথ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি চরিত্র গঠনের পাঁচটি অপরিহার্য দিক তুলে ধরেন। সেগুলি সভ্যতাগত পরিচয় বোঝা, জাতিকে সর্বাগ্রে রাখা, ঐক্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, চ্যালেঞ্জের প্রতি সদা সতর্ক থাকা এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতার অবশিষ্ট প্রভাব অতিক্রম করা। অরুণ কুমার বলেন, নিজের ঐতিহ্যের প্রতি আত্মবিশ্বাস হারালে সমাজ দুর্বল হয়, আর পরিচয় পুনরুদ্ধার করলে সমষ্টিগত সংকল্প শক্তিশালী হয়।বিকশিত ভারত-এর স্বপ্নের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যকে যুক্ত করে অরুণ কুমার পঞ্চ পরিবর্তন-এর ধারণা তুলে ধরেন - সামাজিক সমরসতা (সামাজিক সম্প্রীতি), কুটুম্ব প্রবোধন (পারিবারিক মূল্যবোধের শক্তিশালীকরণ), পরিবেশ সংরক্ষণ,স্বভাব জাগরণ (ঐতিহ্য ও আত্মনির্ভরতাভিত্তিক আত্মসচেতনতার জাগরণ) এবং নাগরিক কর্তব্য (দায়িত্বশীল নাগরিক আচরণ)।তিনি বলেন, শৃঙ্খলা, আইনের প্রতি সম্মান এবং নাগরিক শিষ্টাচারকে বাধ্যবাধকতা নয়, বরং গর্বের বিষয় হিসেবে দেখা উচিত। যুবসমাজকে উদ্দেশ্যমূলক জীবনযাপনের অনুপ্রেরণা দিয়ে অরুণ কুমার এক জীবন, এক লক্ষ্য নীতির কথা বলেন এবং প্রত্যেক তরুণকে অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যার সমাধানে নিজেকে উৎসর্গ করার আহ্বান জানান। জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষা ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে সমাজের সব স্তরের ঐক্য ও সমন্বিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য বলেও তিনি উল্লেখ করেন। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি বেকারত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। বলেন, কৃষি, দক্ষ পেশা ও উদ্যোক্তাবৃত্তিকে অবমূল্যায়নের সামাজিক মানসিকতাও এর একটি কারণ। তিনি যুবকদের বাস্তবমুখী দক্ষতা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী হওয়া এবং সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।ডিজিটাল বিভ্রান্তি সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি ছাত্রজীবনকে সাধনা-শৃঙ্খলা ও আত্মোন্নয়নের এক পর্ব - হিসেবে বর্ণনা করেন এবং শিক্ষার্থীদের শারীরিক সুস্থতা, মানসিক স্বচ্ছতা ও স্বাভাবিক প্রতিভা বিকাশের উপর মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন।প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে, যেখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের উসাহী অংশগ্রহণ যুবনেতৃত্বাধীন জাতি গঠন ও সামাজিক রূপান্তরের বার্তাকে আরও দৃঢ় করে তোলে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সেন্ট্রাল অ্যাগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক অনুপম মিশ্র। অনুষ্ঠানে শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন বলে মনে করা হয়েছে।

দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি লোকসভা, রণকৌশল ঠিক করলো বিরোধীরা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দিনের শুরুতেই ঘন্টাখানেকের জন্য মুলতুবি হয়ে গেল লোকসভার অধিবেশন। বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটা নাগাদ লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে, বিরোধীরা হৈহট্টগোল করেন। ফলে দুপুর বারোটা পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেছেন, গত বুধবার বিরোধী দলের সাংসদরা যেভাবে সংসদের ট্রেজারি বেঞ্চের ওয়েলে পৌঁছেছেন, তা সংসদের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।এদিকে, নিজেদের মধ্যে রণকৌশল ঠিক করতে এদিনই বৈঠকে বসলো বিরোধীরা। কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের পৌরহিত্যে একটি বৈঠক হয়। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন ওই

ভিবি-জি রাম জি আইনের বিরুদ্ধে কেরল বিধানসভায় প্রস্তাব পাস

তিরুবনন্তপুরম, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মনরেগার পুনর্বহাল এবং ভিবি-জি রাম জি আইনের বিরুদ্ধে কেরল বিধানসভায় বৃহস্পতিবার সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাস হয়ে গেল। কেরল বিধানসভা এদিন সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাস করেছে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারকে নতুন প্রস্তাবিত গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইন প্রত্যাহার এবং মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন (মনরেগা), ২০০৫ পুনর্বহাল করার আহ্বান জানানো হয়েছে।প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সংবিধানের ৪১ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বামপন্থীদের সমর্থনে প্রথম ইউপিএ সরকার মনরেগা চালু করেছিল, যার লক্ষ্য ছিল কর্মসংস্থানকে আইনগত অধিকার হিসেবে প্রদান করা এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য দূর করা। প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিল বরাদ্দে বিলম্ব এবং বিদ্যমান আইন বাতিল-সহ প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করা এবং বিদ্যমান আইন বাতিল করার জন্য বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে। প্রস্তাবে সতর্ক করা হয়েছে, প্রস্তাবিত নতুন আইন ভিবি-জি রাম জি, রাজ্যগুলির উপর গুরুতর আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেবে এবং বিদ্যমান আইনের অধিকার-ভিত্তিক কাঠামোকে দুর্বল করবে। প্রস্তাবে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করার এবং বিজ্ঞপ্তিকৃত গ্রামীণ এলাকায় ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান সীমিত করার প্রস্তাবেরও আপত্তি জানানো হয়েছে। নতুন আইনের অধীনে, রাজ্যগুলি বেকার ভাতা এবং বিলম্বিত মজুরি প্রদানের জন্য ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী থাকবে।

সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করে ইতিহাস তৈরি করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বুধবার একদল নামী আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে ' সুবিচার চাইতে' নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সওয়াল করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করে এক অর্থে ইতিহাস তৈরি করলেন তিনি।তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনের করা এসআইআর সংক্রান্ত মামলা শোনে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। এই মামলার সঙ্গেই মমতার করা মামলাটি শোনে সুপ্রিম কোর্ট।শুনানিতে আইনজীবীদের সঙ্গে সামনের সারিতে দাঁড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শীর্ষ আদালতে সওয়াল করেন মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান।সওয়াল করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, এসআইআর প্রক্রিয়া কার্যত শুধু নাম কাটার জন্য। আমার কাছে কয়েকটি ছবি রয়েছে। সেগুলো দেখানোর অনুমতি দেওয়া হোক। সেগুলো আমার ছবি না। সংবাদমাধ্যমের ছবি। আমাকে পেশ করতে দেওয়া হোক।মুখ্যমন্ত্রী বলার সময়েই তাঁকে থামালেন প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতি বলেন, দুঃখিত ম্যাডাম আপনাকে বিরক্ত করছি। বিচারপতির সংযোজন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ ব্যাপারে একটি মামলা করেছে। এই আদালতের অন্যতম সেরা আইনজীবীরা সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। কপিল সিব্বল সেখানে সওয়াল করছেন।দৃষ্টি আকর্ষণের পর প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জিজ্ঞাসা করেন, ওই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কি নতুন মামলা দায়ের হয়েছে? আইনজীবী জানান, তালিকায় ৩৬ এবং ৩৭ নম্বরে নতুন মামলা রয়েছে। প্রধান বিচারপতি বলেন, শুনানি হবে।শুনানি চলাকালীন বলার জন্য অনুমতি চান মুখ্যমন্ত্রী। মঞ্জুর করেন প্রধান বিচারপতি। ৫ মিনিট বলার অনুমতি চান মুখ্যমন্ত্রী। প্রধান বিচারপতি বললেন, ৫ মিনিট কেন? আপনি ১৫ মিনিট বলতে পারেন, তাতে অসুবিধা নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মামলায় আইনজীবীরা সওয়াল করছেন।এজলাসে বলার অনুমতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন- বিয়ের পর মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি গেলে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে।গরিব মানুষ বাড়ি বদলালে নাম কাটা হচ্ছে।পশ্চিমবঙ্গকে ইচ্ছাকৃত ভাবে নিশানা করা হয়েছে।যা করতে দু'বছর লাগে, সেটা দু'মাসে করতে গিয়ে মানুষ হয়রান হচ্ছে।আমি দল নয়, মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য কথা বলছি।

প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসলেন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী উপস্থিত ছিলেন এই দিনের বৈঠকে। এছাড়াও কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেনুগোপাল এ দিন উপস্থিত ছিলেন। দিল্লিতে ওই বৈঠক হয়। রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, মৌসম বেনজির নূর-সহ অন্যান্য নেতারা।

ওড়িশায় লাইনচ্যুত এক্সপ্রেস ট্রেন

ভুবনেশ্বর, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ওড়িশায় লাইনচ্যুত হয়ে গেল চেন্নাই সেন্ট্রাল-নিউ জলপাইগুড়ি এসএফ এক্সপ্রেস। বৃহস্পতিবার ট্রেনটি জাখাপুরা স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বৃহস্পতিবার সকালে ওড়িশার জাজপুর জেলার জাখাপুরা স্টেশনের কাছে চেন্নাই-নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেসের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়।রেল সূত্রের খবর, চেন্নাই সেন্ট্রাল (এমএএস) এবং নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি)-র মধ্যে চলাচলকারী ট্রেন নম্বর ২২৬১১,

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি উসাহ এবং নতুন সুযোগে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনি আপনার শক্তি ও উদ্দীপনা দিয়ে যে কোনও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকবেন। এটি আপনার লক্ষ্যে মনোযোগ দেওয়ার সময়। শুভদিন
বৃষঃ নিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু একই সময়ে এটিকে ভয়, ঘৃণা, হিংসা এবং প্রতিশোধের মত নেতিবাচক অনুভূতিগুলি ছাড়তে প্রস্তুত করে। যারা ট্যাক্স ফাঁকি দেয় তারা আজ বড় সমস্যায় পড়তে পারে। অতএব, আপনাকে এই ধরনের কাজ না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সংসারে শান্তি আসবে
মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য যোগাযোগ এবং নতুন আইডিয়া তৈরির দিন। আপনার যোগাযোগের দক্ষতা বিশেষ ভাবে শক্তিশালী হবে, যা আপনাকে আপনার ধারণাগুলো স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করবে। নতুন ধারণা এবং পরিকল্পনা ভাগ করে নেওয়ার জন্য এটি সেরা সময়। সামাজিক এবং পেশাগত সম্পর্ক শক্তিশালী হবে।
কর্কট রাশি ঃআপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। মন হল জীবনের প্রবেশদ্বার কারণ ভালোমন্দ যাই হোক না কেন মনের মাধ্যমেই আসে।
সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি অনেক ইতিবাচক সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। এই সময়ে আপনার শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে
কন্যা ঃআপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলতে আপনার মনে এক উজ্জ্বল সুন্দর এবং গৌরবজনক ছবি প্রবেশ করান। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থাযনে আপনাকে সহায়তা করতে পারে বলেই আজ আপনাকে নিজের অর্থ ব্যয় করতে হবে না। আর্থিক উন্নতি হতে পারে
তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিন হবে। আপনি আপনার কাজকর্মে ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং দ্বন্দ্ব সমাধান করতে সক্ষম হবেন। অন্যদের সঙ্গে আপনার কথোপকথনে মাধুর্য ও নম্রতা থাকবে, যা আপনাকে সবার সঙ্গে আরও ভাল সম্পর্ক স্থাপন করতে সাহায্য করবে। শুভদিন।
বৃশ্চিকঃ মেজাজের গোলমাল একটি বিতর্ক এবং বোঝাপড়ার দিকে এগোতে পারে। বিশেষ জাত আছে এমন যে কোন কিছুতে আর্থিক জোগান দিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা তৈরী থাকবেন। আপনার একগুঁয়ে স্বভাব আপনার পিতামাতার মনের শান্তি নষ্ট করতে পারে। আপনার তাদের পরামর্শ মানা উচিত।
ধনুঃ জাতক জাতিকাদের আত্মবিশ্লেষণ করার এবং আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট করার সময় এসেছে। বিবাহের যোগ হতে পারে
মকরঃ আপনি আপনার ইতিবাচক মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার চারপাশের মানুষের মনে ছাপ ফেলতে পারবেন। আপনার পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে আপনি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন।
কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে। আপনার সামাজিক জীবন নতুন উজ্জ্বলতায় ভরে উঠবে এবং আপনি বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন।শুভদিন
মীনঃধ্যান এবং আত্ম-উপলব্ধি লাভজনক প্রমাণিত হবে। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যাদের সাথে আপনি কদাচি সাক্ষা করেন তাদের সাথে যোগাযোগের ভালো দিন। ডেটে যাওয়ার কর্মসূচী ব্যর্থ হতে পারে বলে হতাশার সম্মুখীন হওয়া সম্ভবপর। কাজের সুযোগ আছে।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রার পারদ ক্রমেই উর্ধ্বমুখী। সকালের দিকে কোথাও কোথাও শীতের আমেজ পাওয়া গেলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা উধাও হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালেও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল উর্ধ্বমুখী।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রায় বড় কোনও হেরফেরের সম্ভাবনা নেই। আগামী কয়েকদিন মূলত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। ভোর ও রাতেই থাকবে ঠান্ডা। তাপমাত্রাও ওঠানামা করবে আগামী কয়েকদিন। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে সকালের দিকে কোথাও কোথাও কুয়াশা থাকতে পারে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৪ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ৬টা ৫০মিনিট এবং ১০রাত ৫০টা । **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫০মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৭মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৬মনিটে হতে পারে।

কাটমানি চাওয়ায় গ্রেফতার পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলা আবাস যোজনার টাকা কাটমানি হিসাবে দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়ায় গ্রেফতার হলেন পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যার স্বামী। গ্রেফতার তাঁর সঙ্গী ভিলেজ পুলিশও। ঘটনাটি বীরভূমের মুরারই ২নং ব্লকের নন্দীগ্রাম পঞ্চায়েতের মুকলিসপুর গ্রামে। ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশের আবেদনের ভিত্তিতে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলা আবাস যোজনায় মুকলিসপুর গ্রামের বাসিন্দা আসিক নবি ঘর পেয়েছেন। ৩০ জানুয়ারি তাঁর অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা ঢোকে। বিষয়টি জানতে পেরে সংলগ্ন জাজিগ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা বর্ধনপাড়ার বাসিন্দা তৃণমূলের শিউলি বিবির স্বামী সমিরুদ্দিন খান ওরফে বাবু বাংলা আবাস যোজনার প্রাপক আসিকের কাছে গিয়ে কাটমানি দাবি করে। দাবি মতো দশ হাজার টাকা না দিলে পরবর্তী টাকা ঢুকবে না বলে হুমকি দেয়। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ বাবু ও তাঁর সঙ্গী ভিলেজ পুলিশ ওবাইদুল ইসলাম ওরফে রকেটকে গ্রেফতার করে।

কৃষকদের কথা ভেবে ভাঙড়ে চালু হতে চলেছে ফুড প্রসেসিং ইউনিট

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ভাঙড়, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা মূলত কৃষি প্রধান এলাকা। আর এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কৃষকদের জন্য সুখবর আসতে চলেছে।মূলত দক্ষিণ ২৪ পরগনা কৃষি মাতৃক এলাকা। এখানকার জীবন জীবিকা চাষবাসের উপরেই নির্ভরশীল। এই রাজ্যে বিভিন্ন সবজি থেকে ফল মূল উৎপাদনে অনেকটাই এগিয়ে। সেই কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ভাঙ্গড়ে ১৩ কোটি টাকা খরচে তৈরি হতে চলেছে ফুট প্রসেসিং ইউনিট। এই জেলায় প্রথম এই অত্যাধুনিক প্রায় পাঁচ তলা বিশিষ্ট ফুট প্রসেসিং ইউনিট। কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথোরিতির উদ্যোগে অর্থাৎ কে এম ডি এর উদ্যোগে এই কাজ চলছে। যদিও খুব দ্রুততার সাথে এটি শেষ করা নির্দেশ রয়েছে সরকারের তরফে। তবে এই ফুট প্রসেসিং ইউনিট তৈরি হলে শুধু ভাঙ্গড় নয় ভাঙ্গড় তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকার বহু চাষিরা উপকৃত হবেন। তার পাশাপাশি নতুন কর্ম সংস্থান তৈরি হবে। কারণ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের সবজি ফল এখানে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। আর তাই শুধু কর্মসংস্থান নয় তার পাশাপাশি চাষীরা তাদের সবজির ও ফলের ন্যায্য দাম পাবে বলে মনে করছেন জেলা প্রশাসন।কারণ প্রতিদিন এই সমস্ত এলাকা থেকে প্রায় কয়েকশো গাড়ি সবজি থেকে ফল শহরের উদ্দেশ্যে যায়। আর এ ব্যাপারে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিলীমা বিশাল মিস্ত্রী বলেন,জেলার কৃষকদের কথা মাথায় রেখে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে দ্রুততার সঙ্গে এইকাজ করা হচ্ছে।আর এই কাজ শেষ হলে বহু বেকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এখান থেকে।

জগৎবল্লভপুরে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত ৩টি দোকান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল তিনটি দোকান। বুধবার রাতে জগৎবল্লভপুরের বড়গাছিয়া লেভেল ক্রসিং সংলগ্ন এলাকায় একটি বাইক সারানোর দোকানে ওই ঘটনা ঘটে। আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের একটি ফলের দোকান এবং একটি বাইকের গ্যারেজে। সেখানে দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। দমকলে খবর দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের সাহায্যে পুলিশ কর্মীরা আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনেন। খবর পেয়ে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনা আসে। এরপর নিয়ন্ত্রণে আসে ওই আগুন।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু স্কুল শিক্ষিকার

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ফেরার পথেই ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। উত্তরপাড়া স্টেশনে রেললাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু এক স্কুল শিক্ষিকার। মৃতের নাম সরবজিৎ কৌর (৩২)। চন্দননগর থেকে পিকনিক সেরে ফিরছিলেন তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রেল পুলিশ। তারাই দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিন সরবজিৎ তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে চন্দননগরের নিউ দিঘা পার্কে পিকনিক করতে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় তাঁরা ট্রেনে করে ফিরছিলেন। উত্তরপাড়ায় এক ছাত্রকে পড়াতে যাওয়ার কথা ছিল সরবজিতের। তাই তিনি সেখানে নেমে পড়েন। সেই সময়ে রেললাইন পার হতে গিয়েই ঘটে দুর্ঘটনা।

ভাবনীপুরের ৭৭ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে দুশ্চিন্তায় মমতা

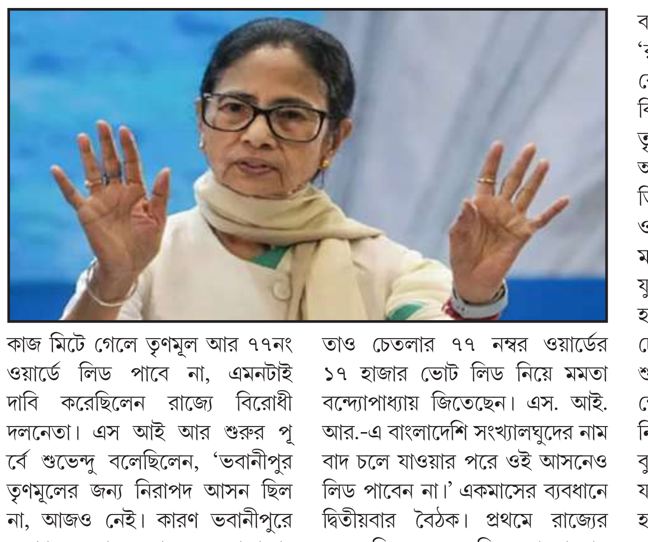

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ নন্দীগ্রামে পরাজিত হয়ে অবশেষে ভবানীপুর থেকে নির্বাচিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এস.আই.আর. -এর পরে সেই ভবানীপুরের অবস্থা নাকি অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। বিশেষ করে ৭৭ নম্বর ওয়ার্ড। একুশের নির্বাচনে ভবানীপুরের ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডে সবথেকে বেশি লিড পেয়েছিলেন তৃণমুল সুপ্রিমো। নন্দীগ্রামের ঘটনার পর মান রক্ষা করেছিল ভবানীপুর। রাজনৈতিক মহল বলে, ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডের লিডেই ভর করে আবার ক্ষমতার শীর্ষে বসেছিলেন তিনি। আবার নির্বাচন এসেছে। ভোটমুখী বাংলায় এখন 'হট টপিক' এসআইআর। কিন্তু এই ভোটার তালিকার পরিমার্জনের কাজ মিটে গেলে তৃণমূল আর ৭৭নং ওয়ার্ডে লিড পাবে না, এমনটাই দাবি করেছিলেন রাজ্যে বিরোধী দলনেতা। এস আই আর শুরুর পূর্বে শুভেন্দু বলেছিলেন, 'ভবানীপুর তৃণমূলের জন্য নিরাপদ আসন ছিল না, আজও নেই। কারণ ভবানীপুরে সংখ্যালঘু আসন মাত্র ২০ শতাংশ। তাও চেতলার ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডের ১৭ হাজার ভোট লিড নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতেছেন। এস. আই. আর.-এ বাংলাদেশি সংখ্যালঘুদের নাম বাদ চলে যাওয়ার পরে ওই আসনেও লিড পাবেন না।' একমাসের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার বৈঠক। প্রথমে রাজ্যের সকল বিএলএ-দের নিয়ে আলোচনায় বসলেও, এবারের আলোচনাটা হয়েছে 'রুদ্ধদ্বার'। শুক্রবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরের কাউন্সিলর ও বিএলএ-দের নিয়ে বৈঠকে বসলেন তৃণমূল সুপ্রিম। এসআইআর-কেই আলোচনার মুখ্য কেন্দ্রবিন্দু রাখলেন তিনি।সূত্রের খবর, বৈঠকেই কাউন্সিলর ও বিএলএ-দের স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন মমতা। 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' বা যুক্তিগত অসঙ্গতি দেখিয়ে যাদের ডাকা হয়েছে, সেই ভোটারদের তালিকা চেয়েছেন তিনি। বর্তমানে এসআইআর শুনানিতে ডাকা প্রায় প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই শব্দবন্ধনী ব্যবহার করছে নির্বাচন কমিশন। তাই তৃণমূল সুপ্রিমো বুঝিয়ে দিয়েছেন, অল্পবিস্তর ভুলে যাদের নাম বাদ পড়ছে, শুনানিতে ডাকা হচ্ছে, শুধুমাত্র তাঁদের তালিকাই প্রদান করতে হবে বিএলএদের।

আদালতে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, ইডি,সিবিআই-র বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন শাহজাহান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সন্দেশখালির প্রভাবশালী নেতা শেখ শাহজাহান বারাসত আদালতে হাজির হয়ে অভিযোগ করেছেন যে, তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। এদিন আদালতে তিনি নাম না করে রাজনৈতিক দল বিজেপিকে ইঙ্গিত করেন এবং বলেন, তআমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমি রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার।দ তিনি আরও দাবি করেন, যাঁরা সিবিআই ও ইডিকে নিয়ন্ত্রণ করে, ঠিক তাঁরা এই ষড়যন্ত্রের মূল কারিগর। ইডির অফিসারদের মারধর ও রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন শাহজাহান। সেই সংক্রান্ত মামলায় বারাসত আদালতে শাহজাহানকে হাজির করানো হয়। সেখানেই রাজনৈতিক চক্রান্তের অভিযোগ তোলেন তিনি। শাহজাহান বলেন, 'আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমি রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার।' কারা ফাঁসিয়ে? জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেন, 'যাঁরা ইডি, সি বি আইকে নিয়ন্ত্রণ করে তাঁরাই।' আদালত চত্বরেই তাঁকে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে শাহজাহানের উত্তর, 'আপনার কাছে কোনও ভিডিও আছে। ভুলভাল বললেই হবে। মানুষ জবাব দেবে।' প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি ইডির আধিকারিকরা রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে সন্দেশখালিতে যান। তাদের উদ্দেশ্য ছিল শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালানো। কিন্তু সেই সময় এলাকার মানুষ ও সমর্থকদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। ইডি আধিকারিকরা স্থানীয়দের প্রতিবাদের মুখে কার্যত বাধাপ্রাপ্ত হন। এমনকি তাঁদের মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ। কার্যত প্রাণ হাতে নিয়ে এলাকা ছাড়েন ইডি আধিকারিকরা। এই ঘটনার পর স্থানীয় জনসমক্ষে শাহজাহানের বিরুদ্ধে জনরোষ তৈরি হয় এলাকায়। ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মহিলারা। জল গড়ায় আদালত পর্যন্ত। ৫৫ দিনের মাথায় জালে ধরা পড়ে সন্দেশখালির 'বাঘ'। শাহজাহানের বিরুদ্ধে রেশন দুর্নীতি মামলার পাশাপাশি অন্য কিছু অভিযোগও উঠেছে, তবে তিনি সবকিছু অস্বীকার করেছেন। তিনি আদালতে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ কেবল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফল।

চিন-পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন ও সংস্কৃতি বিনিময়ে নতুন দিগন্ত, কলকাতা-কুনমিং সরাসরি বিমান পরিষেবা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতা ও চিনের মধ্যে পর্যটন, সংস্কৃতি এবং মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ আরও জোরদার করতে আগ্রহী চিনা দূতাবাস। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্র করে চিনা পর্যটনের প্রসার এবং কলকাতা ও কুনমিংয়ের মধ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু করার বিষয়টি এখন গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে। চিনা নববর্ষের আগমনের মুখে এই আশাবাদী বার্তাই শোনালেন কলকাতায় নিযুক্ত চিনা কনসাল জেনারেল শু ওয়েই। সাপের বছরকে বিদায় জানিয়ে ঘোড়ার বছরে প্রবেশ করতে চলেছে চিন। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি চিনা নববর্ষ উপলক্ষে শহরে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শু ওয়েই জানান, 'আমি চাই আরও চিনা পর্যটক ভারতে আসুন। ভিসার জট অনেকটাই কেটেছে। আমার ইচ্ছা, ভারতে চিনা বাসিন্দাদের পর্যটন বাড়ুক। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। আমি রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছি। কীভাবে দু'দেশের পর্যটনকে গুরুত্ব দেওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। আমরা পর্যটন সংক্রান্ত বিষয়কে আরও প্রচারের আলোয় আনতে চাই। এই ক্ষেত্রে বিশেষ দলকে চিনে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। আবার চিনের পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত, এমন একটি দলকে এখানে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। দু'দেশের বাসিন্দাদের মধ্যেই পর্যটনের ব্যাপারে সচেতনতা ও প্রচার করা হবে। এর ফলে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও ভাল হবে।' পর্যটনের পাশাপাশি সরাসরি বিমান পরিষেবার বিষয়টিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে চিনা দূতাবাস। এই প্রসঙ্গে শু ওয়েই জানান, 'চিনের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন শহরের আরও সরাসরি বিমান সংযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশেষ করে কলকাতা থেকে কুনমিংয়ের সরাসরি বিমান চলাচলের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে বিভিন্ন স্তরে আলোচনাও চলছে।' শুধু পর্যটন ও বিমান পরিষেবাই নয়, চিন ও ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও গভীর করার দিকেও নজর দিচ্ছে চিনা কনসুলেট। শু ওয়েই বলেন, 'ভারতীয় বন্ধুরা চিনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। ভারতীয় কিশোর কিশোরীরা চিনা গান গাইছে। এতে আমি অত্যন্ত খুশি। বইমেলায় চিন এবার স্টল দিয়েছিল।বইমেলা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের সঙ্গে বৈঠক করতে চায়। চিনা বই ও প্রকাশনী যাতে জনপ্রিয় হয়, সেই প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। এর সঙ্গে চিনা সংস্কৃতিকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ওয়ার্কশপ ও সেমিনারেরও আয়োজন করা হবে। চিনা খাদ্য উৎসব ও ফিল্ম উৎসব আয়োজন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে চিনা নববর্ষের প্রাক্কালে কলকাতা থেকে যে বার্তা মিলল, তা দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। পর্যটন, বিমান যোগাযোগ ও সংস্কৃতির মাধ্যমে চিন ও ভারতের সম্পর্ককে আরও উষ্ণ ও গভীর করার যে প্রয়াস শুরু হয়েছে, তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠছে পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা। আগামী দিনে এই উদ্যোগগুলি বাস্তব রূপ পেলে তা দুই দেশের সাধারণ মানুষের জীবনেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশাবাদী কূটনৈতিক মহল।

কল্যাণী এআইআইএমএস চাকরির নামে ভুয়ো নিয়োগপত্র দিয়ে প্রতারণা চারজন গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কল্যাণী এ আই আই এম এস-এ চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ভুয়ো নিয়োগপত্র ও অর্থ আদায় করে প্রতারণার অভিযোগে পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত প্রণব মণ্ডল, সাহিল বিশ্বাস, অরিন্দম সাহা ও অমিত বিশ্বাসের সঙ্গে আরও কয়েকজনের যোগসূত্র থাকতে পারে বলে পুলিশের সন্দেহ। শিকাররা সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করে ৫৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঠকিয়ে ফেলা হয়েছে। এই ঘটনা চাকরির নামে ছড়িয়ে পড়া প্রতারণার নতুন অধ্যায়।গত ২৪ নভেম্বর কল্যাণী সাইবার ক্রাইম থানায় প্রথম অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্তে প্রতারকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও ট্রানজ্যাকশন বিশ্লেষণ করে পুলিশ ধানতলা থানা এলাকায় অভিযান চালায়। সেই সূত্র ধরে চারজনকে আটক করা হয়। রানাঘাট পুলিশ জেলার ডিএসপি (ডি অ্যান্ড টি) আব্দুল কাইয়ুম জানান, বুধবার তাদের কল্যাণী মহকুমা আদালতে হাজির করে পুলিশ হেফাজতের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। প্রতারকরা নকল লেটারহেড, ফেক অফিসিয়াল ডকুমেন্টস ও ওয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে শিকারদের প্রতারিত করত। পুলিশ আরও তদন্ত করে বাকি সদস্যদের খুঁজছে। এমন প্রতারণা কল্যাণী এ আই আই এম এস-এ আগেও ঘটেছে। গত বছর ডিসেম্বরে বিজেপি মহিলা মোর্চার সদস্য তনু খাস্তগীরকে একই অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। করোনাকাল থেকে সরকারি হাসপাতালের নামে চাকরির প্রতারণা বেড়েছে, যাতে বেকার যুবকরা প্রধান শিকার। পুলিশ সতর্ক করে বলেছে, কোনো বিজ্ঞাপন যাচাই ছাড়া অগ্রসর হবেন না; অফিসিয়াল ওয়েবসাইট চেক করুন। রাজনৈতিক দলগুলো তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। বিজেপি নেতা শেখর ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল সরকারের অধীনে চাকরির বাজারে দুর্নীতি ও প্রতারণা ছড়িয়ে পড়েছে। এ আই আই এম-এর মতো প্রতিষ্ঠানের নাম কলঙ্কিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় তদন্ত দরকার।' তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মাহুয়া মৈত্র বলেন, 'প্রতারকদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। সরকার ইতিমধ্যে সাইবার সেল শক্তিশালী করেছে, যুবকদের সচেতনতা বাড়ানো যাবে।' কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'এটি রাজ্যের বেকারত্বের ফল; চাকরির স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া চাই।' এই ঘটনা রাজ্যে চাকরির প্রতারণা রোধে রাজনৈতিক আলোচনা জাগিয়েছে।

হুময়ূনের সঙ্গে সেলিমের বৈঠক - দলে বিতর্ক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ হুমায়ুন কবীরের দুটি সংলাপ স্মরণে রেখেই এই বিতর্ক। প্রথম হুমায়ুন বলেছিলেন মুর্শিদাবাদে ৩০ শতাংশ হিন্দুকে কেটে গঙ্গার জলে ফেলে দেবে আর দ্বিতীয় সম্প্রতি তিনি বলেন, বিজেপির সমর্থনেই তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন। এ হেন এখন ভয়ঙ্কর সম্প্রদায়িক মানুষের সঙ্গে গোপন বৈঠক দলের অনেকেই মানতে পারেন নি। বুধবার প্রায় ৫ ঘণ্টা ধরে চলে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক। কংগ্রেসকে জোটে পাওয়ার আশা কম, এটা ধরে নিয়েই আইএসএফকে সঙ্গে নিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল চূড়ান্ত করতে চলেছে সিপিএম। অন্যদিকে হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে আসন সমঝোতার যে কোনও প্রশ্নই নেই, সেই ইঙ্গিতই পাওয়া গিয়েছে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর এই বৈঠকে। কেন হুমায়ুনের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম? এদিনের বৈঠকে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সম্পাদকমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্য। সেলিম জানান, কয়েকটি কৌশলগত কারণে হুমায়ুনের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন ছিল। সূত্রের খবর সেলিম জানিয়েছেন যে, হুমায়ুন কবীর বারবার সিপিএমের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন। সেই কারণে কথা বলা। আগেই খবর ছিল, হুমায়ুনের সঙ্গে দেখা করার বিষয়টি দলের সম্পাদকমণ্ডলীকেও আগাম জানাননি সেলিম। যা নিয়ে আলিমুদ্দিনের একাংশের ক্ষোভ ছিল। প্রশ্ন উঠেছিল, কী এমন গোপনীয়তা যে রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীকে এড়িয়ে বৈঠক করতে হল? প্রসঙ্গত, সিপিএমের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সুজন চক্রবর্তী লাগাতারভাবেই হুমায়ুনের বিরুদ্ধে সরব রয়েছেন। মঙ্গলবারও ফেসবুক বার্তায় হুমায়ুনের প্রতি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করার অভিযোগও তুলেছিলেন সুজন। এদিন সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে হুমায়ুন ও সেলিমের মধ্যে বৈঠককে সুজন সমর্থন করেননি বলেই খবর। পাশাপাশি হুমায়ুন-সেলিম বৈঠক নিয়ে সিপিএমের তরুণ নেতাদের মধ্যে কথাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। সেলিমকে সমর্থন করা শতরূপকে নিশানা করেছেন প্রতীক উর। এই বিষয়টাতে রাশ টানতে যুব নেতাদের সঙ্গে কথা বলবে সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্ব। হুমায়ুন সম্পর্কে শতরূপের মতো নেতারা যাতে সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি না দেন সেটাও নিষেধ করে দেওয়া হবে পার্টির তরফে। কারণ, এটা সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা ভালোভাবে নিচ্ছে না বলে খবর আলিমুদ্দিনের কাছেও। সব মিলিয়ে কিছুটা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে সিপিএম - একথা বলাই যায়।

শিবমন্দির ধ্বংসস্তূপের মাঝে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের আর্তনাদ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের বিশ্বনাথপুর গ্রাম, যা স্থানীয়ভাবে দেবগ্রাম নামে পরিচিত, আজ এক নীরব ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ছয় শতকেরও বেশি পুরনো এক শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও টিকে আছে। কিন্তু এই প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা আজ চরম অবহেলা আর উদাসীনতার শিকার। আমাদের বাঙালি জাতি যেন নিজের অতীতকে ধ্বংস করার শিক্ষা নিখুঁতভাবে রপ্ত করেছে। একসময় দেবগ্রামের এই শিবমন্দির ছিল স্থানীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বহু আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। ভগ্নপ্রায় দেওয়ালগুলোতে আজ জন্মেছে বিলাই হাঁচড়ি গাছ, দেওয়ালে লেপটে আছে গোবর। স্থাপত্যটি জরাজীর্ণ, পরিত্যক্ত, এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত। তবু এই অবশিষ্টাংশই যেন এক মহাকালের সাক্ষ্য বহন করছে। মন্দিরের গঠনশৈলী মধ্যযুগীয় বাংলার স্থাপত্যের নিদর্শন বহন করে। ব্যবহৃত ইটের আকার লম্বাটে ও পাতলা, গাঁথুনিতে চুন-সুরকির ব্যবহার স্পষ্ট। দেওয়ালগুলো পুরু ও ভারী, যা পাল-সেন পরবর্তী যুগের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। টেরাকোটার ফলক নেই, কিন্তু ইটের স্তরবিন্যাসে এর প্রারম্ভিক মধ্যযুগীয় ধারা স্পষ্ট। বৃহৎ গাছের শিকড় দেওয়ালের ভেতর প্রবেশ করেছে, যা দীর্ঘকাল ধরে এটি পরিত্যক্ত থাকার ইঙ্গিত দেয়। স্থাপত্য বিশ্লেষণ অনুযায়ী মন্দিরটি রেখ-দেউল বা ক্ষুদ্র নাগর শিখরধর্মী শৈলীর হতে পারে। শিখর অংশ ভেঙে পড়েছে, গর্ভগৃহের দেওয়াল কোনওমতে টিকে আছে। সম্ভাব্য নির্মাণকাল ধরা হয় খ্রিস্টীয় ১২শ,১৪শ শতক, অর্থাৎ আজ থেকে ৬০০,৮০০ বছর পূর্বে। বাংলার পাল-সেন উত্তরাধিকার পর্বে আঞ্চলিক হিন্দু সামন্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইট-নির্ভর স্থাপত্যের বিস্তার ঘটে। এই মন্দির তাই শুধু একটি ধর্মীয় স্থাপনা নয়, এটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আদি ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসের এক মূল্যবান প্রত্নচিহ্ন। আজ এই মন্দিরের সামনে দাঁড়ালে আনন্দ নয়, বরং গভীর হাহাকার জন্মায়। আমাদের শিকড়, আমাদের ইতিহাস, আমাদের সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অথচ আমরা নির্বিকার। ইতিহাস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আতঙ্ক যেন প্রতিটি বিবেকবান মানুষকে কুরে কুরে খায়। এই প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাটি সংরক্ষণের জন্য জরুরি উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন, ইটের গঠন ও গাঁথুনির বিশ্লেষণ, এবং ঐতিহাসিক সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মন্দিরটিকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। এটি শুধুই একটি মন্দির নয়, এটি আমাদের আদি ইতিহাসের জীবন্ত দলিল। দেবগ্রামের শিবমন্দির আমাদের সামনে এক কঠিন প্রশ্ন তুলে ধরে;আমরা কি আমাদের শিকড়কে বাঁচাতে পারব? নাকি আমরা ইতিহাসের আদালতে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হব? আসুন, অন্তত শেষবারের মতো সকলে মিলে চেষ্টা করি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার এই মূল্যবান প্রত্নচিহ্নকে রক্ষা করি। যদি এখনই সচেতন উদ্যোগ না নেওয়া হয়, তবে এই প্রত্নচিহ্ন অচিরেই সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তখন আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। কারণ আমরা দেখেও কিছু করিনি। এখনই সময় একসাথে এগিয়ে আসার। এই প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাটিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের সবার। ইতিহাস যেন অন্ধকারে হারিয়ে না যায়।

সুপ্রিম কোর্টের ডিএ রায়ের পর সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তোপ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ডিএ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরই তৎপর হয়ে উঠেছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ রাজ্য সরকারের কাছে নির্দেশ দিয়েছেন, বকেয়া মহার্ঘ ভাতার ২৫ শতাংশ অংশ ৩১ মার্চের মধ্যে কর্মচারীদের দিতে হবে। বাকি ৭৫ শতাংশ বকেয়া পরিশোধের বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা রাজ্যের অর্থস্বাস্থ্য যাচাই করে ১৫ মে রিপোর্ট পেশ করবে। ডিএ মামলার রায় ঘোষণার পর মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, তপঞ্চম পে কমিশনের মহার্ঘ ভাতা নিয়ে আমাদের লড়াই। ২৫ শতাংশ ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার যদি এই রায় না মানে, তাহলে আমরা বড় আন্দোলনে নামবো। বাকি ৭৫ শতাংশ ডিএর জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটি রাজ্যের অর্থস্বাস্থ্য খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবে আগামী ১৫ মে। সেই দিনই ফের শুনানি হবে। বাকি ৭৫ শতাংশ কবে দিতে হবে তা নিয়ে শুনানি হবে।দ সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের বক্তব্যে স্পষ্ট করা হয়েছে, এই লড়াই শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারীদের জন্য নয়। এটি রাজ্যের খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই। ভাস্কর ঘোষ বলেন, তএটা লড়াই এ রাজ্যের প্রতিটি স্তরের খেটে খাওয়া মানুষের জন্য লড়াই। অন্যান্য রাজ্যের কর্মচারীদের থেকে এ রাজ্যের শ্রমজীবীদের বেতন অর্ধেক। এই লড়াই বাঙালি অস্মিতার বা বাঙালির জাতিসত্ত্বার লড়াই।দ ডিএ মামলার রায় ঘোষণার পর রাজ্য কর্মচারীদের প্রতি বার্তা দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। তিনি বলেন, 'এ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে সরকারি কর্মচারীদের ডিএ দেওয়া হবে।'

রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনে যাত্রীর আত্মহত্যার চেষ্টা, মেট্রোর ব্লু লাইনে ব্যাহত যাত্রী পরিষেবা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতার ব্লু লাইনে ফের ভোগান্তির মুখে পড়লেন যাত্রীরা। বৃহস্পতিবার বিকেল, দিনের সবচেয়ে ব্যস্ত সময়ের মধ্যে রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনে এক যাত্রীর আত্মহত্যার চেষ্টা পুরো ব্লু লাইনের চলাচলকে আংশিকভাবে স্থবির করে দেয়। মেট্রোরেল সূত্রে জানা যায়, বিকেল ৪টা ৪৬ মিনিট নাগাদ ঘটনার সময় ট্র্যাক লাইনে এক ব্যক্তি ঝাঁপ দেন। সঙ্গে সঙ্গে মেট্রোর তড়িঘড়ি পদক্ষেপে ট্র্যাকের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়। সৌভাগ্যবশত, প্রাণে বেঁচে যান ওই যাত্রী। তবে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ থাকার কারণে ব্লু লাইনের পুরো পরিষেবা ব্যাহত হয়। মেট্রোর সূত্রে জানা যায়, ঘটনার প্রায় এক ঘন্টা পরে, বিকেল ৫টা ৪৭ নাগাদ ব্লু লাইন পুনরায় স্বাভাবিকভাবে চলাচল শুরু করে। তবে দিনের ব্যস্ত সময়ে এই ধরণের ব্যাঘাত যাত্রীদের জন্য বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে, অফিসের পর বাড়ি ফেরার সময় মানুষজন ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। পাশাপাশি যাত্রীরা জানিয়েছেন, ব্যস্ত সময়ে এমন ধরণের ঘটনার কারণে সময়মতো বাড়ি পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে এমন ঘটনা নতুন নয়। সম্প্রসারণের পর থেকে নানা ধরনের ব্যাঘাতের খবর আসছে। কখনও রেলের রেক খারাপ, কখনও সিগন্যাল বিভ্রাট,আবার কখনও আত্মহত্যার চেষ্টার কারণে নানা সময় মেট্রো চলাচল থমকে যায়। দিনের ব্যস্ত সময় প্রবল সমস্যার মুখে পড়েন যাত্রীরা। বৃহস্পতিবারের ঘটনার প্রেক্ষিতে পুনরায় উঠে এসেছে ব্লু লাইনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতা। যাত্রীদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, কোনো বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সতর্কতা ব্যবস্থা, জরুরি সিগন্যাল ও দ্রুত উদ্ধার ব্যবস্থা থাকা উচিত। দিনের ব্যস্ত সময়ে যদি এমন ঘটনা ঘটে, তবে প্রচুর যাত্রী বিপাকে পড়েন। বলা বাহুল্য, বৃহস্পতিবারও বিকেলের ব্যস্ত সময়ে রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনে আত্মহত্যার চেষ্টার কারণে পরিষেবা বিঘ্নিত হল।

জনপ্রিয় নেটপ্রভাবীর বিরুদ্ধে বান্ধবীকে আটকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, তদন্তে পুলিশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতার বেহালায় এক জনপ্রিয় নেটপ্রভাবীর বিরুদ্ধে গুরুতর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, ২২ বছরের এক তরুণীকে প্রায় ২০ ঘণ্টা নিজের বাড়িতে জোর করে আটকে রাখেন ওই যুবক এবং শারীরিক নিগ্রহের পাশাপাশি ভয় দেখিয়ে তার প্রতি অশালীন আচরণ করেছেন। অভিযুক্ত বেহালার বাসিন্দা এবং স্থানীয়ভাবে পরিচিত একটি নামকরা নেটপ্রভাবী। অভিযোগকারী তরুণী তার বান্ধবী। সূত্রে জানা যায়, ২ ফেব্রুয়ারি বন্ধুত্বের সূত্রেই তরুণী ওই যুবকের বাড়িতে যান। অভিযোগ অনুযায়ী, রাত সাড়ে ৯টা থেকে পরের দিন বিকেল ৫টা পর্যন্ত তাঁকে জোর করে আটক রাখা হয়। এই সময়ে তাকে মারধর করা হয়, ঘুষি মারার অভিযোগও উঠেছে। এছাড়া অভিযুক্ত তাঁর পোশাক ধরে টানাটানি করেছেন এবং অশালীনভাবে স্পর্শ করেছেন। কোনও একটি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে বচসা চলছিল। সে বিষয়ে তরুণীকে ভয়ও দেখান অভিযুক্ত। ঘটনার পর, বুধবার বেহালা থানায় তরুণী লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৭(২), ১১৫(২), ৭৪ এবং ৩৫১(২) ধারায় এফআইআর রুজু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে ঘটনার তদন্ত চলছে এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। অভিযুক্ত নেটপ্রভাবীর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে। ফেসবুকে তাঁর ফলোয়ার সংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার এবং ইন্সটাগ্রামেও হাজারের বেশি অনুসারী রয়েছেন। অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর, সামাজিক মাধ্যমে তাঁর ফলোয়াররা ক্ষোভ ও নিন্দার ঝড় তুলেছেন। অনেকেই এই ধরনের আচরণকে দৃষ্টান্তহীন ও অগ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। তবে এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তের তরফ থেকে কোনো মন্তব্য প্রকাশ্যে আসেনি।

নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ফেনসিডিল সহ গ্রেপ্তার এক যুবক

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ নেশার জিনিস পাচার সহ বিভিন্ন অসামাজিক কাজের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে এই যুবককে বহুদিন ধরে খুঁজছিল পুলিশ। ধৃতের নাম হাদিউজ্জামান সরদার (২৫)। বসিরহাট থানার শংকরপুর এলাকা থেকে অভিযুক্ত কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জানা গেছে হাদিউজ্জামান এর বাড়ি বসিরহাট থানার ঝিংকা এলাকায়। সে বহুদিন ধরে বিভিন্ন অসামাজিক কাজের সাথে যুক্ত। বসিরহাট থানা সহ বিভিন্ন থানায় তার নামে একাধিক অভিযোগ আছে। বসিরহাট থানার পুলিশ তাকে বহুদিন ধরে খুঁজছিল। বুধবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বসিরহাট থানার পুলিশ শংকরপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

সাত হাজার মুরগীর বাচ্চা বিতরণ বহড়ু বিডিও অফিস থেকে

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বহড়ু, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরনায় বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষে একাধিক কাজ চলছে রাজ্য জুড়ে। আর এবার জয়নগর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহায়তায় জেলা পরিষদের সদস্যদের কোটায় ও সমিতির কোটায় মুরগির বাচ্চা বিতরণ করা হলো বৃহস্পতিবার জয়নগর এক নং ব্লক অফিস বহড়ুতে। এই বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, জয়নগর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ ভবেশ রঞ্জন চক্রবর্তী, জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মন্ডল, বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ শুকুর আলি, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মানস নস্কর,জয়নগর ১নং ব্লক প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিক সহ আরো অনেকে। এ ব্যাপারে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ বলেন, বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষে রাজ্য সরকারের তরফে মোট ৭ হাজার মুরগীর বাচচা বিতরণ করা হয়।মোট ৭০০ জন উপভোক্তাদের হাতে দশটি করে মুরগীর বাচ্চা তুলে দেওয়া হয়। এই ব্লকের অধীন ১২টি পঞ্চায়েত এলাকার উপভোক্তাদের হাতে এই বাচ্চা তুলে দেওয়া হয়।

হোটেল থেকে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ১২ জন গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি, বোলপুর ঃ আন্তর্জাতিক পর্যটনকেন্দ্র শান্তিনিকেতন এলাকাতেই এবার সামনে এল দেহ ব্যবসার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। শান্তিনিকেতন লাগুয়া প্রান্তিক এলাকার একটি হোটেল থেকে দেহ ব্যবসায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৮ জন মহিলা সহ মোট ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। গ্রেফতারদের মধ্যে রয়েছেন এক স্থানীয় স্তরের নেতার ঘনিষ্ঠ চারজন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল ওই হোটেলে অভিযান চালানো হয়। দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় কিছু হোটেলে দেহ ব্যবসা চলছে বলে অভিযোগ উঠছিল। অভিযানে উদ্ধার হয় একাধিক আপত্তিকর সামগ্রী। এরপরই দেহ ব্যবসায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ওই মহিলা ও নেতার সাগরেদদের গ্রেফতার করা হয়। যদিও প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাননি স্থানীয় বাসিন্দারা, তবে ক্যামেরার আড়ালে অনেকেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। অভিযোগ, প্রভাবশালী রাজনৈতিক ছত্রছায়ার কারণেই দিনের পর দিন এলাকায় নানান কুকর্ম চলছিল। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। যদিও কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

হাজার টাকা ভাতা বৃদ্ধিতে খুশি নন আশা কর্মীরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মাত্র এক হাজার টাকা ভাতা বৃদ্ধিতে খুশি নন আশা কর্মীরা, হাওড়ায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ। রাজ্য বাজেটে এক লাফে আশা কর্মীদের ভাতা একলাফে হাজার টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু হাওড়া পুরসভার আশা কর্মীরা এতে খুশি নন। প্রতিবাদে হাওড়া ময়দানে শরৎ সদনের সামনে আশা কর্মীরা বিক্ষোভে দেখান। তাঁরা জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে ১৫ হাজার টাকা মাসিক বেতনের জন্য কলকাতার রাজপথে তাঁরা আন্দোলন নেমেছিলেন। বর্তমানে মাত্র ৫,২৫০ টাকা বেতন পান। তাঁরা চাইছিলেন সম্মানজনক বেতন বৃদ্ধি হোক। আজকের ঘোষণায় তাঁরা মনে করছেন সরকার তাঁদের ভিক্ষা দিচ্ছে। তাই তাঁরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছেন। তাঁদের আশা সরকার তাঁদের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করবে। উল্লেখ্য, বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ২৩শে ডিসেম্বর থেকে আশা কর্মীরা কর্মবিরতি পালন করছেন। তাঁরা চাইছেন অবিলম্বে তাঁদের আট দফা দাবি সহানুভূতির সঙ্গে সরকার বিবেচনা করুক।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা-৬৭, শুক্রবার, ২৩ মাঘ ১৪৩২

উন্নয়নের নামে অধিকার সংকোচনের রাজনীতি

তন্ময় দাশগুপ্ত

ইউপিএ সরকার যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পটি চালু করেছিল, তা ভারতের কল্যাণমূলক রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এক মাইলফলক হয়ে ওঠে। মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম-সংক্ষেপে মনরেগা-গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে কেবল একটি প্রকল্প নয়, বরং কাজের অধিকার ও ন্যূনতম আয়ের সাংবিধানিক দাবির বাস্তব রূপ ছিল। বছরে অন্তত একশো দিনের কাজের নিশ্চয়তা, কাজ না পেলে ভাতা, স্থানীয় স্তরে পরিকল্পনা ও সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে জবাবদিহি-এই সব মিলিয়ে মনরেগা গ্রামীণ ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার ভিত্তি হয়ে উঠেছিল। ২০২৫ সালে সেই প্রকল্পের নাম বদলে 'ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বিল ২০২৫' করার প্রস্তাব শুধু একটি নাম পরিবর্তন নয়, বরং একটি দর্শনগত সরে আসার ইঙ্গিত বহন করে। নামের সঙ্গে সঙ্গে যে কাঠামোগত পরিবর্তনের আভাস মিলছে-বাজেট সংকোচন, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি, ডিজিটাল পেমেন্ট ও যাচাইয়ের নামে প্রশাসনিক জটিলতা-তা গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। 'মোড'-এর ভাষা ব্যবহার করে প্রকল্পটিকে আরও দক্ষ ও আধুনিক করার কথা বলা হলেও, বাস্তবে এটি কেন্দ্রীয় সরকারের দায় কমিয়ে দেওয়ার কৌশল বলেই মনে হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ফিরে তাকানো জরুরি ভারতের সামাজিক সুরক্ষা নীতির সেই পর্বে, যখন রাষ্ট্র নিজেকে নাগরিকের পাশে দাঁড়ানো একটি দায়িত্বশীল সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। ১৯৯০-এর দশকে উদারনৈতিক অর্থনীতির যাত্রা শুরু হলেও, মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের নীতিগত অবস্থান ছিল 'উইথ জাস্টিস'। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক ন্যায় ও সুরক্ষাকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার এই দর্শনের ভিত্তিতেই একের পর এক অধিকারভিত্তিক জাতীয় প্রকল্প চালু হয়। শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে আনা হয় রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট। স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রামস্তরে পৌঁছে দিতে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন চালু হয়। খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ছিল জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন, যা কোটি কোটি মানুষকে রাষ্ট্রীয় রেশনের আইনি অধিকার দেয়। দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা ব্যয়ের ঝুঁকি কমাতে চালু হয় রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবিমা যোজনা। শহরের দরিদ্র মানুষের জন্য স্বর্ণজয়ন্তী শহুরে রোজগার যোজনা শহরে কর্মসংস্থানের অধিকারভিত্তিক ধারণাকে সামনে আনে। এই সময় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল স্বনির্ভর গোষ্ঠীভিত্তিক কর্মসংস্থানে, যেখানে গ্রামীণ ও শহুরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রোটেকশন স্কিম একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। এত দিন পর্যন্ত শিশুদের জন্য থাকা বিচ্ছিন্ন প্রকল্পগুলিকে এক ছাতার নিচে এনে অনাথ, পথশিশু, শ্রমে নিয়োজিত, নির্যাতিত ও পাচার হওয়া শিশুদের উদ্ধার ও পুনর্বাসনের রাষ্ট্রীয় দায় স্বীকার করা হয়। একই সঙ্গে প্রবীণ, বিধবা ও প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সামাজিক পেনশন প্রকল্পগুলির কভারেজ বাড়ানো হয় জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে। এই সব উদ্যোগের মধ্যেও সবচেয়ে গভীর প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন এনেছিল রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট। এটি কেবল একটি আইন নয়, বরং নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক মৌলিক রূপান্তর। সরকারি নথি, সিদ্ধান্ত ও

ব্যয়ের হিসাব জানার আইনি অধিকার সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিয়ে এই আইন কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ভিত্তি মজবুত করেছিল। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর উন্নয়নের ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। 'গভর্নমেন্ট, ম্যাক্সিমাম গভর্ন্যান্স' স্লোগানের আড়ালে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে থাকে। একটির পর একটি ক্ষেত্র কর্পোরেট পুঁজির জন্য উন্মুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রীয় সম্পদের বিক্রিকে বা 'ডিসইনভেস্টমেন্ট' বলা হলেও, বাস্তবে তা ছিল দ্রুতগতির বেসরকারিকরণ। এই পর্বের একটি লক্ষণীয় দিক হলো নতুন কোনও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অনুপস্থিতি। বরং আগের প্রকল্পগুলির নাম ও কাঠামো বদলে সেগুলিকেই নতুন মোড়কে উপস্থাপন করা হচ্ছে। মিড-ডে মিল হয়ে যায় 'পোষণ শক্তি নির্মাণ যোজনা'। আইসিডিএস পুনর্গঠিত হয়ে 'অঙ্গনওয়াড়ি ও পোষণ ২.০' নাম পায়। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবিমা যোজনাকে কার্যত তুলে দিয়ে আনা হয় 'ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা'। কাগজে-কলমে বড় বাজেট ও বিস্তৃত কভারেজের দাবি থাকলেও, বাস্তবে সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করার বদলে বেসরকারি হাসপাতালকে সরকারি অর্থে পরিষেবা দেওয়ার প্রবণতাই বেশি গুরুত্ব পায়। অধিকারভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জায়গায় ধীরে ধীরে বাজারমুখী বিমা-নির্ভর মডেল প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে আগের স্যানিটেশন প্রকল্পগুলিকে নতুন ব্র্যান্ডিং দেওয়া হয়। স্বর্ণজয়ন্তী শহুরে রোজগার যোজনার বদলে ন্যাশনাল আরবান লাইভলিহুডস মিশন চালু করে শহুরে দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের অধিকার ধারণা থেকে সরে এসে প্রশিক্ষণ ও আত্মনির্ভরতার ভাষা জোরদার করা হয়। আইসিপিএস হয়ে যায় 'বাসল্য', যেখানে প্রশাসনিক কাঠামো আরও কেন্দ্রীভূত হয় এবং নাগরিক সমাজের ভূমিকা সংকুচিত হতে থাকে। রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট নামের দিক থেকে অপরিবর্তিত থাকলেও, তথ্য কমিশনার নিয়োগে দীর্ঘ বিলম্ব, কমিশনের ক্ষমতা হ্রাস এবং সরকারি তথ্য গোপন রাখার প্রবণতা এই আইনের কার্যকারিতা দুর্বল করে দিয়েছে। সামাজিক পেনশন প্রকল্পগুলিও আজ একই রি-ব্র্যান্ডিং ও ডিজিটাল যাচাইয়ের চাপে জর্জরিত। ভাতার পরিমাণ বাস্তবে না বাড়লেও উপভোক্তা ছাঁটাইয়ের ঘটনা বাড়ছে। রাষ্ট্রের সামাজিক দায় এখানে ক্রমশ অধিকার থেকে অনুগ্রহে পরিণত হচ্ছে। মনরেগার নাম বদল তাই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি বৃহত্তর এক প্রবণতার অংশ, যেখানে উন্নয়নের রাজনীতি নাম, লোগো ও প্রচার কৌশলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের জায়গায় একটি কর্পোরেট-সহযোগী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠছে, যেখানে নাগরিকের অধিকার প্রকল্পনির্ভর সুবিধায় রূপান্তরিত। প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন রাষ্ট্র নামের আড়ালে নয়, বাস্তব কর্মসংস্থান, মানসম্মত শিক্ষা, সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষার মাধ্যমে নাগরিকদের পাশে দাঁড়াবে। অন্যথায় শব্দটি ইতিহাসে স্রেফ একটি আকর্ষণীয় কিন্তু ফাঁপা স্লোগান হিসেবেই থেকে যাবে।

কণ্ঠরোধ সংসদের নয়, গণতন্ত্রের অপমান

সংসদ কেবল আইন প্রণয়নের জায়গা নয়, এটি একটি গণতান্ত্রিক জাতির বিবেক। এখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে কথোপকথন হয়, প্রশ্ন ওঠে, জবাবদিহি নির্ধারিত হয়। সেই সংসদেই যদি বিরোধী দলনেতার কথা বলার অধিকার বারবার খর্ব হয়, তবে তা শুধু একজন সাংসদের কণ্ঠরোধ নয়-তা সরাসরি গণতন্ত্রের মৌলিক কাঠামোর উপর আঘাত। সাম্প্রতিক সময়ে সংসদের ভিতরে বিরোধী দলনেতাকে কথা বলতে না দেওয়া, মাইক বন্ধ করে দেওয়া বা কার্যত উপেক্ষা করার প্রবণতা একটি বিপজ্জনক রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিরোধী দলনেতার ভূমিকা কোনও আনুষ্ঠানিক সৌজন্যের বিষয় নয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে তিনি সরকারের বিকল্প কণ্ঠস্বর, নীতিগত প্রশ্ন তোলার প্রধান মুখ এবং জনগণের অসন্তোষের সাংবিধানিক প্রতিনিধি। সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ক্ষমতায় থাকতে পারে, কিন্তু সেই ক্ষমতার বৈধতা টিকে থাকে তখনই, যখন বিরোধী কণ্ঠকে শোনা হয়। বিরোধী দলনেতাকে কথা বলতে না দেওয়া মানে সংসদকে একতরফা বক্তৃতার মঞ্চে পরিণত করা, যেখানে বিতর্কের জায়গা সংকুচিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ অস্বচ্ছ হয়ে ওঠে। ভারতের সংসদীয় ঐতিহ্যে বিরোধী দলনেতার মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্রিটিশ সংসদীয় প্রথা থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতের সাংবিধানিক চর্চা-সব ক্ষেত্রেই বিরোধী দলকে 'অপোজিশন' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা রাষ্ট্রের শত্রু নয়, বরং রাষ্ট্রকে আরও দায়িত্বশীল করে তোলার এক অপরিহার্য অংশ। বাজেট বিতর্ক, রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনা, গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশের সময় বিরোধী দলনেতার বক্তব্য সংসদের নথিতে একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে থেকে যায়। ইতিহাস সাক্ষী, অনেক সময় বিরোধীদের যুক্তিই ভবিষ্যতে রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সংসদের কাজকর্মে এক ধরনের অসহিষ্ণুতা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। বিরোধী দল প্রশ্ন তুললেই তাকে 'সৃষ্টি' বা বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ সংসদের নিয়ম অনুযায়ী প্রশ্ন, আপত্তি ও সমালোচনাই হল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রাণ। শাসকদল যদি শুধুমাত্র প্রশংসা ও সম্মতির প্রত্যাশা করে, তবে সংসদের প্রয়োজনই বা কী? তখন তো একতরফা ঘোষণাই যথেষ্ট। বিরোধী দলনেতাকে কথা বলতে না দেওয়ার প্রবণতা আরও উদ্বেগজনক এই কারণে যে, সংসদের বাইরে বিরোধী কণ্ঠের পরিসরও ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রশ্নের মুখে, নাগরিক সমাজের ওপর নজরদারি বাড়ছে, প্রতিবাদকে প্রায়শই রাষ্ট্রবিরোধী বলে দাগানো হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সংসদই ছিল সেই শেষ মঞ্চ, যেখানে বিরোধী কণ্ঠ সাংবিধানিক সুরক্ষা পেত। সেই মঞ্চেও যদি নীরবতা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে গণতন্ত্র কার্যত একক কণ্ঠের শাসনে পরিণত হবে। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার যুক্তি দেখানো হয়-যেহেতু সরকার বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে, তাই তাদের নীতিই চূড়ান্ত। কিন্তু গণতন্ত্র কেবল সংখ্যার খেলা নয়। সংবিধান সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘু মতামতের সুরক্ষাও নিশ্চিত করেছে। বিরোধী দল সেই সংখ্যালঘু মতের সাংবিধানিক রূপ। তাদের কথা না শোনা মানে সংবিধানের আত্মাকেই অস্বীকার করা। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিরোধী দলনেতার বক্তব্য শাসক দলের জন্যও প্রয়োজনীয়। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও আত্মতুষ্টি যেকোনও সরকারের জন্য বিপজ্জনক। বিরোধী প্রশ্নই শাসককে আত্মসমালোচনার সুযোগ দেয়, নীতিগত ভুল সংশোধনের পথ দেখায়। ইতিহাসে এমন বহু উদাহরণ আছে, যেখানে বিরোধীদের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে সরকার দেশকে বড় সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাই বিরোধী কণ্ঠ শোনা কোনও দুর্বলতার লক্ষণ নয়, বরং একটি আত্মবিশ্বাসী গণতন্ত্রের চিহ্ন। সংসদের অধ্যক্ষ বা স্পিকারের ভূমিকাও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁকে নিরপেক্ষ রেফারির মতো আচরণ করতে হয়, যিনি শাসক ও বিরোধী-উভয়ের অধিকার রক্ষা করবেন। যদি স্পিকারই একতরফা ভাবে শাসক দলের স্বার্থ রক্ষা করেন, তবে সংসদের প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সংসদ তখন আর জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান থাকে না, পরিণত হয় নির্বাহী ক্ষমতার সম্প্রসারিত শাখায়। গণতন্ত্রের সৌন্দর্য্য তার বহুস্বরতায়। মতভেদ, বিতর্ক ও দ্বিমতই তাকে জীবন্ত রাখে। বিরোধী দলনেতাকে কথা বলতে দেওয়া মানে শুধু একটি প্রোটোকল মানা নয়, বরং এই বহুস্বরতাকে স্বীকৃতি দেওয়া। আজ যদি বিরোধী কণ্ঠকে চুপ করানো হয়, কাল সেই নীরবতার শিকার হতে পারে সাধারণ নাগরিকের প্রশ্নও। তাই সংসদের ভেতরে বিরোধী দলনেতার কণ্ঠরোধ বন্ধ হওয়া জরুরি। সরকারকে বুঝতে হবে, বিরোধিতা শত্রুতা নয়। গণতন্ত্র কোনও একক দলের সম্পত্তি নয়, এটি সকল নাগরিকের যৌথ উত্তরাধিকার। সেই উত্তরাধিকার রক্ষা করতে হলে সংসদকে আবার বিতর্কের, প্রশ্নের ও ভিন্নমতের মুক্ত পরিসরে পরিণত করতে হবে। বিরোধী দলনেতাকে কথা বলতে দেওয়া মানে আসলে দেশের গণতান্ত্রিক আত্মাকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া।

বালুচিস্তানে হিংসার শাসন ও জবাবদিহিহীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংকট

বিশেষ সংবাদদাতা

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সবচেয়ে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী সংকটগুলির একটি আজ বালুচিস্তানে নগ্ন হয়ে উঠেছে। এটি শুধু একটি প্রান্তিক প্রদেশের বিচ্ছিন্ন অস্থিরতা নয়, বরং এমন এক রাজনৈতিক বাস্তবতা, যেখানে হিংসাই শাসনের প্রধান ভাষা হয়ে উঠেছে এবং রাষ্ট্র নিজেই জবাবদিহির ধারণা থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছে। বালুচিস্তান আজ এমন এক অঞ্চলে পরিণত হয়েছে, যেখানে নাগরিকের জীবন, অধিকার ও নিরাপত্তা রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার তালিকায় কার্যত অনুপস্থিত। ভৌগোলিক দিক থেকে পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ হলেও, জনসংখ্যার বালুচিস্তানের দৈনন্দিন বাস্তবতা। বহু বছর ধরে অসংখ্য মানুষ নিখোঁজ, যাদের পরিবার আজও আদালত, মানবাধিকার কমিশন ও আন্তর্জাতিক মহলের দ্বারস্থ হয়ে কোনও উত্তর পায়নি। রাষ্ট্রের নীরবতা এখানে নিছক প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, বরং একটি সুসংগঠিত জবাবদিহিহীন ব্যবস্থার প্রতিফলন। পাকিস্তানের রাজনৈতিক কাঠামোয় সামরিক বাহিনীর প্রাধান্য নতুন নয়। কিন্তু বালুচিস্তানে সেই প্রাধান্য কার্যত বেসামরিক সরকারের অস্তিত্বকেই অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। নির্বাচিত সরকার থাকলেও প্রকৃত ক্ষমতা নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে কেন্দ্রীভূত। ফলে কোনও নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য জবাবদিহি করার মতো অর্থনৈতিক করিডোরের মতো বৃহৎ প্রকল্প বালুচিস্তানকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতেও এনে দিয়েছে। গোয়াদর বন্দরের উন্নয়নকে পাকিস্তান উন্নয়নের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরলেও, স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতা ভিন্ন। জমি অধিগ্রহণ, জীবিকা হারানো ও নিরাপত্তার নামে সামরিকীকরণ-এই সবই উন্নয়নের মূল্য হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন এখানে অধিকার নয়, বরং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের একতরফা সিদ্ধান্ত। ফলে প্রকল্পের বিরোধিতা করলেই স্থানীয় মানুষকে রাষ্ট্রবিরোধী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী তকমা দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে সহিংসতার এক দুষ্টচক্র তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্রের হয়েছে, বাস্তবে তার প্রয়োগ নেই। এই জবাবদিহিহীনতার সংস্কৃতি পাকিস্তানের সামগ্রিক রাষ্ট্রচরিত্রকেও প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। যেখানে রাষ্ট্র নিজেই নাগরিকের কাছে উত্তরদায়ী নয়, সেখানে গণতন্ত্র নামমাত্র থাকে। নির্বাচিত সরকার বদলায়, কিন্তু নীতির ধারাবাহিকতা থাকে-সামরিক নিয়ন্ত্রণ, কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ও প্রান্তিক অঞ্চলের দমন। বালুচিস্তান সেই ধারাবাহিকতার সবচেয়ে নগ্ন উদাহরণ। এই সংকট থেকে বেরোনোর পথ হিংসা নয়, কিন্তু সেই পথ রাষ্ট্রকেই খুলতে হবে। বালুচিস্তানের সমস্যাকে শুধুই নিরাপত্তা সমস্যা হিসেবে দেখলে সমাধান আসবে না। প্রয়োজন রাজনৈতিক সংলাপ, আস্থার

বিচারে বালুচিস্তান বরাবরই কেন্দ্রীয় ক্ষমতার কাছে উপেক্ষিত। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলের গ্যাস, খনিজ ও কৌশলগত অবস্থান দীর্ঘ দিন ধরেই ইসলামাবাদের নজরে থাকলেও, সেই সম্পদের সুফল স্থানীয় মানুষের জীবনে পৌঁছয়নি। বরং কেন্দ্রীয় শাসনের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক নিয়ন্ত্রণ এখানে রাষ্ট্রের প্রধান উপস্থিতি হিসেবে কাজ করেছে। উন্নয়ন নয়, নিরাপত্তা-এই একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গিই বালুচিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণ করেছে। এই প্রেক্ষাপটেই বালুচ জাতিসত্তার রাজনৈতিক অসন্তোষ ধীরে ধীরে সশস্ত্র প্রতিরোধে রূপ নেয়। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে দমন করার নামে রাষ্ট্র যে পথ বেছে নিয়েছে, তা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করেছে। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্বিচার গ্রেপ্তার ও সামরিক অভিযান-এই সবই রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ কার্যত অনুপস্থিত। যখন সহিংসতা বাড়ে, তখন দায় চাপানো হয় বা 'ষড়যন্ত্র'-এর উপর। কিন্তু কেন এই অসন্তোষ জন্ম নেয়, কেন স্থানীয় মানুষ রাষ্ট্রকে বিশ্বাস করতে পারছে না-এই প্রশ্নগুলির কোনও উত্তর রাষ্ট্র দিতে চায় না। এই জবাবদিহিহীনতার সংস্কৃতি শুধু বালুচিস্তানেই সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু সেখানে তার রূপ সবচেয়ে নির্মম। পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতিতে যখনই সংকট তৈরি হয়, বালুচিস্তান যেন পরীক্ষাগারের মতো ব্যবহৃত হয়-যেখানে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার কর্তৃত্ব জাহির করে। গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার সীমিত, স্বাধীন সাংবাদিকতা কার্যত অসম্ভব। ফলে বালুচিস্তানের বাস্তব চিত্র দেশের বাকি অংশের মানুষের কাছেও অদৃশ্য থেকে যায়। যে সংবাদ পৌঁছয়, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত ভাষ্য। চিন-পাকিস্তান দমনমূলক নীতি আরও প্রতিরোধ জন্ম দিচ্ছে, আর সেই প্রতিরোধকে দমন করতে গিয়ে হিংসা আরও বাড়ছে। সাধারণ নাগরিক এই চক্রের মাঝখানে আটকে পড়ছে। স্কুল, হাসপাতাল, বাজার-কোনও স্থানই নিরাপদ নয়। উন্নয়নের মৌলিক সূচকগুলিতে বালুচিস্তান আজও পাকিস্তানের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা প্রদেশগুলির একটি। অথচ এই পশ্চাপদতার দায় স্বীকার করার বদলে রাষ্ট্র নিরাপত্তা বয়ানকেই সামনে রাখে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, পাকিস্তানের বিচারব্যবস্থা এই সংকটে কার্যত নির্বাক। সুপ্রিম কোর্ট বা হাই কোর্টে গুমের মামলার শুনানি হলেও, বাস্তবে খুব কম ক্ষেত্রেই দায়ীদের শাস্তি হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা প্রশ্নের মুখে এলেই 'নিরাপত্তা' যুক্তি দেখিয়ে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হয়। ফলে আইনের শাসন একটি ধারণামাত্রে পরিণত পুনর্গঠন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ-জবাবদিহি। নিখোঁজদের প্রশ্নে সত্য উদঘাটন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের স্বীকৃতি এবং দায়ীদের শাস্তি ছাড়া কোনও শান্তি সম্ভব নয়। উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ ও সম্মতির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে, নইলে সেগুলি আরও বিরোধ ও হিংসার জন্ম দেবে। পাকিস্তানের জন্য বালুচিস্তান আজ এক আয়নার মতো। সেখানে যা ঘটছে, তা দেখায় রাষ্ট্র কতটা নাগরিকের কাছে দায়বদ্ধ, কতটা গণতান্ত্রিক। যদি এই আয়নায় শুধু হিংসা, দমন ও নীরবতার প্রতিফলন দেখা যায়, তবে সংকট শুধু বালুচিস্তানের থাকবে না, তা পুরো পাকিস্তান রাষ্ট্রকেই গ্রাস করবে। জবাবদিহিহীন শক্তির উপর দাঁড়িয়ে কোনও রাষ্ট্র দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না। বালুচিস্তানের রক্তাক্ত বাস্তবতা সেই কঠিন সত্যই প্রতিদিন নতুন করে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

রাজ্য উন্নয়ন ঋণের বিস্তার ও আর্থিক ফেডারালিজমের সংকট

পার্থ সরকার

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূল ভিত্তি ছিল ক্ষমতা ও সম্পদের ন্যায্য বণ্টন। সংবিধান প্রণেতারা স্পষ্ট ভাবেই মেনে নিয়েছিলেন যে উন্নয়ন শুধু কেন্দ্রনির্ভর হলে চলবে না, রাজ্যগুলির আর্থিক সক্ষমতা ও নীতিগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রচালনার অপরিহার্য শর্ত। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাজ্য উন্নয়ন ঋণ বা স্টেট ডেভেলপমেন্ট লোনস (এসডিএল)-এর দ্রুত ও লাগামছাড়া বিস্তার এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারসাম্যকে গভীর সংকটে ঠেলে দিচ্ছে। প্রশ্নটা আজ আর শুধু ঋণের পরিমাণ নিয়ে নয়, বরং কেন রাজ্যগুলিকে ক্রমশ ঋণনির্ভর হয়ে উঠতে হচ্ছে-সেই কাঠামোগত বাস্তবতা নিয়েই। এসডিএল মূলত রাজ্য সরকারের বাজার থেকে ধার করা ঋণ, যা তারা পরিকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক প্রকল্প বা চলতি ব্যয় মেটানোর জন্য ব্যবহার করে। তত্ত্বগত ভাবে এটি অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু গত এক দশকে এই ঋণের পরিমাণ যে হারে বেড়েছে, তা স্বাভাবিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। রাজ্যগুলির মোট ঋণের বড় অংশ আজ বাজার থেকে নেওয়া এসডিএল, যার সুদের হার কেন্দ্রীয় ঋণের তুলনায় বেশি এবং যার দায় সরাসরি রাজ্যগুলিকেই বহন করতে হয়। ফলে রাজ্য বাজেটের বড় অংশ ক্রমশ সুদ ও ঋণ পরিশোধে খরচ হয়ে যাচ্ছে, সামাজিক ব্যয়ের জায়গা সংকুচিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতির মূল কারণ রাজ্যগুলির বা নয়, যেমনটা প্রায়শই কেন্দ্রীয় ভাষ্যে ইঙ্গিত করা হয়। বরং এর শিকড় লুকিয়ে আছে রাজ্যগুলির ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় করের রাজ্য অংশ কমে যাওয়া, জিএসটি চালুর পর রাজস্ব স্বায়ত্তশাসনের ক্ষয়, এবং জিএসটি ক্ষতিপূরণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো সিদ্ধান্ত রাজ্যগুলির আর্থিক ভিত দুর্বল করেছে। এক দিকে কেন্দ্রীয় কর আদায়ে রাজ্যগুলির অবদান বেড়েছে, অন্যদিকে সেই কর থেকে রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশের হার কমেছে। এই বৈপরীত্য রাজ্য অর্থনীতিকে কার্যত কোণঠাসা করেছে। জিএসটি ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা এই সংকটকে আরও প্রকট করে তুলেছে। 'নেশন, ওয়ান ট্যাক্স'-এর যুক্তিতে রাজ্যগুলির কর আরোপের স্বাধীনতা কার্যত বিলুপ্ত হয়েছে। উৎপাদন ও ভোগের ওপর নির্ভরশীল রাজ্যগুলির রাজস্ব কাঠামো ভেঙে পড়েছে, অথচ জিএসটি কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজ্যগুলির আপত্তি বা উদ্বেগ প্রায়শই উপেক্ষিত থেকেছে। ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, সময়মতো সেই অর্থ না মেলায় বহু রাজ্য বাধ্য হয়েছে বাজার থেকে ঋণ তুলতে। অর্থাৎ কেন্দ্রের নীতিগত সিদ্ধান্তের ফল ভোগ করতে হয়েছে রাজ্যগুলিকে, ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে। এখানেই 'নট ডেট' বিতর্কের মূল সুর। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্যগুলির আর্থিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করার উপায় ঋণ নয়, বরং ন্যায্য রাজস্ব বণ্টন। কর আদায়ের একটি স্থায়ী ও পূর্বানুমানযোগ্য অংশ রাজ্যগুলির হাতে গেলে তারা পরিকল্পিত ভাবে সামাজিক ও পরিকাঠামোগত ব্যয় করতে পারে। কিন্তু সেই জায়গায় রাজ্যগুলিকে ক্রমশ ঋণনির্ভর করে তোলা হচ্ছে, যা এক ধরনের আর্থিক শৃঙ্খল তৈরি করছে। ঋণের সঙ্গে আসে শর্ত, নজরদারি এবং ভবিষ্যৎ ব্যয়ের ওপর সীমাবদ্ধতা। এতে রাজ্যগুলির নীতিগত স্বাধীনতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, কেন্দ্রীয় সরকার নিজে তুলনামূলক কম সুদে ঋণ নিতে পারলেও সেই সুবিধা রাজ্যগুলির জন্য ব্যবহার না করে বাজারে তাদের ঠেলে দিচ্ছে। বরং অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্য অংশীদারিত্ব বাধ্যতামূলক করে রাজ্যগুলির ওপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সামাজিক প্রকল্পগুলির অর্থায়নে কেন্দ্রের অংশ কমে যাচ্ছে, রাজ্য অংশ বাড়ছে। ফলত একই সঙ্গে রাজস্ব কমে ও ব্যয় বাড়ছে-এই দ্বৈত চাপ সামলাতে গিয়ে ঋণই হয়ে উঠছে রাজ্যগুলির একমাত্র ভরসা। এসডিএল-এর দ্রুত বিস্তার আরেকটি দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকির জন্ম দিচ্ছে। সুদের হার বাড়লে বা বাজার অস্থির হলে রাজ্যগুলির ঋণ পরিশোধ আরও কঠিন হয়ে উঠবে। তখন উন্নয়ন ব্যয় কাটছাঁট ছাড়া বিকল্প থাকবে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা-যে ক্ষেত্রগুলিতে রাজ্যগুলির ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ-সেগুলিই প্রথম কোপের মুখে পড়বে। অর্থাৎ ঋণনির্ভর উন্নয়ন শেষ পর্যন্ত মানব উন্নয়নের বিরুদ্ধেই কাজ করবে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র প্রায়শই রাজ্যগুলিকে আর্থিক শৃঙ্খলার পাঠ পড়ালেও, যুক্তরাষ্ট্রীয় নৈতিকতার প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। রাজ্যগুলি দাতব্য সংস্থা নয়, তারা সংবিধান স্বীকৃত শাসনব্যবস্থার অঙ্গ। তাদের উন্নয়ন ব্যয় কোনও নয়, বরং নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার। সেই অধিকার পূরণ করতে গেলে রাজ্যগুলির হাতে পর্যাপ্ত ও স্থিতিশীল অর্থসম্পদ থাকা জরুরি।

কিউআর কোড ঃ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি না কি নতুন ঝুঁকি

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ নকল ওষুধের বাড়বাড়ন্ত আজ শুধু ভারতের নয়, গোটা বিশ্বের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যার মোকাবিলায় প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান হিসেবে ওষুধের প্যাকেটে কিউআর কোড চালুর সিদ্ধান্তকে অনেকেই যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মনে করছেন। ধারণা হল, একটি স্মার্টফোন স্ক্যানেই জানা যাবে ওষুধের উৎপাদনকারী সংস্থা, ব্যাচ নম্বর, মেয়াদ, এমনকি সরবরাহ শৃঙ্খলের তথ্য। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে-এই কিউআর কোড ব্যবস্থা কি সত্যিই রোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে, না কি এটি কেবল আরেকটি প্রযুক্তিগত মোড়ক, যার আড়ালে থেকে যাবে পুরনো সমস্যাগুলি? কিউআর কোডের মূল উদ্দেশ্য স্বচ্ছতা ও ট্রেসেবিলিটি। তাত্ত্বিক ভাবে এটি একটি কার্যকর ধারণা। যদি প্রতিটি ওষুধের প্যাকেট একটি কেন্দ্রীয় ডেটাবেসের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তবে নকল ওষুধ শনাক্ত করা সহজ হওয়ার কথা। রোগী বা ফার্মাসিস্ট কোড স্ক্যান করে সঙ্গে সঙ্গে যাচাই করতে পারবেন ওষুধটি আসল কি না। এই ব্যবস্থা সরবরাহ শৃঙ্খলেও নজরদারি বাড়াতে পারে। কোথা থেকে ওষুধ বেরোল, কোন ডিলারের হাত ঘুরে বাজারে এল-এই সব তথ্য ধরা পড়ার কথা। কিন্তু বাস্তবতা এতটা সরল নয়। প্রথমত, কিউআর কোড নিজেই নকল করা অসম্ভব নয়। প্রযুক্তিগত ভাবে একটি কিউআর কোড কপি করা তুলনামূলক সহজ, যদি তার সঙ্গে যুক্ত ডেটাবেস যথাযথ ভাবে সুরক্ষিত না থাকে। নকল ওষুধ প্রস্তুতকারীরা যদি একই কোড বহু প্যাকেটে ব্যবহার করে, অথবা ভুয়ো সার্ভারে যুক্ত কোড ছাপায়, তবে সাধারণ রোগীর পক্ষে তা বোঝা প্রায় অসম্ভব। অর্থাৎ প্রযুক্তি যত শক্তিশালী হবে, প্রতারণার কৌশলও তত উন্নত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা অনেকটাই নির্ভর করে বাস্তব প্রয়োগের উপর। ভারতে এখনও বিপুল সংখ্যক মানুষ স্মার্টফোন বা স্থিতিশীল ইন্টারনেট পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। গ্রামীণ ও প্রান্তিক এলাকায় ওষুধ কেনার সময় কিউআর কোড স্ক্যান করা বাস্তবে কতটা সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। অনেক ক্ষেত্রেই ওষুধ কেনা হয় তাড়াহুড়োয়, বা স্থানীয় ফার্মাসিস্টের উপর ভরসা করে। সেখানে কিউআর কোড স্ক্যান করা একটি অতিরিক্ত ঝামেলা হিসেবেই দেখা হতে পারে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা। কিউআর কোড স্ক্যান করে যে তথ্য পাওয়া যাবে, তা যদি আপডেটেড না হয় বা ভুল থাকে, তবে প্রযুক্তির উপর আস্থা নষ্ট হবে। একটি কেন্দ্রীয় ডেটাবেস পরিচালনা করতে গেলে কঠোর নজরদারি, নিয়মিত আপডেট এবং জবাবদিহি প্রয়োজন। প্রশ্ন হল, আমাদের ওষুধ নিয়ন্ত্রক পরিকাঠামো কি সেই দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত? অতীতে ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণে যে ঘাটতির ছবি দেখা গেছে, তার প্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন অবান্তর নয়।

রাজ্য বাজেটে পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি মাত্র ১ হাজারঃ আশার বদলে চরম হতাশা পার্শ্বশিক্ষকদের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘদিন পর রাজ্য সরকার বাজেটে পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করলেও তা রাজ্যের লক্ষাধিক পার্শ্বশিক্ষকের কাছে স্বস্তির বদলে গভীর হতাশাই এনে দিয়েছে। মাসিক মাত্র এক হাজার টাকা বেতন বৃদ্ধি দীর্ঘদিনের বেতন বঞ্চনা ও বৈষম্যের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য বলে দাবি করছে পার্শ্বশিক্ষক সংগঠনগুলি। বাস্তবে এই সামান্য অঙ্ক বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে কোনও অর্থনৈতিক স্বস্তি দিতে পারবে না বলেই মত শিক্ষামহলের একাংশের।প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পার্শ্বশিক্ষকরা বছরের পর বছর ধরে স্থায়ী শিক্ষকদের সঙ্গে একই ধরনের পাঠদান ও অতিরিক্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করলেও বেতন ও সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্নে তাঁরা চরম বৈষম্যের শিকার। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠন বারবার আন্দোলনে নেমেছে, রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছে। এমনকি রাজ্য সরকার সমর্থিত সংগঠনের একাধিক নেতৃত্বও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে বেতন বৃদ্ধির দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিনের আলোচনা ও আশ্বাসের পরেও বাস্তব সিদ্ধান্ত না আসায় ক্ষোভ আরও বেড়েছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এবারের বাজেটে পার্শ্বশিক্ষকদের বড়সড় বেতন বৃদ্ধির প্রত্যাশা ছিল। অনেকেই আশা করেছিলেন, অন্তত ন্যূনতম সম্মানজনক বেতন কাঠামোর পথে সরকার এগোবে। কিন্তু বাজেট ঘোষণার পর দেখা গেল, সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। ফলে রাজ্যের সর্বত্র পার্শ্বশিক্ষকদের মধ্যে হতাশা ও অসন্তোষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পার্শ্বশিক্ষক সংগঠনগুলির অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের ‘সমকাজে সমবেতন’ সংক্রান্ত রায়কে কার্যত উপেক্ষা করেই রাজ্য সরকার এই সামান্য বেতন বৃদ্ধি ঘোষণা করেছে। একই কাজ করেও স্থায়ী শিক্ষক ও পার্শ্বশিক্ষকদের মধ্যে যে বিশাল বেতন বৈষম্য রয়েছে, তা সংবিধানসম্মত নয় বলেই তাঁদের দাবি। এই বিমাতৃসুলভ আচরণ কেবল আর্থিক দিক থেকেই নয়, পেশাগত মর্যাদার ক্ষেত্রেও পার্শ্বশিক্ষকদের অপমান করছে বলে মত সংগঠনগুলির। বিশ্লেষকদের মতে, এবারের বাজেটে পার্শ্বশিক্ষকদের প্রশ্নে সরকারের অবস্থান অনেকটাই প্রতীকী। বেতন বৃদ্ধি শব্দটি ব্যবহার করে ভোটের আগে একটি বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হলেও, বাস্তব অঙ্কে তা পার্শ্বশিক্ষকদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ কমাতে ব্যর্থ হয়েছে। এর প্রভাব আগামী দিনে আন্দোলনের রাস্তায় যেমন পড়তে পারে, তেমনই রাজনৈতিক ভাবেও এর প্রতিফলন ঘটার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না অনেকেই। সব মিলিয়ে বলা যায়, এবারের বাজেটে পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি সংখ্যার হিসাবে থাকলেও ন্যায্যতার বিচারে তা প্রশ্নের মুখে। দীর্ঘদিনের দাবি সত্ত্বেও প্রকৃত স্বীকৃতি ও মর্যাদা না মেলায় রাজ্যের পার্শ্বশিক্ষক সমাজ আরও একবার নিজেদের উপেক্ষিত বলেই মনে করছে। উল্লেখ্য, প্রায় ১৫-২০ বছর ধরে তারা স্কুলে সমান দায়িত্বের সাথে শিক্ষকতার কাজ করলেও বর্তমানে প্রাথমিকের পার্শ্বশিক্ষকরা প্রায় ১০ হাজার ৯২ টাকা এবং উচ্চপ্রাথমিকের পার্শ্বশিক্ষকরা প্রায় ১৩ হাজার ১৪১ টাকা হাতে পান মাত্র। বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে তা অত্যন্ত নগন্য। অভিযোগ, বাম আমলে নিযুক্ত বলেই পার্শ্ব শিক্ষকদের সাথে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে এই রাজ্যের তৃণমূল পরিচালিত সরকার। পার্শ্ব শিক্ষকদের সংগঠনগুলি ভবিষ্যতে বৃহত্তর আঃেদালনের ডাক দিতে চলেছেন বলে সূত্র মারফত জানা গেছে।

হোলি উপলক্ষ্যে পূর্ব রেলের ৯৪ টি স্পেশাল ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আসন্ন হোলি ও দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে একগুচ্ছ বিশেষ ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করেছে পূর্ব রেল। বৃহস্পতিবার পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, চলতি বছরে মোট ৯৪ টি হোলি স্পেশাল ট্রিপ চালানো হবে, যাতে যাত্রীরা নির্বিঘ্নে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন এবং উৎসবের সময় পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দ উদ্‌যাপন করতে পারেন। পাশাপাশি পুরীর মতো গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানে যাতায়াতের সুবিধাও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, কলকাতা-রক্সৌল (বারাউনি হয়ে) রুটে ১০টি, কলকাতা-মধুবনী রুটে ৮টি এবং কলকাতা-গোরক্ষপুর (পাটনা হয়ে) রুটে ২০টি ট্রিপ চলবে। হাওড়া-আনন্দ বিহার ও হাওড়া-খতিপুরা রুটে ৮ টি করে ট্রিপ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া কলকাতা-নিউ জলপাইগুড়ি রুটে ২টি এবং শিয়ালদহ-পুরী রুটে ৮টি ট্রিপ চলবে। একই সঙ্গে আসানসোল-গোরক্ষপুর, মালদা টাউন-আনন্দ বিহার, মালদা টাউন-উদনা এবং মালদা-মুম্বই রুটেও একাধিক বিশেষ ট্রেন চালানো হবে। পূর্ব রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, যাত্রীচাহিদা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং প্রয়োজনে নির্দিষ্ট রুটে অতিরিক্ত স্পেশাল ট্রেন চালানোর ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এই উদ্যোগে উৎসবের সময় ভ্রমণ অনেকটাই স্বস্তিদায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

Office of the
SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
VILL.+P.O.-SANKRAIL, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No:-WB/HZP/SANK/SGP/ NIeT 21/25-26/APAS
For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for 15 (Fifteen) Nos. different works. Document download/sale start date from **04/02/2026 at 5.00 PM.** Bid Submission starting from **04/02/2026 at 05.00 PM.** Last date of submission of Bid on **11/02/2026 at 02.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **13/02/2026 at 12.00 A.M.** For Details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

তরুণীকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে এফআইআর, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বেহালায় এক তরুণীকে বেআইনিভাবে আটকে রাখা, শারীরিক নির্যাতন ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক যুবকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেহালা থানা মারফত একথা জানা যায়। অভিযোগকারী তরুণী দক্ষিণ কলকাতার গল্ফ গ্রিন থানার অন্তর্গত পি.জি.এম. শাহ রোডের বাসিন্দা। অভিযুক্ত বেহালা এলাকার রাজা রামমোহন রায় রোডের একটি আবাসনের বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, ২ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে ন’টা থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি বিকেল প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ওই আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে ঘটনাটি ঘটে। তরুণীর দাবি, অভিযুক্ত তার পরিচিত বন্ধু হলেও বিবাদের জেরে তাকে জোর করে আটকে রাখা হয়, ঘুষি ও চড় মেরে শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হয় এবং পরনের পোশাক টেনে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি ভয় দেখানোরও অভিযোগ তোলা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বেলডাঙা মামলায় জড়িত ধৃতদের আদালতে হাজির করতে ব্যর্থ রাজ্য পুলিশ, ক্ষোভ প্রকাশ এনআইএর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনায় ধৃত ৯ জনকে বৃহস্পতিবার কলকাতা বিচারভবনে হাজির করার চেষ্টা ব্যর্থ হল। মামলার এদিনের শুনানিতে ধৃতদের আদালতে আনা সম্ভব হয়নি, যার জন্য দায়ী করা হয়েছে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনকে। বিষয়টি নিয়ে এনআইএর পক্ষ থেকে আদালতে অভিযোগ করা হয়, জানা গেছে, এখনও তদন্তকারীরা কেস ডায়েরি হাতে পাননি। ফলে বিচারক ধৃতদের আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি হাজির করার নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে তদন্তকারী অফিসারকে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে আদালতে কারণ দর্শানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মুর্শিদাবাদ পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকারকেও পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার উত্তেজনা শুরু হয় ১৬ জানুয়ারি, যখন ঝাড়খণ্ডের এক সংখ্যালঘু যুবকের মৃত্যুতে এলাকার জনতা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তেজিত জনতা পথে নেমে জাতীয় সড়ক ও ট্রেন অবরোধ শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে এবং সাংবাদিকরাও মারধরের শিকার হন। ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত পুরো এলাকা উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশ একাধিক অভিযান চালায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে ঘটনাটির তদন্ত জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা, এনআইএ হাতে নেয়। এনআইএ শুধু কাগজপত্র নয়, সরজমিনে ময়দানে গিয়ে ঘটনার তদন্তও শুরু করে। এদিকে, মামলার শুনানির সময় এনআইএ অভিযোগ করে জানায়, বহরমপুর জেল থেকে অভিযুক্তদের কঠোর নিরাপত্তার সঙ্গে আদালতে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছিল। জেল প্রশাসন রাজ্য পুলিশের কাছে গাড়ি ও স্কট চেয়ে আবেদন করে। কিন্তু মুর্শিদাবাদ পুলিশ সুপার গাড়ি ও নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হন বলে আদালতে জানানো হয়। এনআইএ এই অসহযোগিতার জন্য খোঁচা দিয়েছে রাজ্য পুলিশের দিকে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা রেকর্ড পরিমাণ রুফটপ সোলার ক্ষমতা অর্জন এবং বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ

মালিগাঁও, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে চলতি আর্থিক বছরে পুনর্নবীকরণযোগ্য এনার্জী গ্রহণ, বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন এবং পরিচালনগত সুরক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, যা স্থায়ী, দক্ষ এবং সুরক্ষিত রেল পরিচালনার প্রতি তাদের অবিচল

অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। গ্রীন এনার্জি পদক্ষেপের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ৯.২৭ মেগাওয়াট রুফটপ ছলার পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু করা হয়েছে। এই সাফল্য পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০২৪-২৫ অর্থবছর) একই সময়ের তুলনায় ৩৭৩ শতাংশ বেশি এবং এটি ২০১১-১২ সালের পর থেকে এক অর্থবছরে সর্বোচ্চ রুফটপ ছলার কেপাচিটি স্থাপিত হয়েছে। এই সংযোজনের ফলে, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর অধীনে মোট ছলার পাওয়ার কেপাচিটি ১৮.৪ মেগাওয়াট-এ পৌঁছেছে, যার ফলে উল্লেখযোগ্য এনার্জী ছেভিংছ এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস সম্ভব হয়েছে। ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন পদক্ষেপের অধীনে, বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের ট্রিপ পরিদর্শন সহজতর করতে এবং পরিচালনগত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য নিউ জলপাইগুড়ি এবং ডিব্রুগড়ে ট্রিপ ইন্সপেকশন (টিআরআইপি) শেড যথাক্রমে ২০ আগস্ট, ২০২৫ এবং ২৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে চালু করা হয়েছে। ট্রেন সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মোট ২৮৫টি বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের মধ্যে ৮১ টিতে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অটোমেটিক ট্রেন প্রটেকশ্যন ছিস্টেম ‘কবচ’ স্থাপন করা হয়েছে। ক্লিনার ট্র্যাকশনের দিকে পরিবর্তনের অংশ হিসেবে, ৩১ জোড়া ট্রেনকে ডিজেল ট্র্যাকশন থেকে সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক ট্র্যাকশনে রূপান্তরিত করা হয়েছে, যার ফলে ২৬টি ডিজেল লোকোমোটিভ সাশ্রয় হয়েছে এবং শক্তি দক্ষতা ও পরিচালনগত স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশিক্ষণ এবং সুরক্ষা সচেতনতার ক্ষেত্রে, ট্রেন কর্মীদের কার্যক্ষমতা বিষয়ক জ্ঞান উন্নত করার জন্য নিউ বঙাইগাঁও লবিতে অটোমেটিক ব্লক সিস্টেমের একটি কার্যকরী মডেল তৈরি ও স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, রাণিং ষ্টাফের মধ্যে রুট লার্নিং এবং পরিস্থিতিগত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাটিহার, আলিপুরদুয়ার, রঙিয়া এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনে রাতের বেলায় বিভাগীয় ভিডিওগ্রাফি চালু করা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলো উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গ্রীন এনার্জি, আধুনিক ট্র্যাকশন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নত সুরক্ষার প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরে, যা এই অঞ্চল জুড়ে আরও স্থায়ী ও দক্ষ রেল পরিচালনায় অবদান রাখে।

আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি-সহ গ্রেফতার দুই, ডাকাতির ছক ভেস্তে দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বীরভূমের লাভপুরে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও ধারালো অস্ত্র উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। লাভপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে দুই দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, দুই রাউন্ড গুলি এবং একটি কাটারি উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপালপুর রেলস্টেশনের কাছে সিউড়ি- কাটোয়া রাজ্য সড়কে ডাকাতির উদ্দেশ্যে কয়েকজন দুস্কৃতী জড়ো হয়েছে- এমন খবর পেয়েই রাত প্রায় একটা নাগাদ অভিযান চালানো হয়। ঘটনাস্থল থেকে দুই অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরা হয়। ধৃতদের নাম বাদশা শেখ ও শেখ জহরলাল। তাদের বাড়ি যথাক্রমে লাভপুর থানার দরবারপুর গ্রাম ও হাতিয়া গ্রামে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এলাকায় বড়সড় অপরাধের পরিকল্পনা ছিল দুস্কৃতীদের। ধৃতদের শুক্রবার বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে লাভপুর থানার পুলিশ এবং উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের উৎস সম্পর্কেও খোঁজ চালানো হচ্ছে। এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

কেশোরাম টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড

B K BIRLA GROUP OF COMPANIES

সিআইএন-এল১৭১১৪ডব্লুবি১৯৯৯পিএলসি০৮৯১৪৮
রেজি. অফিসঃ ৪২, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০২৪
সিটি অফিসঃ ৯/১ আর.এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৪৬৯-৭৮২৫/৬৭৮৮)/২৪৮৯ ৩৪৭২, ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৪৬৯ ৬৭৮৮
ইমেলঃ office@kesoramtextiles.in / ktmltext@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.kesoramtextiles.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাস শেষে অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	বর্তমান তিন মাস শেষ ৩১-১২-২০২৫	পূর্ববর্তী তিন মাস শেষ ৩০-৯-২০২৫	পূর্ববর্তী বছরের ৩১-১২-২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া অনুরূপ তিন মাস	বর্ষ থেকে তারিখ চলতি বর্ষ পর্যন্ত ৩১-১২-২০২৫	বর্ষ থেকে তারিখ পূর্ব বর্ষ পর্যন্ত ৩১-১২-২০২৪	পূর্ববর্তী বছর শেষ হয়েছে ৩১-০৩-২০২৫
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(পরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয়	-	-		-	-	-
২	সময়ের জন্য নিট লাভ / ক্ষতি (কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে)	(৩৬৬.১৪)	(৫৭৪.৭৩)	(৬.৩০)	(৯৮৫.২৭)	১২৫.৫৫	(৪৭.৩৯)
৩	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে)	(৩৬৬.১৪)	(৫৭৪.৭৩)	(৬.৩০)	(৯৮৫.২৭)	১২৫.৫৫	(৪৭.৩৯)
৪	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে)	(৩৬৬.১৪)	(৫৭৪.৭৩)	(৬.৩০)	(৯৮৫.২৭)	১২৫.৫৫	(৪৮.৬৮)
৫	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [এই সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত]	(৩৬৩.৫৫)	(১৩,২০৮.৬৯)	(৩.৪৩)	(১৩,৬১৪.০৪)	১৩৪.১৭	২,৫৫৯.৯২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪
৭	পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ	-	-	-	-	-	(১১৩.৭১)
৮	প্রতি শেয়ার আয় (ইপিএস) (বার্ষিক নয়) [প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ২ টাকা]						
	১. মূল	(০.৭০)	(১.১০)	(০.০১)	(১.৮৮)	০.২৪	(০.০৯)
	২. মিশ্র	(০.৭০)	(১.১০)	(০.০১)	(১.৮৮)	০.২৪	(০.০৯)

মন্তব্যঃ

ক) উপরে উল্লেখিত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধকরণ এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি অংশ। ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesoramtextiles.in -এ পাওয়া যাবে।

গ) উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

কেশোরাম টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
উমা শঙ্কর আসোপা
পরিচালক
DIN: 00305010

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

কাটমানির টাকা চাওয়ায় গ্রেফতার পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী ও ভিলেজ পুলিশ

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলা আবাস যোজনার টাকা কাটমানি হিসাবে দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়ায় গ্রেফতার হলেন পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যার স্বামী। গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁর সঙ্গী ভিলেজ পুলিশকেও। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মুরারই ২ নম্বর ব্লকের নন্দীগ্রাম পঞ্চায়েতের মুকলিসপুর গ্রামে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশের আবেদনের ভিত্তিতে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলা আবাস যোজনায় মুকলিসপুর গ্রামের বাসিন্দা আসিক নবি ঘর পেয়েছেন। ৩০ জানুয়ারি তাঁর ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা ঢোকে। বিষয়টি জানতে পেরে সংলগ্ন জাজিগ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা বর্ধনপাড়ার বাসিন্দা তৃণমূলের শিউলি বিবির স্বামী সমিরুদ্দিন খান ওরফে বাবু বাংলা আবাস যোজনার প্রাপক আসিকের কাছে গিয়ে কাটমানি দাবি করে। দাবি মতো দশ হাজার টাকা না দিলে পরবর্তী টাকা ঢুকবে না বলে হুমকি দেয়। এরপরেই ৪ ফেব্রুয়ারি অভিযোগ পেয়ে পাইকর থানার পুলিশ বাবু এবং তাঁর সঙ্গী মুকলিসপুর গ্রামের বাসিন্দা ভিলেজ পুলিশ ওবাইদুল ইসলাম ওরফে রকেটকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার দুজনকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক দুজনকেই সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। সরকারি আইনজীবী সৈকত হাতি বলেন, ধৃত দুজন এলাকাই একটি সিণ্ডিকেট তৈরি করে সরকারি প্রকল্পের টাকা বেনিফিসিয়ারিদের কাছ থেকে কাটমানি হিসাবে আদায় করতেন। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। ওই দুজনের নামে নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ থাকায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাতে এবং সিন্ডিকেট আরও কার কার কাছ থেকে কাটমানির টাকার জন্য চাপ দিয়েছিল বা নিয়েছিল কিনা তার তদন্তে পুলিশ অভিযুক্তদের সাতদিনের হেফাজতে নেয়। নন্দীগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুলতা মণ্ডলের স্বামী মৃণাল মণ্ডল বলেন, ভিলেজ পুলিশ ওরকম করেছে বলে আমার মনে হয় না। তবে সমিরুদ্দিন এর সঙ্গে জড়িত কিনা বলতে পারব না।

ভারত ট্যাক্সি অ্যাপ-এর উদ্বোধন অমিত শাহ-র

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে ভারতের প্রথম সমবায় ভিত্তিক যাত্রী পরিবহণ প্ল্যাটফর্ম ‘ভারত ট্যাক্সি’র উদ্বোধন করেন। দেশের নাগরিক কেন্দ্রিক পরিবহণ সমস্যা সমাধানে ও সমবায় ক্ষেত্রকে মজবুত করতে এটি হল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সমবায় মন্ত্রক জানায়, এই প্ল্যাটফর্মটিতে গা।রি চালকদের হাতেই মালিকানা থাকবে এবং মূল্য নির্ধারণ ও পরিচালনার ভার সম্পূর্ণ রূপে চালক বা ‘সারথি’দের ওপর বর্তাবে। এদিন রিমোটের মাধ্যমে ভারত ট্যাক্সি অ্যাপ-এর উদ্বোধন করেন অমিত শাহ। অমিত শাহ বলেছেন, ৮ লক্ষ সারথি প্রতিনিধি এবং কিছু সমবায়ের উপস্থিতিতে সহকার ট্যাক্সির এই উদ্বোধন হচ্ছে, যাতে তিন বছরের মধ্যে, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং দ্বারকা থেকে কামাখ্যা পর্যন্ত, সমগ্র দেশ জুড়ে, এই সহকার ট্যাক্সি সারথিদের কল্যাণের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে উঠতে চলেছে।

ভাতাবৃদ্ধি নিয়ে সমালোচনায় মুখর নেটনাগরিকদের একাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভান্ডারের ভাতাবৃদ্ধি নিয়ে উল্লসিত মহিলাদের একাংশ। তবে, প্রকাশ্যে শুরু হয়েছে বিরোধিতাও। সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন পোস্টে মাত্রা পেয়েছে সমালোচনা। ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা করে বৃদ্ধির ঘোষণায় ‘রিভাইভ পলিটিকস’ নামের একটি পোস্টে উল্লসিত একদল মহিলার নাচগানের ভিডিয়োর প্রেক্ষিতে দেবজিত পাল লিখেছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যারা নেয়, তারা ফেসবুকের ভাষণ শোনে না। তাই নিজের পাড়ার আশেপাশে ভাষণ দিন, কাজে লাগবে! আনন্দ সরকার লিখেছেন, লজ্জা নেই! সঞ্জীবন সাহা লিখেছেন, তুমি পাবে লক্ষ্মীভান্ডার, আমি হলাম বেকার, ‘ভাতা’ দিয়েই চলবে আমাদের, নীল-সাদা সংসার। তমোঘ্নেশ্বর দাশ লিখেছেন, ছিঃ ছিঃ এটাই চটির ছ্যাছড়াদের রাজ্য .. ছিঃ এরা কবে যে নিজের ভালো বুঝবে ভগবান জানেন। রাজা দাস লিখেছেন, এ রাজ্যের আর ভালো কিছুর আশা নেই। বিলকিস খাতুন লিখেছেন, এদের ছেলেমেয়েরা যেন না খেতে পেয়ে মরে! ছি ঃ ছি ঃ। দীপঙ্কর বিশ্বাস লিখেছেন, এগুলোর অপেক্ষাতেই ছিলাম! অক্ষয় বাংলা! সামিউল আলম লিখেছেন, এরা কিন্তু নিজের ইচ্ছায় নাচছে না, এদের কে নাচানো হচ্ছে! অন্যদিকে, আনন্দী ঠাকুর লিখেছেন, এটাকে বাজেট বলে। দিদি দেখিয়ে দিল। ছেলে-মেয়ে, যুবক- যুবতি, বৃদ্ধ - বৃদ্ধা , পিতা -মাতা, গরিব - মধ্যবিত্ত সবাই খুশি এই বাজেটে। দিদির সরকার আবার ক্ষমতায় ফিরছে। মানুষের উচ্ছাস সেই কথাই বলছে।

ম্যাট্রিমোনিয়াল ও ডেটিং অ্যাপের আড়ালে বাড়ছে সাইবার প্রতারণা

জয়পুর, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সাইবার অপরাধ দমনে রাজস্থান পুলিশের পক্ষ থেকে ধারাবাহিক নজরদারি ও প্রযুক্তিনির্ভর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে রাজস্থান পুলিশের সাইবার ক্রাইম থ্রেট অ্যানালিটিক্স ইউনিট একটি নতুন ও উদ্বেগজনক প্রতারণার প্রবণতা চিহ্নিত করেছে। বৃহস্পতিবার ডিআইজি (সাইবার ক্রাইম) বিকাশ শর্মা জানান, সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে-জালিয়াতরা এখন ম্যাট্রিমোনিয়াল ও ডেটিং অ্যাপ ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে টার্গেট করছে। ম্যাট্রিমোনিয়াল প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে প্রতারণা চালানো হচ্ছে। বিয়ে বা সম্পর্কের সন্ধানে থাকা ব্যক্তিদের আবেগের সুযোগ নিয়ে বিনিয়োগের নামে বড় অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়াই এই চক্রের মূল লক্ষ্য। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রতারকরা প্রথমে আকর্ষণীয় ছবি ও ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে বিশ্বাসযোগ্য প্রোফাইল তৈরি করে। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে ভিডিও কল ও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখে ভরসা অর্জন করা হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম-পিইউবি-ই-অকশন-এসডিএএইচ, **তারিখঃ ০৩.০২.২০২৬।**
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন অ্যাসেটের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের চুক্তি প্রদানের জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন **(১) ক্যাটালগ নং. এডিভিটি-এসডিএএইচ-০২-২০২৬** এবং **(২) ক্যাটালগ নং. এডিভিটি এসডিএএইচ ০৩ ২০২৬** প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ ঃ **(১) ই-অকশন ক্যাটালগ নং. এডিভিটি-এসডিএএইচ-০২-২০২৬। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ১২.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়। এসইকিউ নং; লট নং/ক্যাটাগরি; বিবরণ** এবং **চুক্তির সময়কাল** যথাক্রমে ঃ **এএ/১;** এডিভিটি-এসডিএএইচ-এমএমজি-ওএসডি-৬৪-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইসিং-স্টেশন প্রেমিসেসে (ডিজিটাল)); মধ্যমগ্রাম স্টেশনে ভিডিও ওয়াল সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ, যেখানে ৫০ঃ৫০ টাইম স্লট/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেলওয়ের বার্তাসহ বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুযোগ থাকবে; ০৫ বছর; **এএ/২;** এডিভিটি-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-ওএসডি-৬৫-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইসিং-স্টেশন প্রেমিসেসে (ডিজিটাল)); শিয়ালদহ স্টেশনের প্রফুল্ল দ্বারে একটি ডিজিটাল স্ক্রিন সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ৫০ঃ৫০ সময় ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেলওয়ে সম্পর্কিত তথ্যসহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন; ০৫ বছর; **এবি/১;** এডিভিটি-এসডিএএইচ-কেওএএ-ওএসএন-৪৪-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইসিং-স্টেশন প্রেমিসেসে (নন-ডিজিটাল)); কলকাতা স্টেশনের স্টেশন এলাকার (জোন এ) ভিতরে চিহ্নিত স্থানে বাণিজ্যিক প্রচারের প্রদর্শন; ০৩ বছর; **এসি/১;** এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-৯৮৭৩৬-২-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইসিং-ট্রেন ইন্টিরিয়র অ্যান্ড এক্সটিরিয়র); ১৩১৮৭/৮৮ শিয়ালদহ-রামপুরহাট মা তারা এক্সপ্রেসের বাইরের অংশে (পূর্ণাঙ্গ অংশে) এবং কোচের ভিতরে নির্দিষ্ট স্থানে ভিনাইল র‍্যাপিং-এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে গ্রাফিক ফিল্ম); ০৩ বছর; **(২) ই-অকশন ক্যাটালগ নং. এডিভিটি এসডিএএইচ ০৩-২০২৬। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ১৬.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়। এসইকিউ নং.** ঃ এএ/১; **লট নং/ক্যাটাগরিঃ** এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-১২সি০৭২২০৩-২৬-১; **বিবরণ** ঃ শিয়ালদহ ডিভিশন দিয়ে চলাচলকারী ১২টি কোচের ৫৯টি (উনষাট) ইএমইউ রেকের বাইরের অংশে এবং ভিতরে নির্দিষ্ট স্থানে ভিনাইল স্টিকার (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে গ্রাফিক ফিল্ম) ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন এবং **চুক্তির সময়কাল** ঃ ০৫ বছর। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
SDAH-378/2025-26
Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/31/31/25-26 (1st Call) Name of work : **Repairs to UPHC at P-19 CIT Road in Ward No.-31 under Br.-III.** Estimated Value (including GST and CESS) : ₹ **2,75,528.00.** Earnest Money: ₹ **5,600.00.** Period of completion : **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/CH/31/26-27 (1st Call) Name of work : **Urgent removal of chockage/ collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-31, Br.-III.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/EE-III/CH/33/26-27 (1st Call) Name of work : **Urgent removal of chockage/ collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-33, Br.-III.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(4) NIT No. : KMC/EE-III/CH/34/26-27 (1st Call) Name of work : **Urgent removal of chockage/ collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-34, Br.-III.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(5) NIT No. : KMC/EE-III/PC/31/26-27 (1st Call) Name of work : **Providing and fixing M.H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection pit Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-31, Br.-III.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(6) NIT No. : KMC/EE-III/PC/33/26-27 (1st Call) Name of work : **Providing and fixing M.H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection pit Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-33, Br.-III.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(7) NIT No. : KMC/EE-III/PC/34/26-27 (1st Call) Name of work : **Providing and fixing M.H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection pit Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-34, Br.-III.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(8) NIT No. : KMC/EE-III/RD/31/26-27 (1st Call) Name of work : **Urgent repairing of Potholes on Road surface, IPS/Concrete/Paver block passage etc. in Ward No.-31, Br.-III.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(9) NIT No. : KMC/EE-III/RD/33/26-27 (1st Call) Name of work : **Urgent repairing of Potholes on Road surface, IPS/Concrete/Paver block passage etc. in Ward No.-33, Br.-III.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.**

(10) NIT No. : KMC/EE-III/RD/34/26-27 (1st Call) Name of work : **Urgent repairing of Potholes on Road surface, IPS/Concrete/Paver block passage etc. in Ward No.-34, Br.-III.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion : **365 days** (For Sl. No. 2 to 10). Last date and time of submission of Bid : **16.02.2026 at 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 10). Date and time of opening of Bid: **18.02.2026 after 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 10). The Bid forms and other details are available on and from **06.02.2026 at 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 10).

(11) NIT No. : KMC/EE-III/CH/13/26-27 (1st Call) Name of work : **Urgent removal of chockage/ collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-13, Br.-III.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(12) NIT No. : KMC/EE-III/CH/30/26-27 (1st Call) Name of work : **Urgent removal of chockage/ collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-30, Br.-III.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(13) NIT No. : KMC/EE-III/CH/32/26-27 (1st Call) Name of work : **Urgent removal of chockage/ collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-32, Br.-III.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(14) NIT No. : KMC/EE-III/PC/13/26-27 (1st Call) Name of work : **Providing and fixing M.H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection pit Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-13, Br.-III.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.**

(15) NIT No. : KMC/EE-III/PC/30/26-27 (1st Call) Name of work : **Providing and fixing M.H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection pit Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-30, Br.-III.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(16) NIT No. : KMC/EE-III/PC/32/26-27 (1st Call) Name of work : **Providing and fixing M.H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection pit Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-32, Br.-III.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(17) NIT No. : KMC/EE-III/RD/13/26-27 (1st Call) Name of work : **Urgent repairing of Potholes on Road surface, IPS/Concrete/Paver block passage etc. in Ward No.-13, Br.-III.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(18) NIT No. : KMC/EE-III/RD/30/26-27 (1st Call) Name of work : **Urgent repairing of Potholes on Road surface, IPS/Concrete/Paver block passage etc. in Ward No.-30, Br.-III.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(19) NIT No. : KMC/EE-III/RD/32/26-27 (1st Call) Name of work : **Urgent repairing of Potholes on Road surface, IPS/Concrete/Paver block passage etc. in Ward No.-32, Br.-III.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **3,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **365 days** (For Sl. No. 11 to 19). Last date and time of submission of Bid : **13.02.2026 at 12 Noon** (For Sl. No. 11 to 19). Date and time of opening of Bid: **16.02.2026 at 12 Noon** (For Sl. No. 11 to 19). The Bid forms and other details are available on and from **03.02.2026 at 5 p.m.** (For Sl. No. 11 to 19). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 19).

CORRIGENDUM

NIT No.: KMC/EEC/BR-XI/110/054/2025-26/R/ UTTARAN published in this Newspaper on **31.01.2026** (Key No. 2107/25-26) of **Engineering (Civil)/Br.-XI Department** (Sl. No. 3). Last date and time of submission of bid will be **13.02.2026 upto 5 p.m.** instead of 07.02.2026 upto 5 p.m. and Date and time of opening of bid will be **16.02.2026 at 5 p.m.** instead of 09.02.2026 at 5 p.m. All other criteria remaining same.

(1) NIT No.: KMC/EE-III/31/9/25-26/US (1st Call), (2) NIT No.: KMC/EE-III/31/12/25-26/US (1st Call), (3) NIT No.: KMC/EE-III/33/45/25-26/US (1st Call), (4) NIT No.: KMC/EE-III/33/47/25-26/US (1st Call), (5) NIT No.: KMC/EE-III/UTTARAN/34/8/25-26 (1st Call), (6) NIT No.: KMC/EE-III/UTTARAN/34/9/25-26 (1st Call), (7) NIT No.: KMC/EE-III/UTTARAN/34/ 10/25-26 (1st Call), (8) NIT No.: KMC/EE-III/34/18/ 25-26 (1st Call) published in this Newspaper on **28.01.2026** (Key No. 2070/25-26) of **Engineering (Civil)/Br.-III Department** (Sl. No. 3, 5, 7, 9 to 12, 14). Last date of submission of bids **10.02.2026 upto 12 Noon** instead of 03.02.2026 upto 12 Noon (For Sl. No. 1 to 8) and Date of opening of bids **12.02.2026 after 12 Noon** instead of 05.02.2026 after 12 Noon (For Sl. No. 1 to 8). All other criteria remain unchanged. **(2158/25-26)**

অফবিট

মেধাবী ডাক্তার থেকে ভবঘুরে! শহরের অলিগলি ঘুরে লিখে চলেন প্রেসক্রিপশন

এ. দাশগুপ্ত

দক্ষিণ কলকাতার নাকতলা, রামগড় বা বাঘাযতীনের রাস্তায় মাঝেমধ্যেই দেখা যায় এক অগোছালো মানুষকে। এলোমেলো চুল, ছেঁড়া-মলিন পোশাক। বেশিরভাগ মানুষ পাশ কাটিয়ে চলে যান। কেউ বলেন 'ভবঘুরে', কেউ বলেন 'মানসিক রোগী'। কিন্তু এই মানুষের ভিতরে লুকিয়ে আছে অন্য পরিচয়- একসময়কার মেধাবী ডাক্তার, ড. সৌরভ ঘোষ। কলম আর কাগজ হাতে দিলেই আজও বদলে যায় তাঁর চেহারা। অবাক করা এক আলো জ্বলে ওঠে চোখে। হাসিমুখে লিখতে থাকেন ওষুধের নাম, রোগের চিকিৎসা, ইনজেকশনের ডোজ- এখনও সেই কাজ নিখুঁত। প্রেসক্রিপশনের শেষে নিজের নাম আর রেজিস্ট্রেশন নম্বর লেখেন। যেন নিজের পরিচয় ভুলে যেতে এখনও রাজি নন। একসময় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন সৌরভ। নাকতলা হাই স্কুল থেকে দারুণ রেজাল্ট করে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে মেডিক্যালে সুযোগ পেয়েছিলেন। পরিবারও ছিল মেধাবী- দিদি, ভাই সবাই কৃতী ছাত্র। কিন্তু একে একে সবার জীবনেই নেমে আসে মানসিক অসুস্থতার অন্ধকার। দিদি সাথী ঘোষ, যিনি নিজেও ডাক্তার ছিলেন, অসুস্থতার কারণে মারা যান। ছোট ভাই গৌরব, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ার, তিনিও অসুস্থ হয়ে মারা যান। বাবা-মাও নেই। সৌরভ একাই বেঁচে আছেন- মানসিক যন্ত্রণার খাঁচায় বন্দি হয়ে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, মেডিক্যাল পাশ করার পর সৌরভ কিছুদিন কার্ডিয়াক সার্জারি শিখেছিলেন। কিন্তু তার মাঝেই ধীরে ধীরে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারাতে শুরু করেন, আর একসময় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েন। বাড়ির এক ময়লা ঘরে একা থাকেন, দেওয়ালে লেখা থাকে মেডিক্যাল কলেজের নাম, হাসপাতালের নাম, নিজের পরিচয়। হয়তো এগুলোই তাঁর স্মৃতি ধরে রাখার শেষ চেষ্টা। পাড়ার মানুষ কেউ কেউ খাবার দেন, খোঁজ নেন। কেউ বলেন, আজও যদি ওঁকে ওষুধ জিজ্ঞাসা করা হয়, দুই সেকেন্ডে লিখে দিতে পারেন। এমনকি কারও কারও অসুস্থতায় তাঁর লেখা প্রেসক্রিপশন উপকারও করেছে। কিন্তু চিকিৎসা চালানো তো দূরের কথা, নিজেই এখন চিকিৎসার জন্য অপেক্ষা করেন। এর মাঝেই একদিন প্রাক্তন ছাত্রদের গ্রুপে একটি ভিডিও পৌঁছয়। ডাক্তার বন্ধু সেই ভিডিও পাঠান, যেখানে দেখা যায় সৌরভ পথের ধারে বসে প্রেসক্রিপশন লিখছেন। তা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন শিক্ষকরা ও সহপাঠীরা। স্কুলের কালাচাঁদ স্যার ও আরেক শিক্ষক পৌঁছে যান তাঁর বাড়িতে। সেখানে দেখা হয় কয়েকজন সহপাঠী ডাক্তার বন্ধুও এসেছেন খবর পেয়ে। ২০ বছর পর পুরনো বন্ধুদের দেখে সৌরভের মুখে ফুটে ওঠে এক অচেনা আনন্দ। সহপাঠীদের উদ্যোগেই সেই দিন বিকেলে তাঁকে শহরের একটি বড় সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা যায়। সেখানকার কর্তব্যরত এক সিনিয়র চিকিৎসকও সৌরভের সহপাঠী। বুঝি বন্ধুত্ব, স্মৃতি আর মানবিকতার হাত ধরেই শুরু হল ডাঃ সৌরভের নতুন লড়াই- স্বাভাবিক জীবনে ফেরার লড়াই। আজ তাঁর কোনও পরিবার নেই, পাশে নেই কেউ, জীবন যেন থেমে গেছে। কিন্তু বন্ধুরা, শিক্ষকরা, প্রাক্তন ছাত্ররা, সবাই মিলে আশা করছেন, সৌরভ আবার ঠিক হবেন। আবার কলম ধরবেন, কিন্তু এইবার ভবঘুরে হিসেবে নয়, ডাক্তার হিসেবে।

CHANGE OF NAME

I, Sunita Patwari (old name), wife of Bhanu Kumar Patawari, residing at 7/1A, Gokhala Road, Near Gol Mandir, Bhowanipur, P.O. – L. R. Sarani, Kolkata – 700020, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sunita Patawari (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 05/02/2026. Sunita Patwari (old name) and Sunita Patawari (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Sk Safikul Alam H/0 Salma Begum (old Name) residing at town - Arambagh, Link Road Ward No 05, P.0 & P.S- Arambagh Dist-Hooghly, W.B. Pin-712601, Have changed my name and shall henceforth be know as Umma Salma Jamali Begam (New Name), As declared be fore the Executive Magistrate Arambagh Hooghly District Court vide Affidavit (SL-NO-2088) Date 03.02.2026 Salma Begum (old Name) and Umma Salma Jamali Begam (New Name) both one and the same are Identical person.

CHANGE OF NAME

I, KHOKAN MOLLA S/o Mohammad Ali Molla residing at - Vill.-Purba Mallickpur, P.O.-Ilahipur, P.S.-Haripal, Dist-Hooghly, Pin-712707 do hereby solemnly affirm and declare my correct name KHOKAN MOLLA S/O MOHAMMAD ALI MOLLA instead of KHOKAN MOLLA S/O MOHAMMAD ALI MOLLA as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, at Kolkata on 04.02.2026. That KHOKAN MOLLA S/o MOHAMMAD ALI MOLLA and MANSUR ALI MALLICK (MANSUR A MALLICK) S/o MORTEJA MALLICK is the same one and identical person.

CHANGE OF NAME

I, SANA SULTANA W/o Md Shahnawaz Residing at 50 A, Mufidal Islam Lane, Kolkata - 700014 India, do hereby solemnly affairm and declare my father's actual name MD Rais instead of Raisul Azam as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata Dated 19-01-2026. Raisul Azam and MD Rais both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RATHIN DAS (Old Name) S/o Murali Bauri Residing at Kamrar Math, Bankura, P.O. + P.S. & Dist - Bankura, Pin-722101 India, have changed my name and shall henceforth be known as RATHIN BAURI(New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Bankura Dated 15-12-2025. RATHIN DAS and RATHIN BAURI both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ashadul Seikh S/o Mosbul Seikh residing at Vill. & P.O. Jamar, P.S. Dewandighi, Dist. Purba Bardhaman, Pin-713102 do hereby solemnly affirm & declare my actual name Ashadul Seikh instead of Sk Ashadul Haque, and my father's actual name Mosbul Seikh instead of Mosbul Sk alias Sk Mosbul Haque vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Purba Bardhaman on 05/02/2026. Ashadul Seikh S/o Mosbul Seikh & Ashadul Seikh S/o Mosbul Sk & Sk Ashadul Haque S/o Sk Mosbul Haque is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Zarina Begam Mallick wife of Faruk Mallick residing at - Dakshin Nawabpur, Hafej Para, P.O.-Nawabpur, P.S.-Chanditala, Dist-Hooghly.(W.B). Pin-712701, do hereby solemnly affirm and declare my son's correct name is Zayed Mallick instead of AL Zayed Mullick, my husband's correct name is Faruk Mallick instead of Faruk Mullick and my correct name is Zarina Begam Mallick instead of Jarina Begum, as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, at Kolkata on 04.02.2026. That Zayed Mallick and AL Zayed Mullick as well as Faruk Mallick & Faruk Mullick & Zarina Begam Mallick and Jarina Begum are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mafuja Begam Middey wife of Nazrul Islam Middey residing at- Dudhkalami, Moral Para, P.O.-Jangalpara, P.S.-Chanditala, Dist.-Hooghly. (W.B). Pin-712701, do hereby solemnly affirm and declare That my son Ahasaan Ali Middey born on 12-10-2002. That my said son correct name is Ahsaan Ali Middey instead of Ahasan Ali Middye, my husband's correct name is Nazrul Islam Middey instead of Nazrul Islam Middye and my correct name is Mafuja Begam Middey instead of Mafuja Begam, as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, at Kolkata on 04.02.2026. That Ahsaan Ali Middey and Ahasan Ali Middye as well as Nazrul Islam Middey & Nazrul Islam Middye & Mafuja Begam Middey and Mafuja Begam Middey are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shilpi Gain W/o Dilip Gain resident of Mobarakpur Kalitala para, P.O. Debipur(R.S.) P.S. Memari, Dist. Purba Bardhaman, Pin-713146 West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare our family original surname is GAIN. Hence my actual name Shilpi Gain W/o Dilip Gain instead of Shilpi Gayen W/o Dilip Gayen and our son's actual name Dip Gain instead of Dip Gayen as declared before the Ld. Executive Magistrate Purba Bardhaman on 03.02.26. That Dip Gain S/o Dilip Gain & Shilpi Gain and Dip Gayen S/o Dilip Gayen & Silpi Gayen is/are the same and identical persons. That Shilpi Gayen and Silpi Gain is one and the same & identical person.

CHANGE OF NAME

I, SK. AAREFAL, son of Late Sk. Matiib, residing at Vill. Rampara, P.O. Dakshindihi, P.S. Jangipara, District - Hooghly, Pin-712706, West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare That my original name should be rectify as SK. AAREFAL from the AAREFAR RAHMAN SK. and also my father's name should be rectify as SK. MATIIB from the MATLIB SK as declare before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, Dated: 02.02.2026. That SK. AAREFAL and AAREFAR RAHMAN SK. is same and one identical person and SK. MATIIB and MATLIB SK. is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I KAMANA SAHA (old name) W/O- Sunil Saha Resident of Ramgobinda Road,Ward no.09, P.0 & P.S- Nabadwip, Dist- Nadia,W.B,Pin-741302, do hereby declare that I have changed my name from KAMANA SAHA to KAMANA RANI SAHA and henceforth I shall be Known as KAMANA RANI SAHA in all purpose. Vide affidavit no.789 sworn In the court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Nabadwip, Dist- Nadia on Date-29/01/26, KAMANA RANI SAHA and KAMANA SAHA both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Rachek Molla, Rachek Molya (Old Name) S/o Sadhu Molla Residing at Uttar Ghatakpukur, P.o - B. Gobindapur, P.s - Bhangar, District - South 24 Parganas, Pin - 743502, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md. Rachek Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-02-2026. Mohammad Rachek Molla, Rachek Molya (Old Name) and Md. Rachek Molla (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Farhan, Mohd Farhan (Old Name) S/o Nisar Ahmed Residing at Flora Fountain BL-2, 19-FR, FL-19G, 45 Christopher Road, P.o - Gobinda Khatick Road, P.s - Tangra, District - Kolkata, Pin - 700046, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Farhan (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 05-02-2026. Mohammad Farhan, Mohd Farhan (Old Name) and Md Farhan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Arati De (Old Name) D/o Sambhunath Dey W/o Gora Chand Dey Residing at 156, Mahendra Bhattacharjee Road, P.o - Santragachi, P.s - Chatterjee Hat, District - Howrah, Pin - 711104, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Arati Dey (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 05-02-2026. Arati De(Old Name) and Arati Dey (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RAJENDRA KUMAR SINGH (Old Name) S/o KESHO SINGH Residing at Madhabpur Colliery c type complex PO- Kajoragram PS- Andal, District - Paschim Barddhaman, Pin - 713338 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as RAJENDRA SINGH (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-02-2026. RAJENDRA KUMAR SINGH (Old Name) and RAJENDRA SINGH (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Saradindu Maiti (Old Name) S/o Bijoy Krishna Maity Residing at Vtc - Ganesnagar, P.o - Ganeshnagar, District - South 24 Parganas, Pin - 743357, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Saradindu Maity (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 11/2026 Dated 05-02-2026. Saradindu Maiti (Old Name) and Saradindu Maity (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SK. MD. ALLARAKHA, son of Late SK. Md. Daud, residing at Vill. Dangamaheshpur, P.O. Ilahipur, P.S. Haripal, District Hooghly, Pin-712707, West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare That my original name should be rectify as SK. MD. ALLARAKHA from the ALLARAKHA SK and also my father's name should be rectify as SK. MD. DAUD from the DAUD ALAM, as declare before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, Dated: 02.02.2026. That SK. MD. ALLARAKHA and ALLARAKHA SK is same and one identical person and SK. MD. DAUD and DAUD ALAM same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MIRA BEGAM, wife of Sekh Noor Alam, residing at Vill. Dangamaheshpur, P.O. Ilahipur, P.S. Haripal, District - Hooghly, Pin-712707, West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare That my original name should be rectify as MIRA BEGAM from the MANUYARA BEGAM and also my husband's name should be rectify as SEKH NOOR ALAM from the NOOR ALAM SEKH as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, Dated: 02.02.2026. That MIRA BEGAM and MANUYARA BEGAM is same and one identical person and SEKH NOOR ALAM and NOOR ALAM SEKH is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, NAMITA BIBI, wife of ASMAN SK, resident of Village–Kasthashali, P.S.–Purbasthali, District–Purba Bardhaman, West Bengal, do hereby declare that the name 'NAMITA BIBI' as mentioned in certain records and the name 'MAMATA BIBI SK' as mentioned in my Aadhaar and other documents refer to the same and one identical person. This declaration is made on the basis of Affidavit No. 49 sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kalna, Purba Bardhaman on 02/02/2026, and is published for all official and legal purposes."

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Jain (Old Name) S/o Jhumermall Jain Residing at 14/C/2K, Watkins Lane, 2nd Floor, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjay Kumar Jain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-02-2026. Sanjay Jain (Old Name) and Sanjay Kumar Jain (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nasreen Perween (Old Name) W/o Md Ibrar Hussain Hashmi Residing at 22/4A/31, Khagendra Chatterjee Road, P.o+P.s - Cossipore, District - Kolkata, Pin - 700002, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Nasrin Parvin (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 05-02-2026. Nasreen Perween (Old Name) and Nasrin Parvin (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Gora Chand De (Old Name) S/o Late Gopal Chandra De Residing at 156, Mahendra Bhattacharjee Road, P.o - Santragachi, P.s - Chatterjee Hat, District - Howrah, Pin - 711104, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Gora Chand Dey (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 05-02-2026. Gora Chand De(Old Name) and Gora Chand Dey (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Prava Devi (Old Name) W/o Amit Kumar Shah Residing at Suksaari Apartment, Block - A, Floor - 1st, Flat - C, H/No - 641, West Maniktala, Jatin Das Road, Near Green Park Multy Gym, Ichapur, Ichapur Nawabganj, P.o - Ichapur Nawabganj, District - North 24 Parganas, Pin - 743144, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Pravabati Debi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 12/2026 Dated 05-02-2026. Prava Devi (Old Name) and Pravabati Debi (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Farhatulla Mohammed Hanif Bhaiji, Farhatulla Bhaiji (Old Name) S/o Mohd Hanif Bhaiji Residing at 46/48/50, Taiba Apartment, 5 And 6 Floor, Room No. 501/601, Nakhoda Street, Corner Of Kolsa Mohalla, Pydhonie, Vtc - Mandvi, P.o - Mandvi, Sub District - Mumbai, District - Mumbai, Pin - 400003, Maharashtra, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Farhatulla Mohd Hanif Bhaiji (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 009/2026 Dated 05-02-2026. Farhatulla Mohammed Hanif Bhaiji, Farhatulla Bhaiji (Old Name) and Farhatulla Mohd Hanif Bhaiji (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ARAFAT ALI MOLLA S/o MABOD ALI MOLLA resident of Vill- Ilahipur, PO-Ilahipur PS- Haripal, Dist-Hooghly, Pin-712707, West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare That in my Voter Identity Card, Aadhar Card and also in my father's Voter Identity Card etc. my father's name has been recorded as MABOD ALI MOLLA, but in Voter List for the year 2002 my father's name has been recorded as MABOD ALI SEKH S/O SUKUR SEKH. That MABOD ALI MOLLA F/O ARAFAT ALI MOLLA and MABOD ALI MOLLA S/o SUKUR ALI MOLLA and MABOD ALI SEKH S/o SUKUR SEKH (written in Voter List of the year 2002) is the same one and identical person vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Chandannagore Dated: 30.01.2026.

CHANGE OF NAME

I, SOBAN MUNSI S/o Late Abdulla Munsi residing at Vill. Dangamaheshpur, P.O. Ilahipur, P.S. Haripal, Dist.- Hooghly, Pin-712706 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name SOBAN MUNSI instead of SOBAN AH alias ABDUL SOBAN and my father's actual name ABDULLA MUNSI instead of ABDULLA SK alias SK. ABDULLA MUNSI, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated 04/02/2026. That SOBAN MUNSI, SOBAN AH and ABDUL SOBAN is same and one identical person and ABDULLA MUNSI, ABDULLA SK and SK. ABDULLA MUNSI is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I JOBEDA BEGUM MOLLA, W/O-Hakim Mollah, Residing at Vill-& P.O-Tehatta,P.S-Rajapur, Dist-Howrah,Pin-711316,W.B,do hereby Solemnly affirm and declare as follows:-That my actual name is JOBEDA BEGUM MOLLA which is duly recorded in my Aadhaar card Vide No.6234 6146 7427, That ANAS MOLLAH is my son That my son's parent's actual address Vill.& P.O-Tehatta,P.S-Rajapur, Dist-Howrah,Pin No.711316,That JOBEDA BEGUM MOLLA and JOBEDA BEGUM is the same and one identical person.Vide affidavit In the court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Howrah, Date-29/01/26

CHANGE OF NAME

I, Sasanka Sekhar Jana (Old Name) S/o Ramesh Chandra Jana Residing at Vill - Jatimati, P.o - New Digha, P.s - Digha, District - East Medinipur, Pin - 721463, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sasanka Jana (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 05-02-2026. Sasanka Sekhar Jana(Old Name) and Sasanka Jana (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Pradip Ganguly (Old Name) S/o Late Jiban Kumar Ganguly Residing at 38, Arabinda Pally, P.o - Behala, P.s - Parnasree, District - Kolkata, Pin - 700034, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Pradip Kumar Ganguly (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore vide affidavit No 60475 Dated 04-10-2018. Pradip Ganguly(Old Name) and Pradip Kumar Ganguly (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SHABNAM KHATOON (Old Name), W/O- MD FAZAL IMAM Residing at Rahmat Nagar Road no-2 Near Ashrafia Madrasa PO-Burnpur, PS- Hirapur, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713325, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as SYEDA SHABNAM KHATOON (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 05-02-2026. SHABNAM KHATOON (Old Name) and SYEDA SHABNAM KHATOON (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jay Shah (Old Name) S/o Haresh Shah Residing at Flat No - 4A, 48 Kali Temple Road, Vtc+P.o - Kalighat, District - Kolkata, Pin - 700026, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Jay Haresh Shah (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 10/2026 Dated 05-02-2026. Jay Shah (Old Name) and Jay Haresh Shah (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sharmila Majumder D/o Late Ranajit Kumar Das Residing at Arupara, G I P Colony, Vtc - Howrah Corporation, P.o - Gip Colony, District - Howrah, Pin- 711112, West Bengal India, that my deceased father who previously known as Ranjit Das, Ranajit Das (Old Name) shall henceforth be known as Ranajit Kumar Das (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 36/2026 dated 05-02-2026. I declare that my deceased father Ranjit Das, Ranajit Das (Old Name) and Ranajit Kumar Das (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Golapi Roy W/o Satish Roy residing at Vill.& P.O.-Fatepur, P.S.-Hili, Dist.-Dakshin Dinajpur West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my husband's actual name Satish Roy instead of Jatish Roy, which is wrongly recorded in my son Bittu Roy's Birth Certificate (Reg. No. 301, Dt. 05/12/2005) vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Balurghat, Dakshin Dinajpur dated 14/01/2026. Jatish Roy and Satish Roy both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Goni Mondal, S/O Anuar Ali, resident of vill + PO. Kantagoria, PS. Nalhati, Birbhum. That my name Abdul Goni Mondal, S/O Anuar Ali is recorded in my Aadhaar card, voter ID card, and West Bengal Board of Secondary Education certificate. In the 2002 voter list, my name is recorded as Abdul Goni Ali, S/O Anowar Ali. Declare vide affidavit dated 17.12.2025, before the Ld Executive Magistrate Court that Abdul Goni Mondal, S/O Anuar Ali and Abdul Goni Ali, S/O Anowar Ali are one and the same person.

CHANGE OF NAME

I, Sumit Kumar Sonkar (old name) Son of Tarak Sonkar, residing at 61A, Joy Mitra Street, Burtolla Kolkata-700005, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sumit Sonkar (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 05/02/2026. Sumit Kumar Sonkar (old name) and Sumit Sonkar (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I MD JAFRULLA S/O ABDUL JABBAR residing at Vill-Bibigram, P.O.-Malda, P.S.-English Bazar, Dist-Malda-732101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD JAFRULLAH as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 6, Dated 05/02/2026. MD JAFRULLA and MD JAFRULLAH both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMAD MONIRUL ISLAM (old name) S/O - MOHAMMAD AINUL HOQUE residing at VILL- PIRPUR PO - ARAIDANGA PS - PUKHURIA DIST - MALDA PIN - 732214. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOHAMMAD MONIRUL ISLAM (old name) to MD MONIRUL ISLAM (new name) and henceforth, I shall be Known as MD MONIRUL ISLAM (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 05/02/2026. MD MONIRUL ISLAM (new name) & MOHAMMAD MONIRUL ISLAM (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Giyasuddin son of Aktar Ali, residing at Vill: Birpur, P.O.- Abdalpur, P.S – Madhyamgram, Dist: North 24 Parganas, Kolkata – 700155, W.B., declare that my actual and correct name is Giyasuddin but inadvertently my name has been wrongly recorded in my 2001 Voter List being Part No. 353, Sl. No. 115, Voter No. WB/13/090/1014347 under 90 Barasat Bidhan Sabha as Yasuddin instead of Giyasuddin. Yasuddin and Giyasuddin both are same and one identical person as sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barasat vide affidavit no. 5237 dated 04/02/2026.

CHANGE OF NAME

I, (Old Name) RAMJAN SEKH S/o- JOYNAL SK Residing at, Vill - Pauli Dahapara, Post - Kherur, Ps- Sagardighi, Dist- Murshidabad, Pin- 742237, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RAMJAN SEKH To RAMJAN SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RAMJAN SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20 January 2026, RAMJAN SK and RAMJAN SEKH both are Same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Sirajul Molya (Old Name) S/o Md Rachek Molla Residing at Uttar Ghatakpukur, P.o - B. Gobindapur, P.s - Bhangar, District - South 24 Parganas, Pin - 743502, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Sirajul Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-02-2026. Md Sirajul Molya(Old Name) and Md Sirajul Molla (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Abdul Goni Mondal, S/O Anuar Ali, গ্রামপোঃ কাঁটাগাড়িয়া, থানাঃ নলহাটি, বীরভূমের বাসিন্দা। Abdul Goni Mondal, S/O Anuar Ali নথিভুক্ত রয়েছে আধার, ভোটার কার্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সার্টিফিকেটে। আমার ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে Abdul Goni Ali, S/করছি Anowar Ali নথিভুক্ত রয়েছে। ১৭.১২.২০২৫ তারিখ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Abdul Goni Mondal, S/O Anuar Ali and Abdul Goni Ali, S/O Anowar Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Md. Rakib, Rakib Sekh, Sk Abdur Rakib, son of Nur Mohammad, residing at Vill-Domonpur, P.O.-Paikuni, P.S.-Illambazar, Dist-Birbhum, PIN-731214, have changed my name to Abdur Rakib and shall hereafter be known as Abdur Rakib for all purposes.

CHANGE OF NAME

I SAMPA SIL (OLD NAME) W/O BARUN KUMAR SIL RESIDING AT RADHANAGAR, SRI CHAITANYA LANE KRISHNANAGAR, DIST-NADIA, PO-GHURNI, PS KOTWALI, PIN-741103. WB. HAVE CHANGED MY NAME. (OLD NAME) SAMPA SIL FROM (NEW NAME) SAMPA SIL (DIY) SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KRISHNANAGAR COURT. SL NO - 34 ,DATE - 4/2/26 BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME

I SMT SAIFUN NESA W/O ABDUL JABBAR residing at Vill-Bibigram, P.O.-Malda, P.S.-English Bazar, Dist-Malda-732101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MST SAIFUN NESA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 6, Dated 05/02/2026. SMT SAIFUN NESA and MST SAIFUN NESA both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, MASUMA KHATUN W/O - MOHAMMAD ESRARUL HOQUE residing at VILL- PIRPUR PO -ARAIDANGA PS - PUKHURIA DIST - MALDA PIN -732214. West Bengal, do hereby declare that I have changed My child (son) name from MOHAMMAD AFRIDI ISLAM (old name) to MD AFRIDI ISLAM (new name) and henceforth, I shall be Known as MD AFRIDI ISLAM (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 05/02/2026. MD AFRIDI ISLAM (new name) & MOHAMMAD AFRIDI ISLAM (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Marufa Bibi daughter of Late Abdul Kalam, residing at Vill: Birpur, P.O.- Abdalpur, P.S – Madhyamgram, Dist: North 24 Parganas, Kolkata – 700155, W.B., declare that my father's actual and correct name is Abdul Kalam son of Late Babur Ali and his voter details as per list 2002 being Part No. 92, Sl No. 698, Voter Card No. WB/13/092/270386 under 92 Deganga Bidhan Sabha but in my Pan Card his name recorded as Kalam Laskar instead of Abdul Kalam. Kalam Laskar and Abdul Kalam both are same and one identical person as sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barasat vide affidavit no.5238 dated 04/02/2026.

CHANGE OF NAME

I, MASUMA KHATUN W/O - MOHAMMAD ESRARUL HOQUE residing at VILL- PIRPUR PO -ARAIDANGA PS - PUKHURIA DIST - MALDA PIN -732214. West Bengal, do hereby declare that I have changed My child (son) name from MOHAMMAD AFRIDI ISLAM (old name) to MD AFRIDI ISLAM (new name) and henceforth, my child shall be Known as MD AFRIDI ISLAM (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 05/02/2026. MD AFRIDI ISLAM (new name) & MOHAMMAD AFRIDI ISLAM (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SK Ramij Ali @ SK Ramiz Ali S/O- Sekh Osman Ali resident of Muslim para, Sultanpur, P.O.- Memari, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, do hereby declare that I have changed my name from SK Ramij Ali, SK Ramiz Ali to Sekh Ramiz Ali and shall henceforth be known as 'SEKH RAMIZ ALI' in all purpose vide affidavit No-620, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman, on 05/02/2026. That SK Ramij Ali, SK Ramiz Ali and Sekh Ramiz Ali all are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি মোঃ রকিব / রকিব সেখ / সেখ আব্দুর রকিব, পিতা নূর মোহাম্মদ, সাং- ডোমনপুর, পোস্ট-পাইকুনি, থানা-ইলামবাজার, জেলা-বীরভূম, পিন-৭৩১২১৪, আমার নাম পরিবর্তন করিয়া আব্দুর রকিব রাখিলাম। ভবিষ্যতে আমি উক্ত নামেই সর্বত্র পরিচিত ও পরিচয় প্রদান করিব।

CHANGE OF NAME

I, SAPEJAN BIBI W/o ASADUL ISLAM MONDAL residing at Vill.-Chakramprasad, P.O.-Harekrishnapur, P.S.-Jalangi, Dist.-MSD West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name SAPEJAN BIBI instead of JARINA BIBI, my husband's actual name ASADUL ISLAM MONDAL instead of ASADUL MONDAL and my son's actual name SOHEL RANA MONDAL instead of SOHEL RANA, vide an affidavit sworn before the Ld. S.D.E.M at Domkal, Dist-Murshidabad dated on 04/02/2026. SAPEJAN BIBI and JARINA BIBI both are same and one identical person. ASADUL ISLAM MONDAL and ASADUL MONDAL both are same and one identical person. SOHEL RANA MONDAL and SOHEL RANA both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I SARIFUL SHAIKH S/O HAMID SHAIKH MY FATHER AND MOTHER NAME HAS BEEN RECORDED IN MY BIRTH CERTIFICATE AS ABDUL HAMID SEKH AND SOFIYA BIBI AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 14-10-25 MY FATHER HAMID SHAIKH @ HAMID SEKH, MOTHER SUPIYA SHAIKH @ SUPIYA SEKH AND ABDUL HAMID SEKH AND SOFIYA BIBI ALL ARE SAME PERSON R/O VILL BRAHMANAGAR CHAPRA NADIA.

CHANGE OF NAME

I SUMAN AHAMED S/O MD MOSLEM ALI MOLLA residing at Vill-South Chakmir Masjid Para, P.S.-Maheshtala, Dist-South 24 Parganas-700141, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SUMAN AHMED as declared before the Ld. Judicial Magistrate at alipore vide affidavit No 18817 Dated 21/03/2016. SUMAN AHAMED and SUMAN AHMED both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I,SABENA KHATUN W/O - MOHAMMAD ZIAUL HOQUE residing at VILL- PIRPUR PO - ARAIDANGA PS - PUKHURIA DIST - MALDA PIN -732214. West Bengal, do hereby declare that I have changed My child (son) name from MOHAMMAD AHIL HOQUE (old name) to MD AHIL HOQUE (new name) and henceforth, I shall be Known as MD AHIL HOQUE (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 05/02/2026. MD AHIL HOQUE (new.name) & MOHAMMAD AHIL HOQUE (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Naryan Chandra Acharya (old name) son of Narendra Acharjee, residing at Olaichanditala Second Lane, North Dum Dum(m), Nimta, Dist: North 24 Parganas, Pin: 700049, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Narayan Acharjee (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 05/02/2026. Naryan Chandra Acharya (old name) and Narayan Acharjee (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,SABENA KHATUN W/O - MOHAMMAD ZIAUL HOQUE residing at VILL- PIRPUR PO - ARAIDANGA PS - PUKHURIA DIST - MALDA PIN -732214. West Bengal, do hereby declare that I have changed My child (son) name from MOHAMMAD AHIL HOQUE (old name) to MD AHIL HOQUE (new name) and henceforth, my child shall be Known as MD AHIL HOQUE (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 05/02/2026. MD AHIL HOQUE (new name) & MOHAMMAD AHIL HOQUE (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SK Osman Ali @ Osman Ali S/O- Sekh Hossain Ali resident of Muslim para, Sultanpur, P.O.- Memari, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, do hereby declare that I have changed my name from SK Osman Ali, Osman Ali to Sekh Osman Ali and shall henceforth be known as 'SEKH OSMAN ALI' in all purpose vide affidavit No-619, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman, on 05/02/2026. That SK Osman Ali, Osman Ali and Sekh Osman Ali all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SK. SAHAJAN S/o Late Sk Abdul Salam residing at Panchur Thandarpara, P.O.-Bidhangarh, P.S.-Rabindranagar, Dist-South 24 Parganas Kolkata-700066 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name SK. SAHAJAN instead of SAHAJAHAN MOLLA, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 21/01/2026. SAPEJAN BIBI and JARINA BIBI both are same and one identical person. SK. SAHAJAN S/o Sk Abdul Salam and SAHAJAHAN MOLLA S/o Abdul Salam or Abdul Salam Molla both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sireen Yeasmin D/o Mohammad Sadik Molla residing at V-156, Mondal Para, PO- Bartala, P.S. Rajabagan, Kolkata, West Bengal-700018, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Sireen Yeasmin instead of Sereen Yasmin, and my father's actual name Mohammad Sadik Molla instead of MD Sadik vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, South 24 Parganas on 03/02/2026. Sireen Yeasmin D/o Mohammad Sadik Molla and Sereen Yasmin S/o MD Sadik both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I ROSHIDA BIBI W/O ASED ALI KHAN residing at Vill-South Chakmir Masjid Para, P.S.-Maheshtala, Dist-South 24 Parganas-700141, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RASHIDA BIBI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 05/02/2026. ROSHIDA BIBI and RASHIDA BIBI both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMAD ZIAUL HOQUE (old name) S/O - MOHAMMAD AINUL HOQUE residing at VILL- PIRPUR PO - ARAIDANGA PS - PUKHURIA DIST-MALDA PIN-732214. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOHAMMAD ZIAUL HOQUE (old name) to MD ZIAUL HOQUE (new name) and henceforth, I shall be Known as MD ZIAUL HOQUE(new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 05/02/2026. MD ZIAUL HOQUE (new name) & MOHAMMAD ZIAUL HOQUE (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, NAZIRA BIBI W/O - MOTIUR RAHAMAN residing at VILL- SANKARPUR PO - SANKARPUR PS - KHARGRAM DIST - MURSHIDABAD PIN - 742159. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from NAZIRA BIBI (old name) to NAJIRA KHATUN (new name) and henceforth, I shall be Known as NAJIRA KHATUN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the 1 class judicial Magistrate at Kandi court dated on 28/01/2026. NAJIRA KHATUN (new name) & NAZIRA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Amit Khatuwala (old name) son of Krishna Kumar Khatuwala, residing at Kendwa Bazar, P.O. – Kulti, Dist: Bardhaman, Pin: 713343, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Amit Kumar Khatuwala (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 05/02/2026. Amit Khatuwala (old name) and Amit Kumar Khatuwala (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Majid Mallik S/O- Ajij Mallick resident of Vill- Deuliya, P.O.- Ajhapur, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713401, do hereby declare that I have changed my name from Majid Mallik to Abdul Majid Mallick and shall henceforth be known as 'ABDUL MAJID MALLICK' in all purpose vide affidavit No-621, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman, on 05/02/2026. That Majid Mallik and Abdul Majid Mallick both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Lutafa Begam Sekh W/O- Salam Sekh @ Salam resident of Vill- Khunyerpar, P.O.- Natu Mohan Pur, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713124, do hereby declare that I have changed my name from Lutafa Begam Sekh to Mojmira Begum Sekh and shall henceforth be known as 'MOJMIRA BEGUM SEKH' in all purpose vide affidavit No-731, sworn before the 1 St Class Judicial Magistrate at Burdwan Sadar on 02/02/2026. That Lutafa Begam Sekh and Mojmira Begum Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Antara Mondal D/o Sadhan Kumar Mandal residing at Vill.-Ashrampara, P.O.-Sagarpara, P.S.-Sagarpara, Dist.-Murshidabad, Pin-742306 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my mother & father's actual name Rupali Biswas Mandal W/o Sadhan Kumar Mandal instead of Rupali Mondal W/o Sadhan Mondal, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Berhampore, Murshidabad dated 04/02/2026. SAPEJAN BIBI and JARINA BIBI both are same and one identical person. Rupali Mondal W/o Sadhan Mondal and Rupali Biswas Mandal W/o Sadhan Kumar Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SK MD SOLIM S/o Sk Sarif residing at Uttar Panchur Para, Motir Bagan, P.O.-Bidhangarh, P.S.-Rabindranagar, Dist-South 24 Parganas, Kolkata-700066 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name SK MD SOLIM instead of Sekh Md Selim, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, South 24 Parganas on 25/04/2026. SK MD SOLIM and Sekh Md Selim both are same and one identical person.

ইতিহাস বিজড়িত নৈপুরগড়ের মদনমোহন মন্দির, দোল যাত্রায় ব্যাপক ভক্তসমাগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত নৈপুরগড়ের মদনমোহন

মন্দির। বহু ইতিহাস বিজড়িত এই মন্দির। কত ঘটনার সাক্ষী এই প্রাচীন দেবালয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পটাশপুর এক ব্লকের নৈপুর মদনমোহন মন্দির। প্রতিদিন এই মন্দিরে ভক্তদের ভিড় দেখা যায়। ঝুলন, দোল, রাস উৎসবে ব্যাপক জনসমাগম ঘটে এই মন্দিরে। এলাকার মানুষের কাছে এই মন্দির শুধু দেবস্থান নয়, এটি এক আবেগ ও ঐতিহ্যের নাম। জানেন এই নৈপুরগড়ের এই মদনমোহন মন্দিরের সেই অজানা ইতিহাস? আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক মন্মথ দাস তাঁর পটাশপুরের 'সেকাল একাল' গ্রন্থে বলেছেন, নৈপুরের শোলাঙ্কী বংশীয় জমিদার দাস-কানুনগো পরিবারের এই মন্দির একটি প্রাচীন বৈষ্ণব দেবস্থান। মদনমোহন জীউর বিগ্রহ প্রাপ্তি নিয়েও রয়েছে ইতিহাস। রাজা পুরুষোত্তম দেবের পুত্র বাসুদেব দেবসিংহের রাজত্বকালে যুবরাজ শিবরাম দেবের এক পুত্র অতি শৈশবে মারা যায়। সেই সন্তানের নাম ছিল মদনমোহন। এই ঘটনার সঙ্গে মন্দিরের ইতিহাস গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। কথিত, এরপরই একদল সাধু গঙ্গাসাগর থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে নৈপুরগড়ে আশ্রয় নেন। রাজপরিবার তাঁদের আতিথেয়তা গ্রহণ করে। সেই সাধুদের সঙ্গে ছিল কৃষ্ণপাথরের একটি মদনমোহন বিগ্রহ। নৈপুরগড় থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাঁরা সেই বিগ্রহ যুবরাজ শিবরাম দেবের হাতে তুলে দেন। এরপর সেই বিগ্রহ রাজ পরিবারের ইষ্টদেবতা হিসেবে পূজিত হতে শুরু করে। মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ রাজা বাসুদেব দেবসিংহ ভিত্তিস্থাপন করেন। পরে রাজা শিবরাম দেবের আমলেই মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। প্রথমে মন্দিরে এককভাবে মদনমোহন জীউ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তীকালে রাজা নীলাম্বর দেবসিংহের রাজত্বকালে মন্দিরে আরও মূর্তি সংযোজিত হয়। বগড়ীর কৃষ্ণরায় জীউর মন্দির থেকে অষ্টধাতু নির্মিত রাধিকা জীউ এখানে আনা হয়। পরে ললিতা সখীর বিগ্রহও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মন্দিরটি ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। জগমোহনের চালায় সেই তারিখ আজও খোদাই করা আছে। মন্দিরের গঠনশৈলীও বিশেষভাবে নজরকাড়া। এটি সপ্তরথ দেউল রীতিতে নির্মিত। জগমোহনের চালা পিরামিড আকৃতির। মন্দিরে টেরাকোটার কাজ নেই। মদনমোহন জীউর দু'বেলা অন্নভোগসেবা হয়। আজও এই মন্দির জেলার ইতিহাসের এক জীবন্ত স্মারক।

তোর্ষা নদীর পাড় যেন ভাগাড়! জয়গাঁর সৌন্দর্য্য গিলে খাচ্ছে টন টন বর্জ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালচিনি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তোর্ষা নদীর পাড়ে। দৃশ্য দূষণ তো হচ্ছেই, পাশাপাশি নদী দূষণের সম্ভাবনা বাড়ছে। জয়গাঁ এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প কবে তা চালু হবে কেউ, উত্তর জানা নেই কারও। তোর্ষা পাড়ে গেলেই গা গুলিয়ে উঠছে সকলের। ভুটান সীমান্ত ঘেঁষা জয়গাঁর তলানান্ত সংলগ্ন তোর্ষা নদীর কার্যত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জয়গাঁর দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকার আবর্জনা নিয়মিত ফেলা হচ্ছে নদীর ধারেই। বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা না থাকায় সেখানেই সেই আবর্জনা জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত ধোঁয়া। এছাড়া ফেলে দেওয়া আবর্জনার স্তূপে থাকা উচ্ছিষ্ট খেতে ভিড় জমাচ্ছে গরু, কুকুরের মতো গবাদি পশুরাও। এর ফলে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষণ বাড়ছে, তেমনই সাধারণ মানুষের পাশাপাশি, গবাদি পশুর স্বাস্থ্যে প্রভাব পড়ছে। বাসিন্দাদের কথায়, এই সমস্যা নতুন নয়। দীর্ঘ বেশ কয়েকবছর ধরেই এই নদীর ধারে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। তবে বর্তমানে সেখানে জয়গাঁ দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি, এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আবর্জনাও ফেলছে জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের অধীনে আবর্জনা সংগ্রহের কাজ করা সংস্থারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, জয়গাঁর দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও দলসিংপাড়া এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেটি চালু হয়নি। জয়গাঁ দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে এখনও কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি না হলেও, গত প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে জয়গাঁ এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের খোকলাবস্তির দেওড়ালি টোল এলাকায় তৈরি করা হয়েছিল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। তবে পরীক্ষামূলক ভাবে সেসময় তা চালু হলেও, এখনও বন্ধ হয়েই পরে রয়েছে বলে

দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। প্রশাসন সূত্রে খবর, জয়গাঁ এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরির কথা বলায় স্থানীয়দের বাধা ও বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে প্রশাসনিক আধিকারিকদের। এর ফলে দূষণ ছড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ। অন্য কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতে ডাম্পিং গ্রাউন্ড করতে গেলেও স্থানীয়দের বাঁধার মুখে পড়তে হয়েছিল বলে দাবি প্রশাসনের আধিকারিকদের। যার ফলে অন্যত্র ডাম্পিং গ্রাউন্ড সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কী না, তা নিয়ে পরিকল্পনা চলছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। পাশাপাশি, জয়গাঁ দুই নম্বর এলাকায় কোনো ফাঁকা জমি না মেলায় এখনও সেখানে ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করা যায়নি বলে দাবি জয়গাঁ দুই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অঞ্জু খাতুনের।

বক্রেশ্বরে শিবরাত্রির মহাপ্রস্তুতি, সারারাত খোলা থাকবে গর্ভগৃহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বীরভূমের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র বক্রেশ্বর ধামে শিবরাত্রিকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে জোরদার প্রস্তুতি। লক্ষাধিক মানুষের সমাগম সামলাতে মন্দির কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসন একযোগে কাজ করছে। এবারের মহাশিবরাত্রির নির্ঘণ্ট অনুযায়ী, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি (২রা ফাল্গুন), রবিবার বিকেল ৪ টে ৪৮ মিনিটে শিব চতুর্দশী তিথি শুরু হচ্ছে। এই পুণ্য তিথি বজায় থাকবে পরবর্তী দিন অর্থাৎ ১৬ ফেব্রুয়ারি (৩রা ফাল্গুন), সোমবার বিকেল ৪ টে ৪৭ মিনিট পর্যন্ত। তিথি চলাকালীন বক্রেশ্বর শিবক্ষেত্রে ভক্তদের ঢল নামবে বলে আশা করা হচ্ছে। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বক্রেশ্বরে আয়োজিত মেলাটি অত্যন্ত প্রাচীন। বর্তমানে এই মেলার মূল দায়িত্বে রয়েছে বীরভূম জেলা পরিষদ। মেলা কমিটির সদস্য দেবনাথ মুখার্জী জানিয়েছেন, সরকারিভাবে মেলাটি পাঁচ দিন চলার কথা থাকলেও ভক্তদের ভিড় ও চাহিদার কথা মাথায় রেখে তা ৬-৭ দিন পর্যন্ত চালানো হতে পারে। মেলাকে আকর্ষণীয় করতে পাঁচ দিনব্যাপী বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মেলা ও পুজোর দিনগুলিতে তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে মন্দির কমিটি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেমন, শিবরাত্রির দিন সারারাত মন্দির খোলা থাকবে যাতে দূর-দূরান্ত থেকে আসা মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে পুজো দিতে পারেন। উৎসবের দিন মহাদেবের 'পরমান্ন ভোগ' বন্ধ থাকে, তার বদলে নিবেদন করা হয় 'কাঁচা সন্দেশ'। পানীয় জল এবং পর্যাপ্ত আলোর সুব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে ভক্তদের কোন অসুবিধা না হয়। লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বীরভূম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মন্দির সেবাইত উন্নয়ন কমিটির ১৫ জনের একটি বিশেষ দল পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে। গর্ভগৃহ থেকে দ্রুত পুজো দিয়ে বের হওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে ভিড় এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ আটকে না থাকে। বক্রেশ্বরের এই উৎসব কেবল বীরভূমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দু'ই বর্ধমানসহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি বিদেশ থেকেও বহু পর্যটক এই সময় বক্রেশ্বরে আসেন। সব মিলিয়ে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে বক্রেশ্বর ধাম এক মিলন মেলার রূপ নিতে চলেছে।

ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের অকাল মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়ার খয়রামারী গ্রামে ফের পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু! সম্প্রতি ভিন রাজ্য কেরলে কাজে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন স্থানীয় বাসিন্দা আইনুল শেখ। মৃত ব্যক্তি পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন। পরিবারে এতটাই আর্থিক অনটন যে, দেহ ফেরানোর সার্মথ্য পর্যন্ত নেই। মৃত আইনুল শেখ সাগরপাড়ার খয়রামারী এলাকার বাসিন্দা। বাড়িতে নাবালক এক ছেলে এবং দুই মেয়ে রয়েছে। বাড়তি রোজগারের আশায় গত পাঁচমাস আগে কেরলে কাজে গিয়েছিলেন আইনুল শেখ। সেই রাজ্যের প্রেমবাভুর বলে একটি এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সপ্তাহখানেক আগে কেরলে থাকাকালীনই হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন আইনুল। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিলেন তিনি। গত মঙ্গলবার হঠাৎ করেই শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়ে মৃত্যু হয় আইনুল শেখের। সেই খবর পরিবারের কাছে আসা মাত্র কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে, খয়রামারী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিঠুন বিশ্বাস দু ঃসময়ে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। জলঙ্গীর বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক এবং জলঙ্গী উত্তরের ব্লক সভাপতি বিজন কুমার মণ্ডলও বাড়িতে পৌঁছে পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রয়োজনে প্রশাসনিক সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এলাকার মানুষের মধ্যে গভীর চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, গত কয়েক মাসে ভিনরাজ্যে একাধিক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, এমন ভয় ও অসুবিধার মধ্যেই আইনুল কেরলে কাজ করছিলেন। পরিবার ভিনরাজ্য থেকে মৃতদেহ আনার জন্য গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় রাস্তায় চাঁদা তোলার কাজে সামিল হয়েছে।

৩৪ টি প্রকল্পের প্রস্তাব গৃহীত

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পরিবেশবান্ধব চা পর্যটন ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগ সংক্রান্ত নীতিতে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ব্লকে এই প্রকল্পের আওতায় ২৭টি কোম্পানীর মাধ্যমে ৩৪ টি প্রকল্পের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। এদিন বিধানসভায় আগামী অর্থ বছরের প্রথম চার মাসের অন্তর্বর্তী বাজেট প্রস্তাবে এর মধ্যে ১৬টি প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্যে প্রস্তাব মঞ্জুর করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এর মাধ্যমে দুই হাজার ২০৭ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ আসবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র চা বাগান মালিক ও কাঁচা চা পাতা উৎপাদনের উপরে কৃষি আয়কর ও সেস ছাড়ের সময়সীমা আগামী বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হল বলে জানানো হয়েছে।

কোটি টাকার গ্রিন সিটি প্রকল্প অসম্পূর্ণ ধূপগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তির বেহাল দশা! অসম্পূর্ণ অবস্থায় নজরের আড়ালেই ধুঁকছে মনোরঞ্জক এই স্থানের ভবিষ্যত। ধূপগুড়িতে গ্রিন সিটি পার্ক এখনও অধরা। প্রশ্নের মুখে প্রকল্পের ভবিষ্যত! জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রিন সিটি প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত পার্ক আজও বাস্তবের মুখ দেখেনি। দীর্ঘ কয়েক বছর পেরিয়ে গেলেও

কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। ধূপগুড়ি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে গিলান্ডি নদী সংলগ্ন জলাভূমিতে এই পার্ক গড়ে ওঠার কথা ছিল। বাম আমলে জলাভূমি ও কিছু কৃষিজমি অধিগ্রহণের পর ধূপগুড়ি পুরসভা এলাকাটিকে সংস্কার করে আধুনিক পার্ক তৈরির উদ্যোগ নেয়। ২০১৮ সালে গ্রিন সিটি প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ হয় এবং কাজ শুরু হয়। পরিকল্পনায় ছিল বোটিং, ক্যাফেটেরিয়া সহ নানা বিনোদনমূলক ব্যবস্থা। প্রথম ধাপে জলাভূমির পাড় বাঁধানো, রাস্তা নির্মাণসহ কিছু কাজ হলেও তা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, আংশিক কাজের পর আর তেমন অগ্রগতি হয়নি। বোল্ডার দিয়ে বাঁধানো অংশে ভাঙন শুরু হয়েছে বলেও দাবি তাঁদের। দীর্ঘদিন ধরে কাজ বন্ধ থাকায় প্রকল্পের অর্থ ব্যবহারের স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এই নিয়ে অভিযোগ, বরাদ্দ অর্থের সঠিক ব্যবহার হয়নি। ধূপগুড়ির তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ কুমার সিং জানান, প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে কাজ থেমে ছিল। ইতিমধ্যেই সম্পন্ন কাজের হিসেব পাঠানো হয়েছে এবং বাকি অংশের জন্য নতুন করে অর্থ ও এস্টিমেট পাঠানো হয়েছে। সব মিলিয়ে ধূপগুড়ির বাসিন্দাদের এখন একটাই প্রশ্ন, কবে বাস্তবায়িত হবে বহু অপেক্ষার এই গ্রিন সিটি পার্কের স্বপ্ন।

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সবংয়ে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে আহত হলেন একজন। বৃহস্পতিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবংয়ের নেধুয়া গ্রামে রান্না করার সময় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। দ্রুত খবর দেওয়া হয় দমকলে। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নেভায় দমকল বাহিনীর কর্মীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকার বাসিন্দা নিখিল সামন্তের বাড়ির রান্নাঘর থেকে আগুন লাগে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন নিখিল সামন্তের স্ত্রী রাধারানী সামন্ত। তিনি বর্তমানে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল

প্রসেনজিত মহন্ত, পূর্বস্থলী, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে পূর্বস্থলী-১ ব্লকের শ্রীরামপুর অঞ্চলের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য মিছিলের আয়োজন করা হয়। সোমবার এই মিছিলটি হেমায়েতপুর মোড় থেকে শুরু হয়ে শ্রীরামপুর ব্লক কার্যালয় পর্যন্ত পৌঁছায়। মিছিল জুড়ে ছিল মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নানা স্লোগান, প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার। লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মহিলার আর্থিক স্বনির্ভরতা ও সামাজিক সুরক্ষায় যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, তা তুলে ধরেন বক্তারা। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের প্রধান রিতা দেবনাথ, অঞ্চলের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক নেত্রী রীতা প্রামাণিক সহ দলের আরও বহু নেত্রী ও কর্মীরা। বক্তব্যে তাঁরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের সাধারণ গৃহবধূ ও প্রান্তিক নারীদের জীবনে বড়সড় স্বস্তি এনে দেবে। মিছিল শেষে ব্লক কার্যালয়ের সামনে সংক্ষিপ্ত সভার মাধ্যমে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে।

গরু পাচার করতে এসে পুলিশের জালে ২ বাংলাদেশি যুবক

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় গরু পাচার চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। গরু পাচার করার অভিযোগে বুধবার রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল দুই বাংলাদেশি যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম বাবু শেখ (৩৫) এবং সুমন হক (২৫)। তাঁদের দু'জনের বাড়িই বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দেবীপুর এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ সেকেন্দ্রা ঘোষপাড়া এলাকায় অভিযান চালায়। সেখানে এই দুই যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে দেখে পুলিশ তাদের আটক করে। পরে জেরার মুখে ধৃত ওই দুই যুবক জানিয়েছে তারা গরু পাচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে পদ্মা নদী সাঁতরে ভারতে প্রবেশ করেছিল। বিএসএফের নজর এড়িয়ে তাঁরা ভারতে ঢুকতে পারলেও রাজ্য পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ওই দুই বাংলাদেশি যুবক। ইতিমধ্যেই ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে বৃহস্পতিবার তাদের জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করা হয়েছে। তবে এই পাচার চক্রের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

হালিশহরে পরিত্যক্ত শৌচালয়ের ট্যাঙ্ক থেকে বালকের দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ হালিশহর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ময়লা ডিপো সংলগ্ন হুকুমচাঁদ জুটমিলের পরিত্যক্ত শৌচালয়ের ট্যাঙ্ক থেকে ১২ বছরের এক বালকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় বৃহস্পতিবার এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত বালকের নাম পবন যাদব। সে জুটমিল এলাকার কাঁচা লাইনের বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পরিবারের দাবি, বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে পবন নিখোঁজ ছিল। অনেক খোঁজাখুজির পরও তার কোনও সন্ধান না মেলায় স্থানীয়দের সহায়তায় থানায় খবর দেওয়া হয়। পরে রাতে পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে জুটমিল চত্বরে থাকা একটি পরিত্যক্ত শৌচালয়ের ট্যাঙ্কের ভিতর থেকে বালকের দেহ উদ্ধার করে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলর অশোক যাদব জানান, বহু বছর ধরে জুটমিলের ওই অংশটি অব্যবহৃত ও অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আগে সেখানে নিরাপত্তারক্ষী থাকলেও বর্তমানে কোনও পাহারা নেই। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আবার আত্মহত্যার চেষ্টা এবং তাকে কেন্দ্র করে মেট্রো পরিষেবায় বিপত্তি। মেট্রো কর্তৃপক্ষর তরফে জানা গেছে, রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনে আত্মহত্যার চেষ্টা হয়েছে। ডাউনে শহিদ ক্ষুদিরামমুখী মেট্রোর লাইনে বিকাল ৪টে ৪৫ মিনিট নাগাদ এক যাত্রী আচমকা মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেন বলে খবর। ওই যাত্রীকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য উল্লিখিত তারিখের মধ্যে ১২:০০ টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর: ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৫-২৬-২৭আর২; কাজের বিবরণ:** এসএসইই/নর্থ/খড়গপুরের অধীনে এসএস নং ৬ এবং এসএস নং ৫-এর পাওয়ার সিস্টেম ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; **টেন্ডারের মূল্য:** ₹ ৬৫,০৫,৩৮৯.০৮; **বিড সিকিউরিটি/ইএমডি:** ₹ ১,৩০,১০০.০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ:** ২৫/০২/২০২৬; **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য; **কাজ সম্পন্ন করার সময়কাল:** লেটার অফ একসেপ্টেন্স জারির তারিখ থেকে ৯ মাস; **জমা করার তারিখ :** ২৫/০২/২০২৬ তারিখের ১২:০০টা পর্যন্ত; আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা এবং স্পেসিফিকেশন জানার জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতারা সমস্ত দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। (PR-1151)

OFFICE OF THE BHALUBASA GRAM PANCHAYAT
Vill-Bhalubasa P.O.-Kashidih, P.S.-Manbazar, Dist.-Purulia, Pin.-723131(W.B.)

e-TENDER No:-eNIT+ No. 04/2025-26/BhaGP dated- 03/02/2026

E-TENDER are hereby invited by the Pradhan, Bhalubasa Gram Panchayat from the bonafide and eligible contractor for the various scheme of 15th FC Fund. Last Date of Submission of Bid (Online): **11/02/2026 upto 4.30 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **13/02/2026 after 10.30 AM**. DETAILS OF SCHEME WILL ALSO BE AVAILABLE AT GP OFFICE and OFFICE NOTICE BOARD. Also on website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Bhalubasa Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল চরণ সিং পিতা-বিশ্বওরা সিং গত 4.3.2024 তারিখে হাওড়া A.D.S.R-অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2215/24 (বুক নং-I) নম্বর পাওয়ার অফ এ্যটনী বা আমমোক্তানামা দলিল বলে 1. শ্রী সুবীর ঘোষ 2. সুবীর নস্কর 3. অভিজিৎ নস্কর 4. অলোক নস্কর নিকট হইতে দেবীপাড়া মৌজায় হাল 1538 নং দাগে হাল 890 নং খতিয়ানে 0.5000 শতক জমি বিক্রয় করিবার জন্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয় কারো কোন প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী জগাছা, B.L.& L.R.O অফিসে ১ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

NABASTHA-II GRAM PANCHAYAT
PALSIT: BARDHAMAN-II P.S: PURBA BARDHAMAN

Notice Inviting e-Tender/NIT No. 24/NAB-II/2026, Dated-03/02/2026

"The Prodhan, NABASTHA-II Gram Panchayat." Invites e-tender for the 2(Two) different works at different places. Last date of submission of Bid on 12/02/2026 up to 01.00 am. Date of opening of tender (online): 16/02/2026 at 02.30 Pm. For details please visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Prodhan
Nabastha-II Gram Panchayat

বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
(চন্ডীতলা-২ নং ব্লকের অধীন)
গ্রাম ও পোঃ-বেগমপুর, জেলা-হুগলী (প ঃ বঃ)

TENDER NOTICE No. BEG/583/2026 AND BEG/584/26 DT-05.02.2026

e-Tenders are invited from reputed and eligible bidders for civil works under Begampur GP area, Chanditala-2dev Block, Hooghly. For details login to https://wbtenders.gov.in/

Sd/- Prodhan
Begampur Gram Panchayet

CHATUMADAR GRAM PANCHAYAT OFFICE
VILL .& P.O. – CHATUMADA, P.S. - HURA, DIST. - PURULIA
CHATUMADAR GRAM PANCHAYAT

NOTICE FOR INVITING TENDER

1. E-Tenders are invited by the undersigned from eligible Contractors having 50% Credential of similar type of works for 07 nos. Of schemes (15th FC) (WB/CGP/NITe-02/2025-26) to be constructed at different places under Chatumadar Panchayat. For details the contractors may visit to the office of the Chatumadar Gram Panchayat. For details the contractors may visit to the office of the Chatumadar Gram Panchayat. Last date of submission of Financial bid from 06.02.2026 at 11.00 am up to 16.02.2026 up to 05-00 pm. Date of opening of Technical Proposal(online) 19.02.2026 from 11.00 am.

Sd/- Pradhan
Chatumdar Gram Panchayat

Government of West Bengal
Office of the Principal
GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE, MANGALKOTE
Purba Bardhaman 713132

Sealed Tenders and e-Tenders will be invited for purchase of various articles and services in the Financial Year 2026–27, the detail inside information of which may be had in the **Office Notice Board** as well as in the Website **https://www.mangalkotegovtcollege.org**

Sd/-
Principal/Officer-In-Charge

TENDER NOTICE
SANKARHATI-I Gram Panchayet
Munsirhat, Howarh

NOTICE INVITING TENDER No-557/SANK-I/25 to 567/SANK-I/25, Dated-03/02/2026

Sealed Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of CONS. OF CONC. ROAD. Date of sale of tender form **03/02/2026 to 12/02/2026(from 11:30 AM to 2:00PM)**. Last date of Tender dropping of Sealed Tender form: on or before **12.02.2026, up to 2.30 PM,** Date of opening of Tender: **16.02.2026, 03.00 PM.** Details Contact office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Sankarhati-I Gram Panchayet
Jagatballavpur Block, Howarh

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e–TENDER

ABRIDGED NIT

The Dy. C.E.(M)/S&D, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:-

(1) NIT No.: KMC/GRBU/J/21/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Repairing the entrance gate, inspection chamber cover of sump tank and water pump shed with other allied works at Joka DPS under GRBU.** Estimated Cost: ₹ **2,16,108.00.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **12 Days.**

(2) NIT No.: KMC/GRBU/K/24/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Clog cleaning operation of DWF & SWF pumps and removal of floating materials from sump chamber for five months at Kabitirtha DPS under GRBU.** Estimated Cost: ₹ **2,30,644.00.** Earnest Money: ₹ **4,800.00.** Period of Completion: **153 Days.**

(3) NIT No.: KMC/GRBU/T37/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Repairing servicing and overhauling of 6.6kV 800A VCB, 500kVA 6kV/433V Transformer and ACB at Santoshpur DPS under GRBU.** Estimated Amoun: **Rate to be quopted.** Earnest Money: ₹ **5,400.00.** Period of Completion: **7 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **16.02.2026 at 5 p.m. (for Sl. No. 1 & 2) & 16.02.2026 - 6 p.m. (for Sl. No. 3).** The bid forms and other details are available on and from **07.02.2026 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 & 2) & 07.02.2026 - 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 3)**. For corrigendum etc, if any, the same website has to be seen **(for Sl. No. 3).**

The Ex. Eng. (C)/E&H, KMC invites quotation online percentage rate in two bid system for the following works:-

(1) NIT No.: EH/XV/138/01/2025-26
Name of the work: **Re-Excavation of water body of Plot nos. 255 and 37 in Mouza Garden Reach near Premises No. T-3A/1, S.A. Farooquie Road, P.S. Nadial under Ward No. 138 under BR-XV.** Estimated Cost: ₹ **4,98,937.00.** Earnest Money: ₹ **10,500.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(2) NIT No.: APAS/01/153/48/0003/R1 (2nd Call)
Name of the work: **Repairing of Ghat Steps at Shanti Babur Pukur in Ward No. 121 under BR-XIV.** Estimated Cost: ₹ **1,10,484.00.** Earnest Money: ₹ **2,500.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(3) NIT No.: APAS/01/154/185/0004
Name of the work: **Improvement of ghat and protection of bank of pond and development of pathway near House No. P-25 Ram Narayan Pally in Ward No. 128 under BR-XIV.** Estimated Cost: ₹ **4,74,493.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **60 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **17.02.2026 - 12 noon (for Sl. No. 1) & 13.02.2026 - 12 noon (for Sl. No. 2 & 3).** The bid forms and other details are available on and from **10.02.2026 - 12 noon (for Sl. No. 1) & 05.02.2026 - 12 noon (for Sl. No. 2 & 3).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2) & https://tenders.wb.gov.in (for Sl. No. 3).**

The D.G. (Mech.)/Roads, KMC invites e-tender online item wise rate in two bid system for the following works:-

(1) NIT No.: KMC/ASPH/PB/TKS-24/2025-26
Name of the work: **Vulcanizing, delivery and fitting, fixing of S.H.R. load out conveyor belt for DM-45 plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated Cost: ₹ **Quotation.** Earnest Money: ₹ **8,000.** Period of Completion: **10 Days.**

(2) NIT No.: KMC/ASPH/PB/TKS-04/2025-26
Name of the work: **Checking, inspection and cleaning of wet dust collector drum, chimney, ventury scrubber, vertical water scrubber and horizontal water scrubber of DM-45 Plant for one year duration at Asphaltum Department, Palmer bazar.** Estimated Cost: ₹ **Quotation.** Earnest Money: ₹ **6,000.** Period of Completion: **365 Days.**

(3) NIT No.: KMC/DG(M)/ASP/GG/M-57/2025-26
Name of the work: **Repairing of M.S Sheet guard at Bin Box of Plant & Fiiller elavator including over size removal screen etc. of Batch Mix Plant under Asphaltum Goragacha.** Estimated Cost: ₹ **Quotation.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **07 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **16.02.2026 at 4 p.m. (for Sl. No. 1 & 2) & 16.02.2026 at 1 p.m. (for Sl. No. 3).** Bid opening date and time for Technical Proposals (online): **18.02.2026 at 4 p.m. (for Sl. No. 1 & 2) & 18.02.2026 - 1.30 p.m. (for Sl. No. 3).** The bid forms and other details are available on and from **06.02.2026 - 4 p.m. (for Sl. No. 1 & 2) & 07.02.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 3).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 & 2) & https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 3).**

The D.G. (S&D), KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/DG(S_D)/NOR/DPS/25-26/41 (1st Call)
Name of the work: **Renovation and protection of broken brick sewer model at DWF Campus of PBPS under S and D Deptt.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,12,198.79.** Earnest Money: ₹ **2,500.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last date and time of submission of bid: **16.02.2026 at 1 p.m.** Bid submission start date and time (online): **06.02.2026 at 1 p.m.** Date and time of opening of Technical Bid: **18.02.2026 at 1 p.m.** The bid forms and other details area available on and from **06.02.2026 at 1 p.m.** from the website **https://wbtendedrs.gov.in.**

2156/25-26

OFFICE OF THE BHALUBASA GRAM PANCHAYAT
Vill-Bhalubasa P.O.-Kashidih, P.S.-Manbazar, Dist.-Purulia, Pin.-723131(W.B.)

e-TENDER No:-eNIT+ No. 05/2025-26/BhaGP dated- 03/02/2026

E-TENDER are hereby invited by the Pradhan, Bhalubasa Gram Panchayat from the bonafide and eligible contractor for the various scheme of 15th FC Fund And PBG IBRD. Last Date of Submission of Bid (Online): **14/02/2026 upto 4.30 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **16/02/2026 after 10.30 AM**. DETAILS OF SCHEME WILL ALSO BE AVAILABLE AT GP OFFICE and OFFICE NOTICE BOARD. Also on website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Bhalubasa Gram Panchayat

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সম্পদ পুনরুদ্ধার বিভাগ
কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়

৫, বিটিএম সরণী, ৭ম তল
কলকাতা- ৭০০০০১

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কারের নিলাম)

এতদ্বারা নিম্নলিখিত স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতা, তাদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার / গহনা/ মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ব্যাংকের পক্ষ থেকে বারবার তাগাদা/ নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করছেন না। এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে, যদি তারা ২৬.০২.২০২৬ **তারিখের মধ্যে তাদের নিজ নিজ স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে সমস্ত পাওনা (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ/ চার্জ/ ব্যয় সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে তাদের বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার ২৭.০২.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত ই-অকশন ওয়েবসাইট ঃ http://egold.auctiontiger.net**-এর মাধ্যমে ঋণগ্রহীতার খরচে ব্যাংক কর্তৃক ই-নিলামে তোলা হবে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা বা তাদের মাধ্যমে দাবিদার কোনো ব্যক্তির কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ / আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। এছাড়াও, প্রয়োজনে ব্যাংক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ ও সময় পরিবর্তন করার বা কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ক্রম নং.	শাখার ঠিকানা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট	মোট গ্রস ওয়েট (ইন গ্রাম)	মোট নিট ওয়েট (ইন গ্রাম)	আউটস্ট্যান্টিং মূল্য (টাকা)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	ইএমডি মূল্য (টাকা)
১।	গড়িয়া	রাখি রায়	৪২৬৫৭৭৬১০০০০৬০১	৫.০০	৪.৭০	৩৫,৫৯৫.০০	৫৫,৫০১.০০	৫,৫৫০.০০
২।	দক্ষিণ শহরতলি (বেহালা)	পূর্নিমা সমাদ্দার	৪০২০৭৭৬১০০০০৩৫৩	৬.৬৫	৬.৬৫	৩৯,২৭৭.০৭	৭১,০২১.০০	৭,১০২.০০

ইএমডি (আমানত) জমা দেওয়ার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ
অ্যাকাউন্টের নামঃ মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড
ব্যাংকের নামঃ আইসিআইসিআই ব্যাংক, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ০০২৪০৫০১৯৪০৮, শাখাঃ জেএমসি হাউস শাখা, আহমেদাবাদ, আইএফএসসি কোডঃ ICIC0000024

নিলামের শর্তাবলীঃ গহনা / অলঙ্কারের মানের জন্য ব্যাংক দায়ী নয়। অলঙ্কারগুলো ''যেমন আছে তেমনই'' ভিত্তিতে নিলাম করা হবে। সোনার দায়িত্ব তার, যিনি গহনাগুলো বন্ধক রেখেছিলেন এবং যিনি নিলামে জয়ী হবেন। সফল দরদাতাকে সোনা বিক্রির তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিলামের অর্থ পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় ব্যাংক নিলাম বিক্রি বাতিল করতে পারে। আগ্রহী দরদাতারা বিস্তারিত শর্তাবলী জানার জন্য নিলাম পোর্টাল দেখতে পারেন। ব্যাংক কোনো কারণ উল্লেখ না করেই নির্ধারিত নিলাম পরিবর্তন / সংশোধন/ বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সোনার অলঙ্কার নিলামের পর কোনো ধরনের দাবি গ্রহণ করা হবে না। ব্যাংক যেকোনো পর্যায়ে যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ / প্রত্যাখ্যান করার এবং তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন, সংশোধন বা মওকুফ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলামে অংশগ্রহণ এবং দর দেওয়াকে এই মর্মে গণ্য করা হবে যে দরদাতা নিলাম সম্পর্কিত শর্তাবলী গ্রহণ করেছেন এবং সমস্ত কর ও শুল্ক, এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণ সম্পর্কে অবগত আছেন এবং ক্রেতার সতর্কতার নীতি প্রযোজ্য হবে। এর দ্বারা এটিও বোঝানো হবে যে দরদাতা নিলামের সময় প্রচলিত শর্তাবলী, যদি কোনো সংশোধন থাকে, তা মনোযোগ সহকারে পড়েছেন। দর জমা দেওয়ার পর কোনো আপত্তি বা অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। কোনো অসঙ্গতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির ইংরেজি সংস্করণটিই প্রামাণ্য হিসেবে গণ্য হবে। আগ্রহী পক্ষগুলো ১০.০২.২০২৬, ১৭.০২.২০২৬ এবং ২৪.০২.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টার মধ্যে সাইটে সোনার গহনা পরিদর্শন করতে পারেন। অনলাইন নিলামটি ২৭.০২.২০২৬ তারিখে ভারতীয় সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী দরদাতারা ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড (অকশন টাইগার)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যোগাযোগ নম্বরঃ ৯০২৩৭২৪৭৮০ / ৬৩৫১৮৯৬৬৪০ অথবা ইমেল আইডিঃ egold@auctiontiger.net

তারিখ- ০৬।০২।২০২৬
স্থান- কলকাতা

স্বা /- অথোরাইজড অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

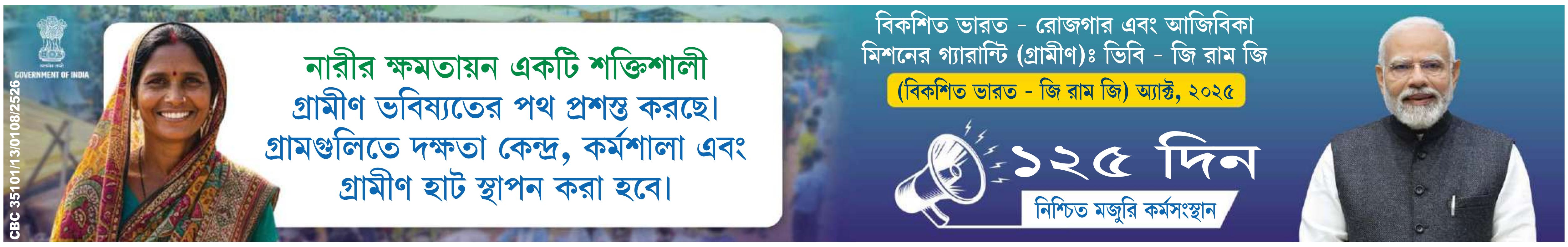

ভারতীয় বোর্ডে ফিরতে আর বাধা নেই অনুরাগ ঠাকুরের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ একটা সময়ে বিসিসিআইয়ের সর্বময় কর্তা ছিলেন। সেই অনুরাগ ঠাকুরকে আবারও দেখা যেতে পারে ভারতীয় বোর্ডে। বিসিসিআইয়ের পদাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে বিজেপি নেতার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিল সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ আবারও আইনি পদ্ধতি মেনে অনুরাগকে দেখা যেতে পারে ভারতীয় বোর্ডের সর্বেসর্বা হিসাবে। ২০১৭ সালে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডে স্বচ্ছতা আনতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রাক্তন বিচারপতি আর এম লোধার নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি হয়েছিল। সেই কমিটি বোর্ডকে বেশ কিছু সুপারিশ করে। এক রাজ্য এক ভোট, সত্তরোর্ধ্ব ব্যক্তি দায়িত্বে থাকতে পারবেন না, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বোর্ডের কোনও পদাধিকার পাবেন না, জোন ভিত্তিক নির্বাচক না বেছে গোটা দেশ থেকে তিনজন নির্বাচক বাছা হোক বলে সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সুপারিশ মানা তো দূর অস্ত, দিনের পর দিন কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধাচরণ করে যাচ্ছিল বোর্ড। শেষ পর্যন্ত লোধা কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে অপসারণ করা হয় তকালীন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট অনুরাগকে। কেবল অপসারণই নয়, আগামী দিনে বিসিসিআইয়ে নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রেও অনুরাগের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপায় শীর্ষ আদালত। সেই নির্দেশ প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়ে আবারও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন বিজেপি সাংসদ। অনুরাগের আইনজীবী জানান, দীর্ঘ ৯ বছর ধরে নিষেধাজ্ঞা চাপানো রয়েছে। ইতিমধ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছেন অনুরাগ। তাই লোধা কমিটির বিরোধিতা সত্ত্বেও সুপ্রিম কোর্ট অনুরাগের উপর চাপানো নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিল। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, নিয়ম মেনে বিসিসিআইয়ের কাজে আবারও ফিরতে পারেন অনুরাগ।

চাপ সামলাতে দক্ষ, দুরন্ত ছন্দ, ভারতকেই বিশ্বকাপের ফেভারিট ধরছে সব মহল!

নিজস্ব প্রতিবেদন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতীয় দল আত্মবিশ্বাসে ফুটছে। ভারতের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র সিং ধোনিকে কখনও আবেগতাড়িত হতে দেখা যায় না। কিন্তু এক অনুষ্ঠানে ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ব্যতিক্রমী প্রতিক্রিয়া দেখান তিনি। ভারতের সবচেয়ে সফল ক্যাপ্টেন বলেছিলেন, ‘‘সবচেয়ে বিপজ্জনক দলগুলোর মধ্যে ভারত একটি। ভালো দলের যা যা দরকার হয় সবই ওই টিমের আছে।’’ ধোনির এই মন্তব্যই ভারতীয় দলের শক্তি স্পষ্ট করে দিয়েছে। ক্রিকেট এমনিতে অনিশ্চয়তায় ভরা একটা খেলা। টি-টোয়েন্টি আরও বেশি। ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এখানে সহজ নয়। তবু সমস্যা তৈরি করতে পারত। এই যুক্তিতে তাঁকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্বাচকরা একটি বড় উদাহরণ রেখেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হোম সিরিজে একাধিকবার তাঁর ব্যাটিং ত্রুটি চোখে পড়েছে। কিন্তু গম্ভীরের সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত দলর মোড় ঘুরিয়ে দেয়। নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে, গিলের জায়গায় ইশান কিষানের ব্যাটিং ওপেনিংয়ে নতুন গতি এনেছে। তিলক বর্মা, অক্ষর প্যাটেল বা ওয়াশিংটন সুন্দরকে নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও দল নিজের সিদ্ধান্তেই অনড় থাকে। বাম-ডান কম্বিনেশনের মোহ কাটিয়ে নির্দিষ্ট ভূমিকায় ব্যাটারদের খেলানো হয়। গম্ভীরের কোচিংয়ে গত ১৮ মাসের পরিকল্পনার ফল এখন চোখে পড়ার মতো। ভারতীয় দল এখন অনেক বেশি শান্ত, আত্মবিশ্বাসী এবং

এই ফর্ম্যাটে ভারতের দুরন্ত ফর্মে জন্যই সূর্যকুমার যাদবদের আটকানো কঠিন বলে মনে করছে ক্রিকেট মহল। ২০০৭ সালে অস্ট্রেলিয়া এবং ২০২২ সালে ইংল্যান্ড এমন ছন্দ নিয়ে টুর্নামেন্টে নেমেছিল। কিন্তু একমাত্র ইংল্যান্ডই সেই চাপ সামলে ট্রফি জিতেছিল। এবার ভারতের সামনে খেতাব ধরে রাখার লড়াই। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপে চাপ থাকবে। কিন্তু সেই চাপ সামলানোর ক্ষমতা ভারতীয় দলের আছে বলেই মনে করছেন প্রাক্তনরা। ভারতের দল গঠনের প্রক্রিয়া ছিল দীর্ঘ। শুভমান গিলের ফর্ম না থাকায় দলের পক্ষে আক্রমণাত্মক। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে ধোনির কথা মাথায় রাখার মতো। একদিনের খারাপ পারফরম্যান্স বা শিশির সব হিসেব ওলোটপালোট করে দিতে পারে। তবুও সব মিলিযে, ২০২৬ বিশ্বকাপের শিরপা এখন ভারতের হাতেই থাকার কথা। সেই সঙ্গে এই বিশ্বকাপ কোচ গম্ভীরের কাছেও বড় পরীক্ষা। ওয়ান ডে কিংবা টেস্টে তিনি ততটা সফল নন, যতটা টি-টোয়েন্টিতে। যদি টিমকে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ না জেতাতে পারেন, তা হলে বোর্ডও বিকল্প কোচের সন্ধানে নেমে পড়তে পারে।

পাকিস্তানকে সূর্যর খোঁচা

‘‘ওদের সিদ্ধান্ত তো আমার হাতে নেই’

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট করেছে পাকিস্তান। তাতে ভারতের কী! অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব যেন ঘুরিয়ে সেটাই বলে দিলেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ১৫ ফেব্রুয়ারির মহারণে পাকিস্তান নামবে না ঠিকই। তবে টিম ইন্ডিয়া তৈরি। এই ইস্যু নিয়ে প্রথমবার মুখ খুলে সূর্য জানিয়ে দিলেন, ‘‘আমরা তো কখনও খেলব না বলিনি।’’ তাঁর সাফ কথা, ‘‘ওরা খেলতে চাইছে না। আমরা তো খেলব না বলিনি। কলম্বোর জন্য আমাদের বিমানের টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছে।’’ বিশ্বকাপের আগে মুম্বইয়ে ‘ক্যাপ্টেন্স ডে’তে সূর্য পরবর্তী পরিকল্পনাও বলে দিলেন, ‘‘প্রথমে আমরা এখানে খেলব। তারপর দিল্লি যাব। সেখান থেকে কলম্বো যাব।’’ আর তার সঙ্গে পাকিস্তানকে খোঁচা দেওয়ার সুযোগও ছাড়লেন না সূর্য। ভারত অধিনায়কের টিপ্পনি, ‘‘ওদের সিদ্ধান্ত তো আর আমার হাতে নেই।’’ বিশ্বকাপে ভারতের অভিযান শুরু হচ্ছে ৭ ফেব্রুয়ারি, আমেরিকার

বিরুদ্ধে। এরপর ১২ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে নামবেন সূর্যকুমাররা। তারপর ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাক মহারণ হওয়ার কথা। তবে পাক বাহিনী এই ম্যাচ বয়কট করেছে। বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তান সরকারের। বাবর আজমরা না নামতে চাইলেও, সূর্যরা নামবেন। এরপর ১৮ ফেব্রুয়ারি নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ভারতের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ। তবে মহসিন নকভির পাক বোর্ড ঠিক করেছে বয়কট নিয়ে তারা আইসিসি’কে কিছু জানাবে না। কোনও সরকারি ইমেল পাঠাবে না তারা। যুক্তি হিসেবে বলা হচ্ছে পাক সরকারের টুইটের প্রেক্ষিতে আইসিসি নিজেদের বক্তব্য জানিয়েছে। অর্থাৎ পুরোটাই তারা জানে। তাই নতুন করে সরকারি সিদ্ধান্ত পাঠানোর দায় পাক বোর্ডের নেই। পাক সরকার কী টুইট করেছে না করেছে, সেটা আইসিসি-র বিচার্য নয়। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে সরকারি ভাবে জানাতে হবে যে, তারা ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে না। যদিও ভারতীয় বোর্ডের মতে, পাকিস্তান বোর্ড যে যুক্তি খাড়া করতে চলেছে তা অত্যন্ত দুর্বল।

হাসপাতালে ভর্তি সরফরাজ খান, রঞ্জিতে নামার আগে বড় ধাক্কা মুম্বইয়ের

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ শুক্রবার রঞ্জির কোয়ার্টার ফাইনালে কর্নাটকের বিরুদ্ধে নামছে মুম্বই। চলতি মরশুমে দুরন্ত ছন্দে আছে কর্নাটক। প্রায় প্রতিটা ম্যাচেই বড় ইনিংস খেলছেন দেবদত্ত পাডিক্কল। এই ম্যাচে খেলবেন ভারতের তারকা ক্রিকেটার কেএল রাহুলও। তাই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে মুম্বই। এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামার আগে বড় ধাক্কা খেল তারা। রঞ্জির শেষ আটের ম্যাচে খেলা অনিশ্চিত তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার সরফরাজ খানের। হাসপাতালে ভর্তি তিনি। ঘটনাটা কী? বুধবারও মুম্বই দলের সঙ্গে ছিলেন সরফরাজ। কিংবদন্তি ভারতীয় ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকর যখন পেপ টক দিতে এসেছিলেন মুম্বই টিমকে, তখন উপস্থিত ছিলেন তিনি। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে জানা যায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সরফরাজ। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। এই নিয়ে মুখ খুলেছেন মুম্বই টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তি। তিনি বলেন, ‘‘ভাইরাল ফিভারে আক্রান্ত হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে সরফরাজকে। উনি আগেই অসুস্থ ছিলেন। তাই গত ম্যাচে দিল্লির বিরুদ্ধে ব্যাটিং করলেও ফিল্ডিংয়ে নামতে পারেননি। কর্নাটকের বিরুদ্ধে ম্যাচে তিনি আদৌ খেলবেন কি না, সেটা এখনও নিশ্চিত নয়।’’ উল্লেখ্য, রঞ্জি ট্রফির গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যায় ভুগছিলেন সরফরাজ খান। ২৪ বলে ২৭ করে আউট হন। কোয়ার্টার ফাইনালে সরফরাজ খেলতে না পারলে তা বড় ধাক্কা হবে মুম্বইয়ের জন্য। এই মরশুমে লাল বলের ক্রিকেটে দারুণ ছন্দে ছিলেন তিনি। ২৮ বছর বয়সি এই উইকেটকিপার-ব্যাটার চলতি মরশুমে রঞ্জিতে প্রায় ৫৪ গড়ে করেছেন ৪২৯ রান। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচে ২১৯ বলে ২২৭ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন সরফরাজ। তবে তাঁর না খেলা নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনও কোনও বিবৃতি দেয়নি মুম্বই ক্রিকেট দল। সরফরাজ না খেললে দায়িত্ব বাড়বে যশস্বী জয়সওয়াল, শার্দূল ঠাকুর, সিদ্ধেশ লাডদের।

বিশ্বকাপের আগে বড় ধাক্কা ভারতীয় শিবিরে, ওয়ার্মআপ ম্যাচে চোট হর্ষিতের

মুম্বই, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি আর মাত্র কয়েক দিন। বাইশ গজে নেমে পড়ার আগে বড় চোটের মুখে পড়ল টিম ইন্ডিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ার্মআপ ম্যাচে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হল পেসার হর্ষিত রানাকে। বুধবার মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাটিলে ম্যাচ খেলাকালীন এই ঘটনাটি ঘটে। যা ভারতীয় শিবিরে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হর্ষিত মাত্র এক ওভার বল করতে পেরেছিলেন। সেই ওভারে ১৬ রান দেন তিনি। ম্যাচ বল করার সময় দু’বার তাঁর পা হড়কে যায়। এরপর হাঁটুর ব্যাথা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়েন তিনি। আর ম্যাচে ফিরতে দেখা যায়নি তাঁকে। হর্ষিতের চোটটা ঠিক কতটা গুরুতর, তা এখনও জানা যায়নি। বিসিসিআইও কোনও সরকারি বিবৃতি দেয়নি। ফলে বিশ্বকাপের আগে হর্ষিতকে নিয়ে হঠাৎ করেই তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। এর আগে ওয়াশিংটন সুন্দরের চোট ভারতের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ান ডে-তে চোট পাওয়ার পর এখনও বিশ্বকাপ শিবিরে যোগ দিতে পারেননি। তাঁর

বিকল্প হিসেবে কাউকে নেয়নি দল। মনে করা হচ্ছে, নক আউটের আগেই দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন ওয়াশিংটন। তারপরই আবার হর্ষিতের চোট। পর পর ঘটনা ভারতের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উদ্বেগের মাঝেই কিছুটা স্বস্তির খবরও মিলেছে। চোট সারিয়ে তিলক বর্মা ব্যাট ও বল দুই ভূমিকাতেই নজর কেড়েছেন। বাঁ হাতি এই ব্যাটার ১৯ বলে ৪৫ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন। যেখানে ছিল তিনটি ছয় ও তিনটি চার। একটি ওভার বল করে মাত্র ৯ রান খরচ করেন তিনি। ওয়ার্মআপ ম্যাচ হলেও ভারতকে ছন্দেই দেখা গিয়েছে। যা স্বস্তি দিচ্ছে গৌতম গম্ভীরকে। ওয়ার্মআপ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩০ রানে হারিয়েছে ভারত। ঈশান কিশানও দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন। মাত্র ২০ বলে করেন ৫৩ রান। অন্য দিকে, দক্ষিণ আফ্রিকাকেও ২১০ রানে আটকে দেয় ভারত। বোলিংয়ে মোট ন’জন বোলারকে ব্যবহার করা হয়। যার মধ্যে অভিষেক শর্মা নেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। সব মিলিয়ে জয় হলেও হর্ষিত রানার চোটের খবর বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় দলকে চাপে রাখছে।

মেসিকে ফেরানোর স্বপ্নে কাজ শুরু করেছে নিওয়েলস

রোজারিও, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ আর্জেন্টাইন ক্লাবটির প্রথম সহ-সভাপতি হুয়ান মানুয়েল মেদিনা এই উদ্যোগের বিষয়টি জানিয়েছেন। ২০২৭ সালের প্রথম অর্ধেই মেসিকে নিওয়েলসের জার্সিতে খেলানোর স্বপ্ন দেখছে তারা। এই প্রকল্প কেবল নিওয়েলসকে কেন্দ্র করে নয়। এতে যুক্ত রোজারিও শহর, এই প্রদেশ এবং আর্জেন্টাইন ফুটবল। নিওয়েলসের যুব দলে খেলে বেড়ে ওঠা মেসি ১৩ বছর বয়সে যোগ দেন বার্সেলোনায়। সেখানেই কাটিয়ে দেন ক্যারিয়ারের অধিকাংশ সময়। পরে অবশ্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে ২০২১ সালে প্রিয় ঠিকানা ছেড়ে পাড়ি জমান পিএসজিতে। ফরাসি ক্লাবটিতে দুই বছর তার ভালো কাটেনি এবং এরপর তিনি যোগ দেন ইন্টার মায়ামিতে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটিতে সময়টা অবশ্য দুর্দান্ত কাটছে তার। ৩৮ বছর পেরিয়েও এখনও তিনি নিয়মিত মাঠে জাদুকরি ফুটবল উপহার দিচ্ছেন। ২০১৮ সালে পথচলা শুরু করা ক্লাবটি তার কাঁধে চড়েই উঠে এসেছে শিরোপা লড়াইয়ে। ইতোমধ্যে তিনটি ট্রফি ঘরেও তুলেছে তারা। এর মধ্যে গত মরসুমেই পেয়েছে সর্বোচ্চ সাফল্য, এমএলএস কাপ। প্রতিটি শিরোপা জয়েই আছে মেসির অসামান্য অবদান। মেজর লিগ সকারের ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টানা দুইবার সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জিতেছেন মেসি, গত দুই আসরে। গত অক্টোবরে ক্লাবটির সঙ্গে নতুন চুক্তিও করেন তিনি, এর ফলে ২০২৮ সালের শেষ পর্যন্ত ক্লাবটিতে থাকবেন এই মহাতারকা। তাই মেসিকে পাকাপাকিভাবে দলে পাওয়া নিওয়েলসের জন্য নিশ্চিতভাবেই কঠিন হবে। তবে মানুয়েল মেদিনা বেশ আত্মবিশ্বাসী।

ইন্ডিয়ান সুপার লিগের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ফ্যানকোডের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএল। বলতে গেলে এই টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগে এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি করে নিচ্ছে দলগুলি। শেষ কয়েক সপ্তাহে একের পর এক প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। যেখানে দুরন্ত ছন্দে দেখা গিয়েছিল জেসন কামিন্স থেকে শুরু করে জেমি ম্যাকলারেনদের। এমনকি নিজের পুরনো ছন্দে ধরা দিয়েছেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। সুপার কাপের হতাশা ভুলে এবার আইএসএলে নিজেদের কতটা মিলে ধরতে পারেন বাগান ফুটবলার সেদিকে নজর থাকবে প্রত্যেকের। খসড়া সূচি অনুযায়ী দক্ষিণের অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব তথা কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষের প্রথম ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান। অনুশীলন ম্যাচগুলির পর এই ম্যাচেও জয় পেতে চাইবেন নবনিযুক্ত কোচ সার্জিও লোবেরা। ঠিক একদিন পরেই অভিযান শুরু করবে পড়শী ক্লাব ইস্টবেঙ্গল। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ জন আব্রাহামের নর্থইস্ট ইউনাইটেড। এছাড়াও আগের দিন জামশেদপুরের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলবে আরেক প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কিন্তু কোথায় সম্প্রচারিত হবে এই প্রথম ডিভিশন লিগের ফুটবল টুর্নামেন্ট? সেই নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ব্যাপক ধোঁয়াশা ছিল দেশের ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। এমনকি এই নিয়ে সরগরম হয়ে উঠেছিল ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম। অবশেষে গত কয়েকদিন আগে টুর্নামেন্ট সম্প্রচারের বিবৃতি জারি করে ছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। তথা এআইএফএফ।

বয়কটের আঁচ বাড়ালেন রোনাল্ডো!

সংবাদ সংস্থা, রিয়াধ, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ অস্বস্তি আর ক্ষোভ-দুইয়ের চাপে রীতিমতো ফুঁসছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। রিপোর্ট বলছে, সৌদি প্রো লিগে আরও একটি ম্যাচ বয়কট করতে পারেন তিনি। ক্লাব ও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে টানাপড়েন চরমে পৌঁছনোর পর, আল নাসের ছাড়ার সম্ভাবনাও আর নিছক গুজবের স্তরে নেই। ইএসপিএন সূত্রে খবর, সৌদি আরবের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের ভূমিকা নিয়েই মূল অসন্তোষ। অভিযোগ, আল নাসরের খেলোয়াড় নেওয়া ও দল গঠনে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগে গাফিলতি হয়েছে। তার জেরে আগের ম্যাচে আল রিয়াধের বিরুদ্ধে জয়ের সময়ও মাঠে নামেননি রোনাল্ডো। একই পথে আরও একবার হাঁটার ইঙ্গিত পর্তুগিজ তারকার।

আট বছর পর আবার ফাইনালে সিটি-আর্সেনাল

প্রথমার্ধে একচেটিয়া দাপট দেখিয়ে তিনবার জালের দেখা পেল ম্যানচেস্টার সিটি। বিরতির পর নিউক্যাসল ইউনাইটেড ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও অভাবনীয় কিছু করতে পারল না। লিগ কাপের শিরোপাধারীদের বিদায় করে ফাইনালে উঠল পেপ গুয়ার্দিওলার দল।

সংবাদ সংস্থান, লন্ডন, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ বুধবার রাতে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে লিগ কাপের ফাইনালে উঠেছে ম্যানচেস্টার সিটি। এটি ছিল দুই লেগ সেমিফাইনালের দ্বিতীয় ম্যাচ। প্রথম লেগে সিটি জিতেছিল ২-০ গোলে। পেপ গার্দিওলার দলের এই জয়ে আট বছর পর আবার লিগ কাপ ফাইনালে দেখা হতে যাচ্ছে ম্যানচেস্টার সিটি-আর্সেনালের। মঙ্গলবার রাতে চেলসিকে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-২ গোলে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে মিকেল আরতেতার আর্সেনাল। সর্বশেষ ২০১৮ সালে এফএ কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল সিটি-আর্সেনাল। তখন আরতেতা ছিলেন সিটিতে গার্দিওলার সহকারী। গত কয়েক মরসুম ধরে প্রিমিয়ার লিগে সিটি-আর্সেনালের শিরোপা-লড়াই নিয়মিত হয়ে উঠলেও সরাসরি ফাইনালে দেখা প্রায় হয়ই না বললে চলে। ২০২৩ সালে মরসুম শুরুর ম্যাচ হিসেবে পরিচিত কমিউনিটি শিল্ড বাদে গত অর্ধযুগের বেশি সময়ে এফএ কাপ, লিগ কাপ কোথাও শিরোপামঞ্চে

মুখোমুখি হয়নি দুই দল। মূলত এ সময়ে আর্সেনালই কোনো ফাইনালে উঠতে পারেনি। আট বছরের আগেরটিসহ আর্সেনাল লিগ কাপের ফাইনালে উঠেছে মোট ৮ বার। জিতেছে মাত্র দুবার। তবে ম্যানচেস্টার সিটি ৯ বার ফাইনালে উঠে জিতেছে ৮ বারই। ২০১৭-১৮ মরসুমের সেই ফাইনালে আর্সেনালকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল সিটি। সেটিই আবার ছিল গার্দিওলার অধীন ম্যান সিটির প্রথম শিরোপা। চলতি মরসুমে নিজেদের সেরা ফর্মে থাকা (লিগে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে, সিটির চেয়ে ৬ পয়েন্টে এগিয়ে) আর্সেনালের সামনে এবার সুযোগ এসেছে সেই হারের শোধ নেওয়ার। লিগ কাপের ফাইনাল হবে আগামী ২২ মার্চ ওয়েম্বলিতে। ইতিহাদে গতকাল রাতে মাঠে নামার আগেই সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল সিটি। গত মাসে হওয়া প্রথম লেগে নিউক্যাসলের মাঠে ২-০ গোলে জিতে এগিয়ে ছিল তারা। ঘরের মাঠেও অবশ্য অতিথিদের কোনো সুযোগ দেয়নি আয়োজকরা। ওমর মারমুশের জোড়া গোলে ২৯ মিনিটের মধ্যে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় সিটি। ৩২ মিনিটে আরেক গোল করে ব্যবধান ৩-০ করেন তিজানি রেইন্ডার্স। এরপর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি নিউক্যাসল। বিরতির পর ৬২ মিনিটে আন্থনি অ্যালেঙ্গা এক গোল শোধ করলে তা শুধু ব্যবধান কমিয়েছে। এই ম্যাচের মধ্য দিয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ম্যান সিটির মাঠে টানা ১২টি ম্যাচ হারল নিউক্যাসল। এক প্রতিপক্ষের মাঠে এত দীর্ঘ হারার ধারা নিউক্যাসলের ইতিহাসে আর নেই। ফাইনাল নিশ্চিত হওয়ার পর গার্দিওলা বলেন, ‘‘আমরা খুব খুশি। ১০ বছরে পাঁচটি লিগ কাপ ফাইনাল বড় অর্জন। শিরোপা জিতলে আরও জেতার আত্মবিশ্বাস আসে।’’

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com